ভালবাসা ও দাম্পত্যজীবনে গ্রহের প্রভাব

শরদিন্দু চন্দ, এম. এ.

BHALOBASHA O DAMPOTYAJIBANE GRAHER PRABHAB

A Librature by

Saradindu Chanda

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দিলীপ দাস

প্রথম মুদ্রণ
ফাল্গুন, ১৩৬৬

মূল্য
১২.০০

পরমারাধ্য পিতৃদেব
৺সুরেশচন্দ্র চন্দের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

ছাত্রজীবন থেকেই জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুশীলনের প্রতি একটা ঝোঁক এসে পড়েছিল। হোস্টেলে থাকা অবস্থায় আমরা একে অন্যের হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম এবং কার ভাগ্যে কি আছে তা আমাদের স্বল্প জ্ঞানের মধ্যেই অকপটে বলতাম, কিছু মিলে গেলে তো সেই সময়টুকুর জন্য বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম। সেই সময় কয়েকজন জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভকরার সুযোগ হয়, তাঁদের গণনার অভ্রান্ততা দেখে মনে বেশ একটা স্থায়ী দাগ কাটে, যা পরবর্তীকালে জ্যোতিষশাস্ত্রের গভীরে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাই। এ ব্যাপারে প্রথমই আমার মাতাঠাকুরানীর নাম করতে হয়। তিনি এখনও এই শাস্ত্র নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। যদিও তাঁর বয়স প্রায় আশি, কিন্তু তাঁর এই শাস্ত্রের উপরে উৎসাহ অধ্যবসায় যে কোন মধ্যবয়সের লোকের থেকে বেশী। তাই আমার জ্যোতিষ-চর্চার পিছনে তাঁর গভীর অনুপ্রেরণা ছিল, যার ফলে ভিন্নতর কর্মজীবনে ও জ্যোতিষচর্চাকে কোনদিন লঘু করে দেখতে পারিনি। কর্মজীবনে এ ধরনের বিষয় নিয়ে চর্চাকরা কত বিঘ্নকর তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে আমার কর্মজীবনে কয়েকজনের উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছিলাম, যার ফলে এই চর্চার গতিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছি। তাই আজকের দিনে প্রথমেই যাঁদের নাম মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে আছেন প্রয়াত ভূপতি মজুমদার, এম. এল. এ., শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আই. এ. এস, শ্রীসত্যানন্দ লস্কর আই. পি. এস., সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়, শ্রীমতী লীলা চক্রবর্তী আই. এ. এস., শল্য চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাদাস রায় চৌধুরী এম. এস., শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আই. পি. এস., শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল ডবলিউ. বি. সি. এস., শুকতারার সম্পাদক শ্রীমধুসূদন মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটিরের শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার ও শ্রীমতী সঙ্গীতা চন্দ। তাঁদের উৎসাহেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল জ্যোতিষ চর্চাকে অব্যাহতগতিতে রাখা এই বিরাট শাস্ত্রের কোন কূল-কিনারা এক ব্যক্তির শত বৎসরের

চেষ্টায়ও সম্ভব নয়। তাই যে যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে তারই কিছু অংশ বই-এ লিখে রাখা যাতে আগামী দিনে যারা আসবে তারা যেন আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আরও উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে। পশ্চিমে এ শাস্ত্রের চর্চা এখন খুব বেড়ে গিয়েছে, তার প্রধান কারণ হল তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্য লিখে রেখে যান, যাতে পরবর্তী যুগের লোক সেই থেকে পাথেয় সঞ্চয় করে আরও অগ্রসর হতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সেই মানসিকতার একান্ত অভাব, তাই আজকের দিনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর গভীর আলোচনা যা পরবর্তী-কালে কাজে লাগতে পারে দেখতে পাওয়া যায় না। সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা গোপনতার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে হয় এ আমাদের সংস্কারগত দীনতা। জ্ঞান বিতরণেই বৃদ্ধি হয়, তাকে সঞ্চয়ের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

এই মানসিকতাই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে বই লেখবার। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তা অকপটে উত্তরকালের জন্য রেখে গেলাম, হয়ত কিছু ভুল থাকতে পারে তা আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এই অসীম শাস্ত্রকে কোন এক ব্যক্তি কোন দিনেই পারবে না পূর্ণ আয়ত্ত করতে। পরম্পর পরম্পরের হাত ধরে অগ্রসর হতে না পারলে এই শস্ত্রের পূর্ণতা আনা সম্ভব নয়।

শরদিন্দু চন্দ

ভূমিকা

কিছুদিন পূর্বে নবকল্লোলে ধারাবাহিকভাবে নর নারীর প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে গ্রহের প্রভাব এই পর্যায়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দাম্পত্য জীবনে প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে গ্রহের কি ধরনের প্রভাব থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু আভাষ দেওয়া। সুখী হওয়ার প্রতিবন্ধকতা কোথায় এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা আসে তার গোপন চাবিকাঠি কোথায় লুকিয়ে আছে তার সন্ধান দেওয়া। যাকে চেয়েছিলাম তাকে কেন পেলাম না, আর যাকে পেলাম তার মধ্যেও কেন পূর্ণতা এলো না এই অসংখ্য মানব মনের বুদবুদকে লক্ষ্য রেখেই নিবন্ধগুলি লিখেছিলাম। যদিও স্বল্প পরিসর জায়গায় এ ধরনের মানসিক ভাবের পূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভব নয়, তথাপি জীবনের একটি বিচিত্র দিককে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি বুঝতে পারিনি যে আমার এ প্রচেষ্টায় আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলতে পারে। প্রথম প্রকাশের পর হতে অসংখ্য চিঠি-পত্র আসতে শুরু করে যার মধ্যে বিভিন্ন লোকের নানা ধরনের সমস্যা—যা মুলতঃ প্রেম ভালবাসা ও দাম্পত্য জীবনকে অবলম্বন করে। এরপর বহুলোক আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে এ সম্বন্ধে গভীর ও আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। যেহেতু কোন মাসিক পত্রিকায় এ ধরনের প্রবন্ধে নির্দিষ্ট স্থানের বেশী দেওয়া সম্ভব নয়, তাই আমার পক্ষে পাঠকদের চাহিদা মতো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। পাঠকদের আবেদন শুধু আমি নই, দেব সাহিত্য কুটিরের কর্তৃপক্ষকেও বিচলিত করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই বই লেখার প্রচেষ্টা।

এ বইতে প্রেম ভালবাসা ও দাম্পত্য জীবনে গ্রহের প্রভাব বলতে যে-যে ভাবের বিশ্লেষণ দরকার সেগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক, শিক্ষা বা অন্য প্রসঙ্গ তেমন আলোচনা করিনি। বইটি একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে পাঠকবর্গ ঐ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। বই-এর প্রথম দিকেই গ্রহের স্বরূপ ও বর্গনির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু গ্রহের বল ও স্বরূপ জানা না থাকলে কি, ধরনের ফল পাওয়া সম্ভব তা নির্ণয় করা যায় না।

প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে লগ্ন, পঞ্চম, সপ্তম ভাব প্রধান ভাবে কাজ করে তাই ঐ তিন ভাবের বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। গ্রহদের মধ্যে যে যে গ্রহ প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু মূল জন্মচক্র দেখেই বিচার করা সঙ্গত হবে না. নবাংশ চক্র অঙ্কন করে তার থেকে ও বিচার করে দেখা দরকার।

এই গ্রন্থ রচনায় চেষ্টা করেছি যাতে সাধারণ পাঠক ও তাদের জন্মচক্র দেখে কি মানসিকতা ও ভাগ্য নিয়ে এসেছেন জানতে পারেন ও সুখী হওয়ার কি প্রতিবন্ধকতা আছে এবং তাকে কিভাবে এড়ানো সম্ভব তার সন্ধান পাওয়া।

যেহেতু প্রেম ভালবাসাও দাম্পত্য জীবনের সাফল্য অনেকটাই মানসিক পর্যায়ের, তাই মনের বিচিত্র-গতিকে রাশি ও লগ্নের সাহায্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক জানতে পারবেন তাঁর নিজের মানসিকতা ও যাঁকে পেলেন বা পাবেন তাঁরও মানসিকতাকেও বিশ্লেষণ করতে পারবেন। এর মুল উদ্দেশ্য হল সুখী জীবনে কি পরিমাণ ত্যাগ করতে হবে, আর কি নূতন গ্রহণ করতে হবে তার সন্ধান। শুধু ভাগ্যকে জানার মধ্যে জ্যোতিষের চরম সার্থকতা নেই। এই জানার মধ্যে শুভকে গ্রহণ করা ও অশুভকে ত্যাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা। নচেৎ শুধু জেনে কোন কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি আমরা কি আছি কিন্তু জানি না কি হতে পারি। জ্যোতিষ চেষ্টা করে সেই অজানা দিগন্তের আভাষ দিতে। ঐ আভাষ কে গ্রহণ করে সুখী হওয়ার মধ্যেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের চরম সার্থকতা।

৬৫।৬৬ বি, রানী হর্ষমূখী রোড
ব্লক এ, ফ্ল্যাট-৮
কলিকাতা-২

শরদিন্দু চন্দ

সূচীপত্র

রাশি পরিচয়

মেষ
অগ্নি
চর
মীন
জল
দ্ব্যাত্মক
কুম্ভ
বায়ু
স্থির
মকর
পৃথ্বী
চর
ধনু
অগ্নি
দ্ব্যাত্মক
বৃশ্চিক
জল
স্থির
তুলা
বায়ু
চর
কন্যা
পৃথ্বী
দ্ব্যাত্মক
সিংহ
অগ্নি
স্থির
কর্কট
জল
চর
মিথুন
বায়ু
দ্ব্যাত্মক
বৃষ
পৃথ্বী
স্থির

নক্ষত্র পরিচয়

সাতাশটি নক্ষত্র নিয়েই প্রাচীন ভারতের ঋষিরা মানব-জীবনের ও দেশের ভাগ্য নিরূপণ করতেন, যদিও এই সাতাশটি নক্ষত্র বহুক্ষেত্রে একাধিক নক্ষত্র দ্বারা গঠিত। এই এক বা একাধিক নক্ষত্র নিয়ে এক একটা নক্ষত্রের নামকরণ হয়েছে। যেমন ঃ—

১।	অশ্বিনী	তিনটি তারা নিয়ে অশ্বিনী নক্ষত্র
২।	ভরণী	তিনটি তারা নিয়ে গঠিত।
৩।	কৃত্তিকা	ছয়টি তারা নিয়ে গঠিত।
৪।	রোহিণী	পাঁচটি তারা নিয়ে গঠিত।
৫।	মৃগশিরা	তিনটি তারার মিলিত রূপ।
৬।	আর্দ্রা	একটি তারকা।
৭।	পুনর্বসু	দুটি তারা নিয়ে গঠিত।
৮।	পুষ্যা	তিনটি তারা নিয়ে গঠিত।
৯।	অশ্লেষা	ছয়টি তারা নিয়ে গঠিত।
১০।	মঘা	পাঁচটি তারা নিয়ে গঠিত।
১১।	পূর্বফাল্গুণী	দুটি তারা নিয়ে গঠিত।
১২।	উত্তরফাল্গুণী	দুটি তারা নিয়ে গঠিত।
১৩।	হস্তা	পাঁচটি তারা নিয়ে গঠিত।
১৪।	চিত্রা	একটি তারকা।
১৫।	স্বাতী	একটি নির্দিষ্ট তারার নাম।
১৬।	বিশাখা	চারটি তারা নিয়ে গঠিত।
১৭।	অনুরাধা	ছয়টি তারা নিয়ে গঠিত।
১৮।	জ্যেষ্ঠা	আটটি তারা নিয়ে গঠিত।
১৯।	মূলা	বারোটি তারা নিয়ে গঠিত।
২০।	পূর্বাষাঢ়া	চারটি তারা নিয়ে গঠিত।
২১।	উত্তরাষাঢ়া	দুইটি তারা নিয়ে গঠিত।

২২।	শ্রবণা	তিনটি তারা নিয়ে গঠিত।
২৩।	ধনিষ্ঠা	পাঁচটি তারা নিয়ে গঠিত।
২৪।	শতভিষা	একশত তারা নিয়ে গঠিত।
২৫।	পূর্বভাদ্রপদ	দুটি তারা নিয়ে গঠিত।
২৬।	উত্তরভাদ্রপদ	দুটি তারা নিয়ে গঠিত।
২৭।	রেবতী	বত্রিশটি তারা নিয়ে গঠিত।

গ্রহের দিক বিবরণ
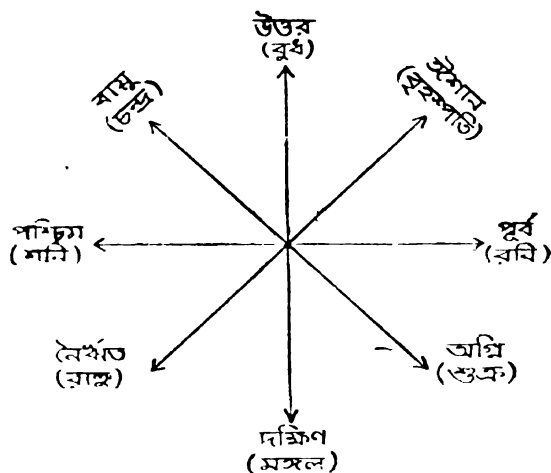
গ্রহগণের বর্ণ

রবি	রক্ত শ্যামবর্ণ	চন্দ্র	গৌরবর্ণ
মঙ্গল	রক্ত-গৌরবর্ণ	বুধ	দূর্বা শ্যামবর্ণ
বৃহস্পতি	গৌরবর্ণ	শুক্র	শ্যামবর্ণ
শনি	কৃষ্ণবর্ণ	রাহু	ঘোর কৃষ্ণবর্ণ

কেতু ধূম্রবর্ণ

গ্রহের প্রকৃতি

শনি ও রবি	রাশভারী প্রকৃতি।
বুধ	বালক প্রকৃতি।
মঙ্গল	যুবা প্রকৃতি।
চন্দ্র	সৌম্য প্রকৃতি।
বৃহস্পতি	ভাবুক প্রকৃতি।
শুক্র	প্রৌঢ় প্রকৃতি।

গ্রহের উচ্চ নীচ মূল ত্রিকোণ রাশি

গ্রহ	উচ্চ রাশি	উচ্চাংশ	নীচ রাশি	নীচাংশ	মূল ত্রিকোণ রাশি	মূল ত্রিকোণ অংশ
রবি	মেষ	১°-১০	তুলা	১°-১০	সিংহ	১°-২০
চন্দ্র	বৃষ	১°-৩	বৃশ্চিক	১°-৩	বৃষ	৪°-৩০
মঙ্গল	মকর	১°-২৮	কর্কট	১°-২৮	মেষ	১°-১২
বুধ	কন্যা	১°-১৫	মীন	১°-১৫	কন্যা	১৬°-২৫
বৃহস্পতি	কর্কট	১°-৫	মকর	১°-৫	ধনু	১°-১০
শুক্র	মীন	১°-২৭	কন্যা	১°-২৭	তুলা	১°-১৫
শনি	তুলা	১°-২০	মেষ	১°-২০	কুম্ভ	১°-২০
রাহু	মিথুন	১°-২০	ধনু	১°-২০	কুম্ভ	১°-৩০
কেতু	ধনু	১°-৬	মিথুন	১°-৬	সিংহ	১°-৩০

গ্রহগণের মিত্রাদি চক্র

গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
মিত্র	চ, ম, বৃ	র বু	র, চ বৃ	র শু	চ, র ম	বু শ	বু শু	শ	র, ম চ
শত্রু	শু শ	—	বু	চ	বু শু	র চ	চ, র ম	ম, চ র	র, ম চ
সম	বু	শু, শ ম, বৃ	শু শ	ম, বৃ শ	শ	ম বৃ	বৃ	বু বৃ	বৃ বু

গ্রহের কেন্দ্র, ত্রিকোণ স্থান নির্ণয় ঃ—

কেন্দ্র ঃ—লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশম।

ত্রিকোণ ঃ—লগ্ন, পঞ্চম, নবম

আপোক্লিম ঃ—তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ।

ত্রিক ঃ—ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ।

পনফর ঃ—দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ।

গ্রহের দৃষ্টি

কোষ্ঠী বিচারে গ্রহের দৃষ্টির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। গ্রহের দৃষ্টি বলতে সম্পূর্ণ রাশির উপরই পড়ে। অর্থাৎ মেষে যদি শনি ১° ডিগ্রি বা ২৯° ডিগ্রিতে অবস্থান করে তবুও তার তৃতীয়, সপ্তম ও দশম দৃষ্টি যথাক্রমে মিথুন, তুলা ও মকরে পড়বে। অতএব ঐ সমস্ত রাশিতে যে যে গ্রহ থাকবে তাদের উপর শনির প্রভাব বর্তাবে। অনেকেই প্রেক্ষা ও দৃষ্টির মধ্যে পাথর্ক্য সঠিক ভাবে মূল্যায়ণ করতে পারেন না। প্রেক্ষা হল ডিগ্রি হতে ডিগ্রির দূরত্ব। কেতু ছাড়া প্রত্যেক গ্রহের দৃষ্টি আছে। গ্রহের দৃষ্টি কোন্‌ভাবে কত অংশ পড়ে, তার পৃথক সারণী দেওয়া হল। আধুনিক মতে হার্শেল, নেপচুনের সপ্তম দৃষ্টি আছে, অন্য কোথাও দৃষ্টি আছে কিনা এ সম্বন্ধে এখনও নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় নি।

ফলিত জ্যোতিষে দৃষ্টির উপর ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করে।

গ্রহ-দৃষ্টি ছাড়াও পরাশর মতে রাশি-দৃষ্টি আছে, যাহা মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। চর রাশিতে অবস্থানকারী গ্রহ তার পাশ্বর্তি স্থির রাশি ছাড়া অন্য তিনটি স্থির রাশিকে দৃষ্টি দেয় অর্থাৎ মেষে অবস্থানকারী গ্রহ বৃষ ছাড়া অন্য তিনটি (সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ) রাশিস্থ গ্রহকে দৃষ্টি দেয়।

২। স্থির রাশি তার পিছনের চর রাশি ছাড়া অন্য তিন চর রাশিকে দৃষ্টি দেয়। অর্থাৎ বৃষে অবস্থিত গ্রহ মেষ ছাড়া অন্য তিন চর রাশিস্থ গ্রহকে দৃষ্টি দেয়।

৩। দ্ব্যাত্মক রাশি অন্য তিনটি দ্ব্যাত্মক রাশিকে দৃষ্টি দেয়।

গ্রহের দৃষ্টি

	১ নং ঘর	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
রবি	—	—	১/৪	৩/৪	১/২	—	১	৩/৪	১/২	১/৪	—	—
চন্দ্র	—	—	১/৪	৩/৪	১/২	—	১	৩/৪	১/২	১/৪	—	—
মঙ্গল	—	—	১/৪	১	২/২	—	১	১	১/২	১/৪	—	—
বুধ	—	—	১/৪	৩/৪	১/২	—	১	৩/৪	১/২	১/৪	—	—
বৃহস্পতি	—	—	১/৪	৩/৪	১	—	১	৩/৪	১	১/৪	—	—
শুক্র	—	—	১/৪	৩/৪	১/২	—	১	৩/৪	১/২	১/৪	—	—
শনি	—	—	১	৩/৪	১/২	—	১	৩/৪	১/২	১	—	—
রাহু	—	৩/৪	১/২	১/২	১	১/২	১	১/২	১	৩/৪	—	১
কেতু	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

গ্রহগণের তাৎকালিক মিত্র চক্র

জাতকের জন্মরাশি চক্রে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থান করছে তার উভয় পার্শ্বস্থ তিন তিন রাশির অর্থাৎ ১২শ, ১১শ, ১০ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাশিস্থ গ্রহগণ তাহার তাৎকালিক মিত্র হন।

১—ফলে গ্রহগণের মধ্যে যিনি স্বাভাবিক মিত্র, তিনি উপরোক্ত-ভাবে অবস্থান করায় অধিমিত্র হলেন।

২—স্বাভাবিক সম হলে ঐভাবে অবস্থান করায় মিত্র হলেন।

৩—স্বাভাবিক শত্রু হলে ঐভাবে অবস্থান করায় সম হলেন।

৪—স্বাভাবিক শত্রু হলে তাৎকালিক শত্রু হলে অধিশত্রু হলেন।

৫—স্বাভাবিক সম হলে তাৎকালিক শত্রু হলে শত্রু হলেম।

৬—স্বাভাবিক মিত্র হলে তাৎকালিক শত্রু হলে সম হলেন।

লগ্নানুসারে শুভাশুভ গ্রহ-নির্ণায়ক খণ্ড

লগ্ন	যোগকারক	শুভ গ্রহ	অশুভ গ্রহ	মারক গ্রহ	মিশ্রফল গ্রহ
মেষ	—	র, বৃ, চ, ম	শ, বু, শু	শু	বৃ, শ
বৃষ	শ,	শ, র	বৃ, শু, চ	বু, বৃ	ম
মিথুন	শ. বৃ	শু	ম, বৃ, র	র, চ	বু
কর্কট	ম, শু, বৃ	ম, [illegible]	বু	শ	র
সিংহ	ম	ম, শ	বু, শ	বু	র, চ, বৃ
কন্যা	বু, শু	শু	চ, ম, বৃ	শু	শ, বৃ, র
তুলা	বু, চ, শ	শ, বু, শু	বৃ, র, ম	ম, বৃ	শু
বৃশ্চিক	র, চ	বৃ চ	বু, ম, শু	বৃ	শ
ধনু	র, বু	বু, র	শু	শ	শু
মকর	শু	শু, বু	বৃ, চ	শ	ম
কুম্ভ	ম, শু	শু	বৃ, চ, ম	বৃ	বু
মীন	ম, বৃ	চ, ম	শ. শু, বু	শ	ম

গ্রহগণের বিশেষ অবস্থা

পরাশর মতে গ্রহরা বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থান করেন। ফলাফল নির্ণয়ে গ্রহদের অবস্থা জেনেই কি ধরনের ফল পাওয়া সম্ভব তা বিচার করা উচিত।

১। গ্রহদের ত্রি-অবস্থা

রাশির ৩০° অংশে সমান তিন ভাগে ভাগ করে অর্থাৎ ১০° ডিগ্রি করে একটি অংশ ধরে গ্রহদের ত্রি-অবস্থা বিচার করা হয়।

	১০°	২০°	৩০°
বিষম রাশি	জাগ্রত	স্বপ্ন	সুষুপ্তি
সম রাশি	সুষুপ্তি	স্বপ্ন	জাগ্রত

জাগ্রত গ্রহগণ পূর্ণফলদাতা হন। স্বপ্নাবিষ্ট গ্রহগণ মধ্যম ফলদাতা ও সুষুপ্তিপ্রাপ্ত গ্রহ নিস্ফল।

২। বাল্যাদি অবস্থা

ইহা ছাড়াও গ্রহগণ বাল্যাদি পঞ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে তার সারণী দেওয়া হল।

	৬°	১২°	১৮°	২৪°	৩০°
বিষম রাশি	বালঃ	কুমার	যুবক	বৃদ্ধ	মৃত
সম রাশি	মৃত	বৃদ্ধ	যুবক	কুমার	বালঃ

বালঃ গ্রহ সামান্য ফলদাতা, কুমার অর্দ্ধ ফলদাতা, যুবক পূর্ণ ফলদাতা, বৃদ্ধ ও মৃত অশুভ ফলদাতা।

৩। গ্রহগণের প্রবাসাদি দ্বাদশ অবস্থা

প্রভাস, নষ্টা, মৃতা, জয়া, হাস্যা, রতি, মুদা, সুপ্তা ভুক্তা, জরা, কম্পা ও সুস্থিতি। গ্রহদের নাক্ষত্রিক অবস্থার উপর যে কোন একটি অবস্থা প্রাপ্ত হন। গ্রহগণ কে কি ভাবে আছেন জানতে হলে প্রত্যেক গ্রহ জন্মকালে যে নক্ষত্রে আছে তার পূর্ব নক্ষত্রকে ৬০ দ্বারা গুণ করে তার সঙ্গে বর্তমান নক্ষত্রের ভুক্ত দণ্ড যোগ করে তাকে ৪ দ্বারা ভাগ করে, ভাগফলকে ৪৫ দ্বারা পুনরায় ভাগ করে যদি ভাগফল ১২-এর অধিক থাকে তবে আবার ১২ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষ থাকবে সেই সংখ্যানুযায়ী প্রবাসাদি অবস্থা নির্ণয় করা যাবে।

১। প্রবাস—ফল প্রবাসী, ২। নষ্টায় জন্মকালে অর্থনাশ, ৩। মৃতায় মৃত্যুভীতি বা মৃতের ন্যায় অবস্থিতি, ৪। জয়ায় জয় লাভ, ৫। হাস্যায় বিলাসভোগ, ৬। রতি সুখ দায়িণী, ৭। মুদ্রায় সৌখ্যলাভ, ৮। সুপ্তায় নিদ্রা ও কলহ, ৯। ভুক্তায় দেহ পীড়া, ১০। জরায় ভয়, ১১। কম্পায় তাপহানি, ১২। সুস্থিতে সুখ হয়।

৪। শয়নাদি দ্বাদশ ভাব

যে গ্রহ যে নক্ষত্রে আছে, সেই নক্ষত্র সংখ্যা দ্বারা গ্রহ সংখ্যাকে গুণ করে, উক্ত গুণফলকে সেই গ্রহের নবাংশ সংখ্যা দিয়ে পুনরায় গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলের সঙ্গে জাতকের জন্ম নক্ষত্রাঙ্ক, জন্ম দণ্ডাঙ্ক ও মেষাদিক্রমে জন্ম লগ্নাঙ্ক যোগ করতে হবে। উক্ত

সমুদয় যোগফলকে ১২ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষ থাকবে, সেই সংখ্যানুযায়ী শয়নাদি ভাব যথাক্রমে নির্ণয় করতে হবে।

পদ্ধতি—গ্রহ-সংখ্যা—রবি—১, চন্দ্র—২, মঙ্গল—৩, বুধ—৪, বৃহস্পতি—৫, শুক্র—৬, শনি—৭, রাহু—৮, কেতু—৯।

নক্ষত্র-সংখ্যা—অশ্বিনী—১, ভরণী—২ কৃত্তিকা—৩ ইত্যাদি।

জন্ম নক্ষত্র—জাতকের চন্দ্র যে নক্ষত্রে আছে।

মেষাদিক্রমে লগ্ন-সংখ্যা—মেষ—১, বৃষ—২ ইত্যাদি।

জাতদণ্ডাঙ্ক—দণ্ডাঙ্ক গ্রহণ সময়ে পলাদি থাকলে তাকে একদণ্ড হিসাবে ধরতে হবে। অর্থাৎ ১০ দণ্ড ১৫ পলকে ১১ দণ্ড হিসাবে ধরতে হবে।

উপরোক্ত ভাবে ভাগশেষ নির্ণয় করার পর—

ভাগশেষ ১—শয়ন, ২—উপবেশন, ৩—নেত্রপাণি, ৪—প্রকাশন, ৫—গমন, ৬—আগমন, ৭—সভাবসতি, ৮—আগম, ৯—ভোজন, ১০—নৃত্যলিপ্সা, ১১—কৌতুক, ১২—নিদ্রা।

রবির দ্বাদশ ভাব ফল

১। শয়ন ভাবে স্বাস্থ্যের হানিকর। নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা।

২। উপবেশনে কায়িক শ্রম, বিদ্যোন্নতি, কলহ ও বিত্তনাশ হবার সম্ভাবনা।

৩। নেত্রপাণিতে জাতক সর্ব কার্যে সাফল্যলাভ করে। রাজানুগ্রহ লাভ, বিত্তবান ও সুখী হয়। তাহার যশ ও ঐশ্বর্য লাভ হয়।

৪। প্রকাশন ভাবে জাতক উদারচিত্ত, ধনী, সুবক্তা, সমাজে বিশেষ মাননীয় হয়।

৫। গমন ভাবে প্রবাসী, দুঃখিতচিত্ত, অর্থ উপার্জনে বাধা ও ক্রোধী হয়।

৬। আগমন ভাবে জাতক নিঃসঙ্গ, ভ্রমণশীল, দুষ্টবুদ্ধি, কৃপণ ও চরিত্রের চঞ্চলতা আসে।

৭। সভাবসতি ভাবে পরোপকারী, ধনরত্নাদিযুক্ত গুণবান, বিত্তশালী, দয়ালু ও স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়।

৮।' আগম ভাবে জাতক শত্রুপীড়িত, ঝঞ্ঝাটপূর্ণ জীবন, কৃশ ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। .

৯। ভোজন ভাবে বাতব্যাধি, চরিত্রহানি, অর্থক্ষতি, ভোজনবিলাসী, মিথ্যাচারী ও সমাজে নিন্দনীয় হয়।

১০। নৃত্যলিপ্সা ভাবে বিদ্বান, কাব্য ও শাস্ত্রে অনুরাগ ও দক্ষতা, রাজপূজ্য হয়।

১১। কৌতুক ভাবে জাতক সদানন্দ, জ্ঞানবান, কাব্যরসিক ও রাজপূজ্য হয়।

১২। নিদ্রা ভাবে জাতক দয়ালু, বিদেশবাসী ও তাহার পত্নীর স্বাস্থ্যহানি ও অর্থক্ষতি নির্দেশ করে।

চন্দ্রের দ্বাদশ ভাব ফল

১। শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক অভিমানী, শীতাতুরকামী ও বিত্ত-নাশক হয়।

২। উপবেশনে রোগী, অল্পবিত্ত, পরবিত্তহারী ও কঠোর হৃদয়সম্পন্ন হয়।

৩। নেত্রপাণিতে জাতক বহুভাষী, সুচতুর, রোগী ও নীচসঙ্গী হয়।

৪। প্রকাশন ভাবে জাতক বিশেষ গুণের অধিকারী হয়। জাতক আশাবাদী ও তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। জাতকের সুন্দরী স্ত্রী লাভ, নানা দিক থেকে লাভবান হন।

৫। গমন ভাবে চোখের পীড়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা, ক্রূরস্বভাব ও অন্যায় কার্যে সমর্থনকারী।

৬। আগমন ভাবে জাতক সম্মানিত কিন্তু গুপ্ত পাপে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা ও আনন্দবিহীন হয়।

৭। সভা ভাবে জাতক দাতা, রাজমান্য সুন্দর দেহের অধিকারী, স্ত্রীলোকের প্রিয় ও বিজ্ঞ হয়।

৮। আগমন ভাবে অধামিক ও বাক্‌প্রিয় হয়। কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হলে দ্বিভার্যা যোগ ও দুষ্টপ্রকৃতি হবার সম্ভাবনা।

৯। ভোজন ভাবে জাতক বহু বিত্তের অধিকারী হতে পারে। তার স্ত্রী-পুত্র হতে বাহন সুখ হয়। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে উপরোক্ত শুভ ফল পাওয়া সম্ভব হয় না।

১০। নৃত্যলিপ্সা ভাবে জাতক বলবান, গীতানুরক্ত ও বন্ধুবর্গের প্রিয় হয়। কৃষ্ণপক্ষে জাতক উপরোক্ত শুভ ফল লাভ করতে পারে না।

১১। কৌতুক ভাবে জাতক রাজসদৃশ বা প্রভূত ধনবান হয়। জাতকের বহু রমণীর সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা।

১২। নিদ্রাগত ভাবে বলবান চন্দ্রে অতীব শুভফল দাতা হয়। ক্ষীণ চন্দ্রে নারী হতে অর্থনাশ ইঙ্গিত করে। চন্দ্র তুঙ্গ অবস্থায় থাকলে জাতকের বহু তীর্থ পর্যটন করার সুযোগ আসে।

মঙ্গলের দ্বাদশ ভাব ফল

১। শয়ন ভাবে জাতকের অঙ্গে ব্রণোদ্গম হয়। তার শরীরে নানা রোগ জন্মে।

২। উপবেশনে জাতক বলবান, ধনবান কিন্তু অসত্যভাষী ও পাপরত হয়।

৩। নেত্রপাণিতে মঙ্গল লগ্নে থাকলে জাতক সর্বদা দারিদ্র-পীড়িত হয়। অন্যত্র থাকলে নগরপতি হয়।

৪। প্রকাশন ভাবে জাতক গুণবান ও অবনিপতি হয়। তার সর্বদা মানবৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রকাশ ভাবের মঙ্গল ৫মে থাকলে পুত্রগানি ও পত্নীবিয়োগ ঘটে।

৫। গমন ভাবে জাতক ভ্রমণরত, ব্রণরোগী, পত্নীসহ কলহকারী, দাদ ও চুলকানি আদি রোগ ও ভূমিনাশ হয়।

৬। আগমন ভাবে জাতক গুণশালী, রিপুহন্তা এবং পরিজনের সন্তাপহারী হয়।

৭। মঙ্গল সভাবসতি ভাব হয়ে তুঙ্গে থাকলে জাতক রণনিপুণ, ধার্মিক ও বিত্তবান হয়, ৯মে বা ৫মে থাকলে বিদ্যাহীন হয়, ১২শে থাকলে পুত্র কলত্র ও বন্ধুহীন হয় এবং ৫ম, ৯ম, ১২শ ব্যতিত অন্যত্র থাকলে জাতক রাজসভাগামী, বহুধনী, মানী ও দানশীল হয়।

৮। আগমন ভাবে জাতক ধর্মকর্মরহিত, রোগার্ত, কুসঙ্গমী এবং কর্ণমূল শোথ ও গুরু শূলরোগে আক্রান্ত হয়।

৯। সবল মঙ্গল ভোজন ভাবে থাকলে জাতক মিষ্টান্নভোজী এবং দুর্বল হলে নীচকর্মকারী ও মানহীন হয়।

১০। নৃত্যলিপ্সা ভাবে জাতক বিপুল ধনশালী রাজা হয়। সে সর্বদা স্বর্ণরত্ন ও প্রবালে মণ্ডিত ঘরে বাস করে।

১১। কৌতুক ভাবে জাতক কৌতুকী হয় ও পুত্র মিত্রাদি জনপূর্ণ থাকে। উচ্চস্থ মঙ্গল জাতক রাজগৃহে রাজা কর্তৃক তাঁর গুণের জন্য পূজিত হন।

১২। নিদ্রাভাবে জাতক ক্রোধপরায়ণ, বুদ্ধিহীন, ধনবর্জিত, ধূর্ত, ধর্মভ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত হয়।

বুধের দ্বাদশ ভাব ফল

১। বুধ শয়নভাবে লগ্নে থাকলে জাতক ক্ষুধাতুর, খঞ্জ ও রক্তচক্ষু হয়, অন্যত্র থাকলে লম্পট ও ধূর্ত হয়।

২। উপবেশন ভাবে লগ্নে থাকলে জাতক বহুগুণশালী হয়। ঐ বুধ পাপযুক্ত হলে দরিদ্র এবং শুভভাবে থাকলে বিত্তসুখী হয়।

৩। নেত্রপাণিতে জাতক অভিমানী, বিদ্যাবিবেকরহিত, আনন্দহীন ও অমঙ্গলযুক্ত হয়। এই বুধ ৫মে থাকলে জাতক পুত্র ও কলত্রসুখহীন হয় এবং ১০মে থাকলে বিশিষ্ট ধনবান হয়।

৪। প্রকাশন ভাবে জাতক দয়ালু, পুণ্যবান, বিশিস্ট বিদ্বান, বিবেকী ও খলগর্বহন্তা হয়।

৫। বুধের গমন বা আগমনাবস্থায় জাতক রাজদ্বারগামী ও রমনীয় বিচিত্র গৃহবাসী হয়।

৬। সভার বুধ উচ্চ রাশিতে থাকলে সর্বদা ধনবৃদ্ধি ও পুণ্যবৃদ্ধি হয়। জাতক রাজমন্ত্রী তুল্য হয়। তার হরিহরের পদে ভক্তি থাকে এবং তিনি সাত্বিক হয়ে পরিণামে মুক্তি লাভ করেন।

৭। বুধের আগমনাবস্থায় জাতক হীনবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জন করে। তার দুই পুত্র ও মানদায়িকা একটি কন্যার জন্ম হয়।

৮। ভোজন ভাবে কলহকারণে সর্বদা অর্থহানি ঘটে। রাজভয় হেতু দেহ কৃশকায় হয়। লোকের সঙ্গে মতবৈষম্য হেতু জাতক সঙ্গীহীন হয় ও সে পত্নীসুখ ও স্নেহসুখে বঞ্চিত হয়।

৯। নৃত্যলিপ্সা ভাবে জাতক মানী, পণযুক্ত ও প্রবালাদি রত্নে ভূষিত

হয়, বন্ধু-বান্ধব ও পুত্রযুক্ত, প্রতাপী ও সভাপণ্ডিত হন, কিন্তু পাপ বুধ হলে জাতক লম্পট ও বারাঙ্গনারত হয়।

১০।, কৌতুক ভাবে বুধ লগ্নে থাকলে জাতক গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ হন। এই বুধ ৭ম বা ৮মে থাকলে জাতকের বারদোষ ঘটে ও ৯মে থাকলে জাতক পুণ্যাত্মা হয়ে সদ্‌গতি লাভ করেন।

১১। বুধ নিদ্রা ভাবে থাকলে ব্যাধিহেতু জাতকের নিদ্রাসুখ হয় না। ভ্রাতাদের সঙ্গে মতান্তরহেতু জাতক পরিতাপ প্রাপ্ত হন এবং নিজেই কলহ করে নিজের ধন ও মান নষ্ট করেন।

বৃহস্পতির দ্বাদশ ভাব ফল

১। বৃহস্পতির শয়ন ভাবে জাতক বলবান হলেও তার কণ্ঠস্বর নিম্ন হয়। সে গৌরাঙ্গ, দীর্ঘতণু ও শত্রুভীত যুক্ত হয়।

২। উপবেশন ভাবে জাতক বাচাল, গর্বিত, রাজা ও শত্রু কর্তৃক পরিতপ্ত হয়, তার হাত পা মুখ ও জঙ্ঘাদেশ ব্রণযুক্ত হয়।

৩। নেত্রপাণি ভাবে জাতক রোগযুক্ত, ধনহীন, কামুক ও নৃত্যগীতপ্রিয় হয়।

৪। প্রকাশন ভাবে জাতক তেজস্বী, সর্বদা হরি-গুণ-কীর্তনে আনন্দমত্ত, বৃন্দাবন গমনে উদ্যোগী ও কুবেরের সমান ঐশ্বর্যশালী হয়।

৫। গমন ভাবে জাতক সর্বদা মিত্রবর্গ পরিবেষ্টিত, পণ্ডিত, নানা ধনসম্পত্তিযুক্ত ও বেদ্‌বিদ হয়ে থাকেন।

৬। আগমন ভাবে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী কখনও জাতকের গৃহ পরিত্যাগ করেন না।

৭। সভাবসতি ভাবে জাতক ভাল বক্তা হন। তিনি শুভ্র মুক্তাফলের ন্যায় সভামধ্যে বিরাজ করেন; তিনি বিদ্যাগর্বে গর্বিত ও ধনরত্ন মানাদি প্রাপ্ত হন।

৮। আগমন ভাবে জাতক মানী, নানা যানবাহনের অধিকারী, ভৃত্যকলত্র ও মিত্রসুখে সুখী, বিশিষ্ট বিদ্বান, রাজতুল্য, সদাপ্রফুল্ল এবং কাব্যানন্দরতি হয়ে সর্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হন।

৯। ভোজন ভাবে জাতকের সর্বদা সুখভোজন লাভ হয়। জাতক গজবাজী রথমণ্ডিত থাকেন এবং রমাদেবী কখনও জাতকের গৃহত্যাগ করেন না।

১০। নৃত্যলিপ্সা ভাবে জাতক রাজমান্য, ধনবান, দেবতা বন্দনকারী, ধার্মিক, অস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বজ্জন পরিবেষ্টিত পণ্ডিত ও শব্দবিদ্যায় পারদর্শী হব।

১১। কৌতুক ভাবে জাতক কুতূহলী, মহাধনী, রাজমান্য, বহু পুত্র-যুক্ত ও মহাবলী হন।

১২। বৃহস্পতির নিদ্রাবস্থায় জাতক সর্বকার্যে মূর্খতার পরিচয় দেয়। দারিদ্রতা হেতু পরিতপ্ত হয় ও তার গৃহে কোন পুণ্যকর্মাদি হয় না।

শুক্রের দ্বাদশ ভাব ফল

১। শুক্রের শয়নাবস্থায় জাতক বলবান হলেও দন্তরোগী, মহাক্রোধী, ধনহীন, বারাঙ্গনাসঙ্গমী ও লম্পট হয়।

২। উপবেশন ভাবে জাতক মণিরত্নাদি বিভূষিত, অজস্র শত্রুবিনাশী, রাজমান্য ও সম্মানী হয়।

৩। শুক্রের নেত্রপাণি অবস্থায় তিন লগ্ন ৪র্থ, ৭ম বা ১০মে থাকলে জাতক যে দিকে নেত্রপাত করেন, সেই দিক থেকে ধনলাভ করেন ও উক্ত স্থান ছাড়া অন্যত্র থাকলে জাতকের বিশাল বাসগৃহ হয়।

৪। প্রকাশভাবগত শুক্র স্বক্ষেত্রে তুঙ্গস্থানে বা মিত্রগৃহে থাকলে জাতক তুঙ্গমাতঙ্গের মত বিচরণ করেন। তিনি রাজতুল্য, গীতবিদ্, কাব্যকলা-কৌতুকী হন।

৫। গমন ভাবে থাকলে জাতকের মাতা জীবিতা থাকে না। রোগ-হেতু আত্মীয়জন বিয়োগ হয়। জাতক শত্রুভীত হয়।

৬। আগমন ভাবে জাতক ধনেশ্বর, তীর্থভ্রমী ও নিত্য উৎসাহী হলেও হস্ত ও পদে রোগগ্রস্ত হন।

৭। সভাবসতি ভাবে জাতক উচ্চ পদ লাভ করেন। রাজসভায় তিনি প্রগল্ভ হলেও গুণবিজ্ঞ হন এবং তিনি শত্রু নিপাতকারী, ধনপতি কুবের সদৃশ ঐশ্বর্যশালী বা দাতা বা চতুরঙ্গ বলযুক্ত নরবর হন।

৮। আগমন ভাবে জাতকের অর্থাগম হয় না। সে শত্রু কর্তৃক অতীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার পুত্রহানি ঘটে ও জন্মাবধি রোগভয় থাকে। সেজন্য জাতক দাম্পত্য সুখভোগ করতে পারে না।

৯। ভোজন ভাবে জাতক মহা ধনী হন। তিনি সর্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী ও যুবতীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন।

১০। নৃত্যলিপ্সা ভাবে জাতক কাব্য-বিদ্যাদি আলোচনায় সর্বদা আনন্দ লাভ করেন। তিনি শঙ্খ বীণা মৃদঙ্গাদি বাদ্য'বাদনে নিপুণ ও গায়ক হন ও দিন দিন তাঁর ধনোন্নতি ঘটে।

১১। কৌতুক ভাবে জাতক ইন্দ্রের ন্যায় মহৎ ও বিদ্বান হন এবং কমলা সর্বদা তাঁর ভবনে বিরাজ করেন।

১২। শুক্র নিদ্রাভাবস্থ হলে জাতক পরসেবক, পরনিন্দাপর, বীর, বাচাল ও ভ্রমণরত হয়।

শনির দ্বাদশ ভাব ফল

১। শনির শয়ন ভাবে জাতক ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হয়ে দূর্বল হয়। সে প্রথম বয়সে রোগভোগ করে এবং উত্তরজীবনে ভাগ্যবান হয়।

২। উপবেশন ভাবে থাকলে জাতক দুর্জন শত্রু কর্তৃক পীড়িত, বেকার, চর্মরোগগ্রস্ত ও অভিমানী হয়।

৩। নেত্রপাণি ভাবে জাতক লক্ষীবান হন। তিনি বাক্‌পটু হয়ে রাজার মন তুষ্ট করেন।

৪। প্রকাশন ভাবে জাতক নানা গুণে গুণশালী, বুদ্ধিমান, দয়ালু ও হরপাদভক্ত হন।

৫। গমন ভাবে জাতক মহাধনী, পুত্রবান, পণ্ডিত, রাজসভাগামী ও ছলে বলে শত্রুর ভূমি হরণকারী হন।

৬। আগমন ভাবে জাতক রোগযুক্ত, পুত্রকলত্র সুখ বর্জিত, দীনমনা ও নির্জনবাসী হয়।

৭। সভাবসতি হলে জাতক স্বর্ণ-রত্ন-মুক্তাবলী সজ্জিত হয়ে সর্বদা প্রমোদরত ও নীতি শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে দীপ্তিমান থাকেন।

৮। আগমন ভাবে জাতক রোগগ্রস্ত, বন্ধু ও পুত্রের প্রতি ক্রোধযুক্ত, মন্দস্থানগামী ও যাচনাবিরহিত মতি হয়।

৯। ভোজনভাবে জাতক উত্তম খাদ্যবিলাসী, দৃষ্টিদোষ যুক্ত হয়।

১০। নৃত্যলিপ্সা ভাবে জাতক ধর্মাত্মা, ধনবান ও রাজপূজ্যসম্পন্ন হন।

১১। কৌতুক ভাবে জাতক ধন ও ভূমিযুক্ত, সুখী, মিষ্টভাষী ও কবিত্বগুণ সম্পন্ন হয়।

১২। নিদ্রা ভাবে জাতক ধনবান, গুণবান, পরাক্রমী, শত্রুহন্তা ও বারবণিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়।

রাহুর দ্বাদশ ভাব ফল

১। রাহু শয়ন ভাবে জাতকের ক্লেশকর জীবন যাপন করা সম্ভব। তবে শুভ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৃষ, মিথুন ও কন্যা রাশিতে শুভফল দিতে সমর্থ হয়।

২। উপবেশন ভাবে চর্মরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। জাতক ধনবান না হলেও অযাচিত মান-সম্ভ্রম পেয়ে থাকেন।

৩। নেত্রপাণিতে জাতকের চক্ষুরোগের প্রবণতা থাকে। জন্তু-জানোয়ার ও তস্কর হতে বিপদ হবার সম্ভাবনা।

৪। প্রকাশন ভাবে জাতক উচ্চ পদে কর্মরত হন, তাঁহার মান যশ ধর্মন্নোতি ও নানা গুণের সমাবেশ হয়। বিদেশ হতেও সম্মান লাভ ঘটে।

৫। গমন ভাবে জাতক বহু পুত্রের জনক হন ও বিদ্বান দাতা ধনবান ও রাজপূজ্য হন।

৬। আগমন ভাবে ক্রোধী, বিদ্যায় বাধা, কৃপণ ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতা হবার সম্ভবনা।

৭। সভাস্থ হলে পণ্ডিত/কৃপণ, ধনবান হন।

৮। আগম ভাবে শত্রু ভয়ে ভীত, বন্ধুগণের সহিত বিবাদকারী ও কৃশ দেহী, আত্মীয় সুখ হতে বঞ্চিত হয়।

৯। নৃত্যলিপ্সা ভাবে জাতক ব্যাধি-আক্রান্ত হয়। তার শত্রু-ভয় ও ধন-ধর্ম-ক্ষয় ঘটে।

১০। ভোজন ভাবগত রাহু আহারে কষ্ট পান। তাঁহার মন্দ বুদ্ধি হেতু স্ত্রী-পুত্র হতে দুঃখ পাবার সম্ভাবনা।

১১। কৌতুক ভাবে জাতকের পর-নারী ভোগের বাসনা হয় ও পরের সম্পত্তি অপহরণ করার মানসিকতা থাকে।

১২। নিদ্রাবস্থায় জাতক পার্থিব সুখ-সম্পদ অর্জন করতে সমর্থ হয়। তাহার ধন মান ও স্ত্রী-পুত্র হতে সুখ হয়।

কেতুর দ্বাদশ ভাব ফল

১। কেতু শয়নাবস্থায় মেষ, বৃষ, মিথুন বা কন্যায় থাকলে ধন বৃদ্ধি হয়। অন্যত্র অশুভ ফলের আধিক্য ঘটে।

২। উপবেশনে চর্মরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। জাতকের শত্রু-ভীতি থাকা সম্ভব।

৩। নেত্রপাণি ভাবে চক্ষুরোগের সম্ভাবনা, নানা বাধা বিপত্তিতে পড়ার সম্ভাবনা।

৪। প্রকাশন ভাবে ধনবান, ধার্মিক, প্রবাসী, উদ্যোগী ও রাজসেবক হয়।

৫। গমন ভাবে—জাতক বহু পুত্রবান, ধনী, বিদ্বান, গুণশালী ও দাতা হয়।

৬। আগমন ভাবে নানা রোগভোগী, নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও তার ধন-ক্ষয় ঘটে।

৭। সভাবসতি ভাবে বাচাল, গর্বিত, কৃপণ, লম্পট ও প্রবঞ্চক হয়।

৮। আগম ভাবগত হলে পাপ-কর্মকারী, বন্ধুদ্রোহী, দুষ্ট-স্বভাব ও শত্রু কর্তৃক লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা।

৯। ভোজন ভাবগত হলে ক্ষুধাতুর, দরিদ্র ও রোগী হয়।

১০। নৃত্যলিপ্সা ভাবগত হলে রোগ হেতু দেহ-সৌন্দর্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা। জাতকের পরের অনিষ্টকারী হবার প্রবণতা থাকবে।

১১। কৌতুকাবস্থায় জাতকের নৃত্যগীতে আসক্তি থাকবে ও ঐ সকল বিষয়ে দক্ষতা থাকার প্রবল সম্ভাবনা। চারিত্রিক ভ্রষ্টতার জন্য অর্থক্ষতি ও স্থানভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা।

১২। নিদ্রাবস্থাগত হলে জাতক ধন-ধান্য-সুখী ও গুণবান হয়ে সুখে কালযাপন করে।

বর্গ-বল নির্ণয় সারণী

ফলিত জ্যোতিষে গ্রহ ও লগ্নের শুভত্ব অনেকটাই নির্ভর করে গ্রহের ও লগ্নের বলাবলের উপর। তাই শাস্ত্রমতে গ্রহের ও লগ্নের দশটি বর্গ নির্ণয় করে জানতে হয় কোন্ গ্রহ কতটুকু বলবান। গ্রহগণ স্বীয় বর্গে বা তুঙ্গক্ষেত্রে বা জন্মরাশিতে যে ঘরে অবস্থান করছে সেই ঘরে অবস্থান করলে বর্গ-বলে বলীয়ান হয়। প্রত্যেকটি গ্রহকে ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেবকান, সপ্তাংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, দশমাংশ, ষোড়শাংশ, ত্রিংশাংশ ও ষষ্ঠাংশ করে দেখতে হবে কোন্ গ্রহ কত বর্গ প্রাপ্ত হয়েছে। কারো কারো মতে বিংশাংশকে বর্গ-বলের মধ্যে ধরা হয়।

গ্রহগণ দুই বর্গ প্রাপ্ত হলে পারিজাত বর্গ, তিন বর্গ প্রাপ্ত হলে উত্তমাংশ, চার বর্গতে গোপুর, পাঁচ বর্গতে সিংহাসন, ছয় বর্গতে পারাবাত, সাত বর্গতে দেবলোক, আট বর্গতে ব্রহ্মালোক, নয় বর্গতে শক্রবাহন ও দশ বর্গতে শ্রীধাম। দশ বর্গের সংযোগস্থ গ্রহকে বৈশেষিকাংশ বর্গ বলে।

তাই প্রত্যেকটি গ্রহের বর্গ-বল নির্ণয় করার জন্য আলাদা ভাবে বর্গ নির্ণয় সারণী দেওয়া হয়েছে। যাতে গ্রহের ডিগ্রি ও অবস্থান অনুসারে বর্গচক্র অঙ্কন করে জানতে পারেন কোন্ গ্রহ বর্গ-বলে বলীয়ান।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক একজনের রবি মেষে ১২°১০" মিনিটে অবস্থান করছে। বর্গসারণী দেখে নির্ণয় করতে হবে রবি বলবান কিনা। প্রথমেই ক্ষেত্রবর্গ বিচার করতে হয়, যেহেতু রবি মেষে তুঙ্গক্ষেত্রে অবস্থান করছে, অতএব ক্ষেত্র-বর্গে বলীয়ান। এবার হোরা চক্রে রবি, রবির হোরা ১৫° পর্যন্ত, অতএব হোরা চক্রেও রবি বলীয়াম। দ্রেবকান চক্রেও দ্বিতীয় দ্রেবকানের অধিপতি রবি, তাই এক্ষেত্রেও রবি বলীয়ান। নবাংশ চক্রে রবি চন্দ্রের নবাংশে অবস্থান করছে, এক্ষেত্রে রবি বলীয়ান নন। এরূপ ভাবে প্রত্যেকটি গ্রহকে বর্গ-বল নির্ণয় করে জানতে হবে কোন্ গ্রহ কত বর্গে অবস্থান করছে। যার উপরই নির্ভর করবে দশা অন্তরদশায় ও গোচরে কতটুকু শুভফল পাওয়া সম্ভব।

নিম্নে একটি জন্মচক্রকে বিশ্লেষণ করে দেখান হচ্ছে কি ভাবে বর্গ-বল নির্ণয় করতে হয়।

উপরের চক্র বিশ্লেষণ করে জানা গেল চন্দ্র ছয় বর্গে, রবি চার বর্গে, মঙ্গল চার বর্গে, শনি দুই বর্গে, বুধ তিন বর্গে, বৃহস্পতি পাঁচ বর্গে ও শুক্র তিন বর্গে বলীয়ান।

জন্মচক্রে গ্রহরা যে ঘরে অবস্থান করেন সেই ঘরেই যদি ঐ গ্রহ কোন চক্রে বসে তবে সেই গ্রহকে বর্গ-বলে বলীয়ান হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে। ঠিক তেমনি গ্রহরা যদি বিভিন্ন চক্রে তার নিজের ঘরে বা তুঙ্গক্ষেত্রে অবস্থান করে তাহলেও বর্গ-বলে বলীয়ান হবে।

বর্গ নির্ণয় সারণী দেখে জন্মচক্রকে উপরের নিয়মে দশটি চক্র করে জানতে হবে কোন্ কোন্ গ্রহ বর্গবলে বলীয়ান আছে।

নিম্নে বর্ণিত জন্মচক্র একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর। তিনি সর্বভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনিক দপ্তরে উচ্চ পদে আছেন। গ্রহদের বর্গ-বল থাকায় তাঁর পক্ষে জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করা সহজ হয়েছে।

জন্মচক্র

কে ১৩।৩৬

লং ২০।২২
শ ২৮।৪৫
রা ১৩।৩৬

ম ৩।৩

র ২৪।২৭
শু ১৪।৪৬

বৃ ৭।৭
বু ১১।১০
চ ২৭।৫৫

ক্ষেত্রচক্র

লং
শ রা

ম

র
শু

বৃ
বু
চ

হোরাচক্র

কে শু বু
চ রা

ম বৃ র
শ

রা
র

চ

বু

শু

ম

লং
শ

বৃ

কে

—ঃ ক্ষেত্রবর্গ ঃ—

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
মঙ্গল	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	শনি	বৃহস্পতি

—ঃ হোরা চক্র ঃ—

	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
০-১৫°	রবি	চ	র	চ	র	চ	র	চ	র	চ	র	চ
১৫-৩০°	চন্দ্র	র	চ	র	চ	র	চ	র	চ	র	চ	র

—ঃ দ্রেককান চক্র ঃ—

রাশি	প্রথম দ্রেককান ০—১০°	দ্বিতীয় দ্রেককান ১০°—২০°	তৃতীয় দ্রেককান ২০°—৩০°
মেষ	মঙ্গল	রবি	বৃহস্পতি
বৃষ	শুক্র	বুধ	শনি
মিথুন	বুধ	শুক্র	শনি
কর্কট	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি
সিংহ	রবি	বৃহস্পতি	মঙ্গল
কন্যা	বুধ	শনি	শুক্র
তুলা	শুক্র	শনি	বুধ
বৃশ্চিক	মঙ্গল	বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি
মকর	শনি	শুক্র	বুধ
কুম্ভ	শনি	বুধ	শুক্র
মীন	বৃহস্পতি	চন্দ্র	মঙ্গল

—ঃ নবাংশ চক্র ঃ—

	৩/২০	৬/৪০	১০/০	১৩/২০	১৬/৪০	২০/০	২৩/২০	২৬/৪০	৩০/০
মেষ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বৃষ	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
মিথুন	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
কর্কট	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সিংহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কন্যা	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
তুলা	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
বৃশ্চিক	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধনু	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মকর	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
কুম্ভ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
মীন	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

দ্বাদশাংশ চক্র

সংখ্যা (রাশি)	ডিগ্রি	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১	২°-৩০′	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	৫°	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৩	৭°-৩০′	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৪	১০°	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
৫	১২°-৩০′	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৬	১৫°	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৭	১৭°-৩০′	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৮	২০°	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯	২২°-৩০′	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	২৫°	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১	২৭°-৩০′	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২	৩০°	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

সপ্তাংশ চক্র

	৪।১৭।৮।৩৪	৮।৩৪।১৭।৮	১২।৫১।২৫।৪২	১৭।৮।৩৪।১৭	২১।২৫।৪২।৫১	২৫।৪২।৫১।২৫	
মেষ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বৃষ	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
মিথুন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কর্কট	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
সিংহ	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কন্যা	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
তুলা	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
বৃশ্চিক	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধনু	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
মকর	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কুম্ভ	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
মীন	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

দশমাংশ চক্র

	৩°	৬°	৯°	১২°	১৫°	১৮°	২১°	২৪°	২৭°	৩০°
মেষ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বৃষ	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মিথুন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কর্কট	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সিংহ	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
কন্যা	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
তুলা	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
বৃশ্চিক	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
ধনু	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
মকর	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
কুম্ভ	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মীন	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫

ওজ রাশি	সম রাশি	ষষ্ট্যংশের নাম	রাশির ডিগ্রী	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১	৬০	ঘোর	০।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	৫৯	রাক্ষস	১।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৩	৫৮	দেবদাস	১।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৪	৫৭	কুবের	২।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
৫	৫৬	যক্ষ	২।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৬	৫৫	কিন্নর	৩।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৭	৫৪	ভ্রষ্ট	৩।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৮	৫৩	কুলঘ্ন	৪।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯	৫২	গরল	৪।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	৫১	অগ্নি	৫।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১	৫০	মায়া	৫।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২	৪৯	পুরীষক	৬।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৩	৪৮	অপাম্পতি	৬।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪	৪৭	মরুত্বান	৭।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
১৫	৪৬	কাল	৭।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
১৬	৪৫	অহি	৮।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
১৭	৪৪	অমৃত	৮।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
১৮	৪৩	চন্দ্র	৯।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
১৯	৪২	মৃদু	৯।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
২০	৪১	কোমল	১০।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	৪০	হেরম্ব	১০।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২	৩৯	ব্রহ্মা	১১।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৩	৩৮	বিষ্ণু	১১।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৪	৩৭	মহেশ্বর	১২।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৫	৩৬	দেব	১২।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৬	৩৫	আর্দ্র	১৩।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
২৭	৩৪	কলিনাশ	১৩।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
২৮	৩৩	ক্ষিতীশ্বর	১৪।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
২৯	৩২	কমলাকর	১৪।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৩০	৩১	গুলিক	১৫।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫

ওজ রাশি	সম রাশি	ষষ্ঠ্যংশের নাম	রাশির ডিগ্রী	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
৩১	৩০	মৃত্যু	১৫।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৩২	২৯	কালাগ্নি	১৬।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩	২৮	দাবাগ্নি	১৬।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪	২৭	ঘোরাগ্নি	১৭।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৫	২৬	যম	১৭।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৬	২৫	কণ্টক	১৮।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩৭	২৪	সুধা	১৮।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৮	২৩	অমৃত	১৯।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৩৯	২২	পূর্ণচন্দ্র	১৯।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৪০	২১	বিষদগ্ধ	২০।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
৪১	২০	কুলান্তক	২০।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৪২	১৯	মুখ্য	২১।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৪৩	১৮	বংশক্ষয়	২১।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৪৪	১৭	উৎপাত	২২।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৫	১৬	কালরূপ	২২।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৬	১৫	সৌম্য	২৩।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৭	১৪	সুকোমল	২৩।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪৮	১৩	সুশীতল	২৪।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪৯	১২	করালদংষ্ট্রা	২৪।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫০	১১	ইন্দুমুখ	২৫।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৫১	১০	প্রবীণ	২৫।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৫২	৯	কালাযুর্ধ	২৬।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
৫৩	৮	দণ্ডাযুর্ধ	২৬।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৫৪	৭	নির্মল	২৭।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৫৫	৬	শুভ	২৭।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৫৬	৫	অশুভ	২৮।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৭	৪	অতিশীতল	২৮।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৮	৩	সুধাপয়োধি	২৯।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫৯	২	ভ্রমণ	২৯।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬০	১	ইন্দুরেখা	৩০।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

ষোড়শাংশ চক্র

	১/৫২/৩০	৩/৪৫/০	৫/৩৭/৩০	৭/৩০/০	৯/২২/৩০	১১/১৫/০	১৩/৭/৩০	১৫/০/০	১৬/৫২/৩০	১৮/৪৫/০	২০/৩৭/৩০	২২/৩০/০	২৪/২২/৩০	২৬/১৫/০	২৮/৭/৩০	৩০/০/০
মেষ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
বৃষ	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মিথুন	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কর্কট	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
সিংহ	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কন্যা	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তুলা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
বৃশ্চিক	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধনু	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মকর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
কুম্ভ	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মীন	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

ত্রিংশাংশ চক্র

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°
শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ২°	বু ৭°
বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°	বৃ ৮°
বু ৭	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°	বু ৭°	শ ৫°
শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°	শু ৫°	ম ৫°

বিংশাংশ চক্র

	১/৩০	৩/০	৪/৩০	৬/০	৭/৩০	৯/০	১০/৩০	১২/০	১৩/৩০	১৫/০	১৬/৩০	১৮/০০	১৯/৩০	২১/০	২২/৩০	২৪/০	২৫/৩০	২৭/০	২৮/৩০	৩০/০
মেষ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বৃষ	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
মিথুন	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কর্কট	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সিংহ	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
কন্যা	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তুলা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বৃশ্চিক	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
ধনু	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মকর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কুম্ভ	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
মীন	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

গ্রহগণের কারকতা

রবি

রবি প্রকাশধর্মী, আত্মা, পিতা, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সমদেহ পিঙ্গলবর্ণ, ক্ষমতাশালী, স্থির স্বভাব, শ্যামবর্ণ, উদার প্রতিভা, সম্ভ্রমবোধ, উচ্চাভিলাস, আত্মানুভূতি, শৌর্য, রাজসম্মান, গুরুজন, আত্মাভিমানী, বেদান্তদর্শন, দেবালয়, ওজঃধাতু, অগ্নিপ্রকৃতি, রোগমুক্তি। দেহের মস্তক, হৃদয়, জীবনীশক্তি, রক্ত-বাহী শিরা-উপশিরা, মেরুদণ্ড ও পুরুষের দক্ষিণ চক্ষু, নারীর বামচক্ষুর উপর অধিকার। রবি বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞান, উদারতার প্রতীক, অবস্থাভেদে মস্তিষ্কবিকার ও আত্মার অধোগতি সৃষ্টি করতে পারে। রবির দ্রেককানপতি হতে জাতকের আত্মা কোন্ লোক হতে নরদেহ ধারণ করেছে তার বিচার করা হয়। হঠাৎ যশ, সম্মান, অর্থলাভ—রবি হতে বিচার্য, রবি ত্রিংশাংশপতি গ্রহের প্রকৃতি হতে জাতকের গুণ ধর্ম—সত্ত্বঃ-রজঃ-তম গুণাদি বিচার করা হয়। রবি হতে দশমভাব ও ভাবপতি গ্রহ এবং রবি ও লগ্নের দশমভাব হতে কর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, রবি সৃষ্টি কারক গ্রহ, জন্ম সময়ের রবি গ্রহের পূর্ণজ্যোতি যাহা কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে বিকাশদ্বারা পূর্ণ সত্যকে অবলম্বন করে বেদান্ত জ্ঞানের চরম প্রকাশ এনে দিতে পারে।

চন্দ্র

চন্দ্র মনের কারক। চন্দ্র হতে সাংখ্যযোগ, সাহিত্য, গায়ক ইত্যাদি বিচার করা যায়। চন্দ্র কল্পনা কারক গ্রহ। চন্দ্র হতে গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী ও মাতৃত্বের বিকাশের বিচার করা হয়। মানসিক অবস্থা, বিষাদ, অবসাদ, জড়তা, বাতুলতা, মদনাতুরা, গণিকা প্রভৃতি দুঃস্থানগত এবং পাপ পীড়িত চন্দ্র হতে বিচার করা হয়। ভীতি, ভাববিহ্বলতা ও ভ্রমণপ্রিয়তা, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ মাতা প্রভৃতির বিচারও এই চন্দ্র হতে হয়।

চন্দ্রের স্বরূপ : শোভন চক্ষুদ্বয়, গৌরবর্ণ, শান্তমূর্তি, মধুরভাষী, কৃশাঙ্গ, কুঞ্চিত কেশ, নির্মল বুদ্ধি, অনুপম রূপশ্রী, বাতশ্লেষ্মা, স্ত্রী সংসক্ত মন, রাজানুগ্রহ, চন্দ্র হতে বিচার করা হয়। চন্দ্র জল, বর্ষা ঋতু ও জলাশয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। চন্দ্রের দৈনিক গতি হতে মানবের ভাব ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। চন্দ্র ও মঙ্গল দেহের পিত্ত ও রক্তের উপর আধিপত্য করে থাকে। নারীজাতীর উপর চন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম।

মঙ্গল

মঙ্গল বীর ভাবের কারক। সত্যের উপাসক, কর্মশক্তি, সাহস, ধৈর্য, রজোদীপ্ত, দৈহিক কান্তি, তেজস্বিতা, ভ্রাতৃত্বভাব, সামরিক প্রতিভা, যন্ত্রবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ ইত্যাদি শুভ মঙ্গলের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। পীড়িত ও দুর্বল মঙ্গল ক্রোধী, গোঁড়ামি, হিংসা, অহংকারী, হিংস্রতা, চরিত্রহীনতা, পাশবিক বৃত্তি ইত্যাদি অশুভ ভাবের কারক হিসাবে দেখা দেয়। মহর্ষি জৈমিনি মঙ্গল গ্রহ হতে রসায়নবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, বিদ্যুৎ সংযোগের কাজের উৎকর্ষতার বিচার করার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

মঙ্গলের স্বরূপ : কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, পিত্ত প্রকৃতি, দৃঢ় দেহ, রজঃ কান্তি, রক্ত গৌরবর্ণ, সেনাপতি, অগ্নিতত্ত্ব ও গ্রীষ্ম ঋতু, চঞ্চল স্বভাব। মঙ্গল অবস্থানভেদে জাতককে সাহসী, ধৈর্যশীল, সামরিক প্রতিভাবান, কর্তব্যপরায়ণ ও সত্যপ্রিয় করতে পারে। দুঃস্থান গত, পাপ পীড়িত মঙ্গল নির্দয় পশু স্বভাব সম্পন্ন, ক্রোধী, স্বার্থপর, হাঙ্গামাপ্রিয় ইত্যাদি নানা অশুভ স্বভাবের সৃষ্টি করতে পারে। মঙ্গলের অহংবোধ ও ক্ষমতার লিপ্সা যে কোন অবস্থায়ই ত্যাগ করতে পারে না।

বুধ

বুধ স্মৃতিশক্তি, বন্ধু, ব্যবসায় ও মাতুল কারক গ্রহ, শ্যামবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, স্পষ্টভাষী, স্নিগ্ধ চেহারা, বাকশক্তির প্রতীক, চিন্তার যাবতীয় বিষয়, লেখক, কবিত্ব শক্তি, গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষ, আইন, সংবাদপত্র দ্রুত চিন্তাশক্তি ইত্যাদির কারক গ্রহ হল বুধ। শুভ বুধের প্রভাবে জাতকের জ্ঞানের পূর্বাভাষ দান করতে পারে। আইনের

সূক্ষ্ম মীমাংসা ও সমাধান এই বুধের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারাই সম্ভব। সাংবাদিক, গণিতবিদ্, শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদও অপরদিকে এই গ্রহের আনুকূল্যে সম্ভব। সপ্তমভাব ও বুধের অবস্থান হতে যেমন স্বামী/স্ত্রীর রূপ, মানসিক গঠন জানা সম্ভব হয়, ঠিক তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা সম্ভব হয়। দশম ভাব ও বুধের অবস্থান দ্বারা জাতকের জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ধারণ করা যায়। চতুর্থ ভাব, ভাবপতিগ্রহ ও বুধের বলাবল হতে বন্ধু, রাজনৈতিক কর্ম ও আইন বিদ্যার পারদর্শিতা নির্ণয় হয়। সপ্তমে দুর্বল বুধের অবস্থান যৌন জীবনে অসাফল্যতা নির্দেশ করে।

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি হতে ধর্ম, ভাগ্য, উচ্চশিক্ষা ও পুত্রের বিচার সম্ভব হয়, শুভ বৃহস্পতি জাতক জাতিকার উপরোক্ত শুভ ফল দ্বারা জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে। মিত্র গ্রহে শুভ বৃহস্পতির অবস্থানে ভাগ্য ও উচ্চশিক্ষা ও ধর্মের প্রসারতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সপ্তমে শুভ বৃহস্পতি জাতিকা বা জাতককে উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন স্বামী বা স্ত্রী এনে দেয়। সুন্দর সাবলীল জীবনও এই শুভ গ্রহের আনুকূল্যে সম্ভব। স্থির স্বভাব, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, সত্ত্বজ্ঞানের আধার, আদর্শবাদ, ধনস্থানের অধিকারী এই বৃহস্পতি জাতক-জাতিকাকে ইহলোক ও পরলোকের সমন্বয় এমন সুন্দরভাবে মিলিয়ে দেন যে জাতক-জাতিকা এই সংসারে থেকেই জীবন চক্র সম্বন্ধে একটি সঠিক মূল্যায়ন করে নিতে পারেন। বৃহস্পতি প্রভাবিত ব্যক্তি সংসারের মায়ায় থেকেও আধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী করার সুযোগ এনে দেন। শুভ বৃহস্পতির সঙ্গে বুধের আনুকূল্য যোগ হলে জাতক-জাতিকাকে লোক সমাজে জ্ঞানী রূপে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যৌন জীবনেও শুভ বৃহস্পতি শুচিতা, শুভ্রতা এনে দেয়, যা সবার প্রশংসার দাবি রাখে।

শুক্র

শুক্র পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত সুখের মূল কারক। নির্বাক জ্ঞান-সুখে তাহার কোন আগ্রহ নেই। সমস্ত অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

পদার্থের ভিতর রূপ রস দ্বারা পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যেই তার চরম প্রকাশ। ভালবাসা, লোকপ্রীতি ও পার্থিব সৌন্দর্যই হলো শুক্রের স্বাভাবিক কারকতা। শুক্রের প্রভাবেই কাব্য, নাটক, সংগীত গড়ে ওঠে। জীবনের ভাবসৌন্দর্যের চরম প্রকাশ শুভ শুক্রের দ্বারাই সম্ভব। মহর্ষি জৈমিনি শুক্র হতে কাব্য বাক্য ও মনের মাধুর্য নির্ধারণে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। নর-নারীর ভালবাসা, রূপমাধুর্য যৌন আবেদন এই শুক্রের দ্বারাই নিরুপণ করা সম্ভব। সংগীত, শিল্পকলা, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির ভিতরে যে ভাবরসের সৃষ্টি হয় তাহাই প্রেমিক প্রেমিকাকে একে অন্যের নৈকট্যে এনে দেয়। দেহকে আশ্রয় করে যে ভালবাসা গড়ে ওঠে তার মূলে শুক্রের অপরিসীম দান। ঠিক তেমনি অশুভ শুক্রের প্রভাবে জাতক-জাতিকাকে পথভ্রষ্ট, চরিত্রহীন করে তুলতে পারে। শুভ শুক্রের প্রভাবে মানবকে অষ্টৈশ্বর্যের অধিকারী করে তুলতে পারে। প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হল শুক্র। যে কোন সফল প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে শুভ শুক্রের আশীর্বাদ থাকা চাই।

শনি

শনি কর্মের একাগ্রতার প্রতীক। শনি প্রভাবিত ব্যক্তির ভালবাসা, স্নেহ, বিলাসিতা, পার্থিব ভোগ বিলাস প্রভৃতির কোন স্থান নেই। শনির জাতক পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে থাকবে না বাহুল্যতা, নিঃসঙ্গ তপস্বীর মত তার জীবন। সব কিছু ভালভাবে দেখে তার মূল্যায়ন করেই সঠিক পন্থা নির্ধারণ করার প্রয়াস এই শনির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। শনির জাতক দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে জীবনের চরম পথে অগ্রসর হন। তাই ভাববিলাসের স্থান এই গ্রহের জাতকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। শনি অবস্থান ভেদে অদ্বৈত জ্ঞানের অধিকারী করতে পারে আবার অতি নিম্ন স্তরের ফল দাস্যবৃত্তি, ঠকবাজ, আলস্যপ্রিয়তা, দুষ্ট প্রবৃত্তিও এনে দিতে পারে। সপ্তমস্থ শনি অনেক সময়ই দাম্পত্য জীবন অনেক দেরিতে শুরু করে এবং এই দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কর্তব্যের প্রকাশই বেশী, ভাবাবেগের স্থান খুবই কম। ফলে অনেক সময়ই প্রেমের সঠিক মূল্যায়ন এই সপ্তমস্থ

শনি এমন দিতে পারে না। সমধর্মীর সাথে মিলন না হলে অনেক সময়ই বিবাহিত জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসতে পারে।

রাহু

রাহু জৈব ভোগবিলাসের প্রতীক। রাহু ভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকট সুরুচি, সুনীতির মূল্য একদম নেই বললেই চলে। নিজের উদ্দাম গতিকে চরিতার্থ করতে যা কিছু বাধা আসবে তাকে নির্মম-ভাবে নিষ্পেষিত করে আপন গতিপথ ঠিক করে নেবে। রাহু ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে সে তার ভোগ্য জিনিস গ্রহণ করতে চায়। যৌন চেতনার প্রমত্ত ভাব আসক্তি রূপ রাহু। নর-নারীর সামান্য দর্শনে যে কামভাবের উদয় হয় তার মূলে রাহুর কার্যকারীতা। শুক্রের মধ্যে যৌন অভিব্যক্তির যে সুন্দর ভাব পাওয়া যায় রাহু তার বিপরীত ধর্ম নিয়েই আবির্ভাব হয়। তাই রাহুর কাব্যে বা চিত্রে নগ্নতার বিভৎস রূপ ফুটে ওঠে। রবি বা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত রাহুর যৌন আবেগ সমস্ত কিছু শোভনতাকে অতিক্রম করে। কর্মজীবনেও রাহুর দেশ কালের নিয়মকে লঙ্ঘন করে আপন ইচ্ছাকেই স্থান দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। তাই অনেক সময়ই সমাজ বহির্ভূত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। রাহু অবস্থা-ভেদে সহসা ধনবানও করতে পারে, যদি কেন্দ্র ও কোন পতির সঙ্গে সম্বন্ধ করে রাজযোগের কারক হয়।

কেতু

কেতু গ্রহ সর্বাপেক্ষা রহস্যপূর্ণ। তার সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন। কেতু মানব মনের গোপনতম অংশে নিত্য বিরাজ করে। কখন তাহার আত্মপ্রকাশ হবে তা জাতক-জাতিকারাও পূর্বাহ্নে জানতে পারেন না। শাস্ত্রকাররা কেতুকে কুণ্ডলাকৃতি অবস্থায় শায়িত বলে কল্পনা করেছেন। কেতু ভাবাপন্ন ব্যক্তির সত্ত্বা কখন ফুটে উঠবে তা সহজে বলা সম্ভব নয়। কেতু ভাবাপন্ন ব্যক্তি কতকটা ছাই চাপা আগুনের মত। বাহির থেকে বোঝা যাবে না যে তার ভিতর দাহিকা শক্তি আছে। স্পর্শ করলেই বোঝা যাবে তার শক্তি।

কেতুর ধৈর্য তিতিক্ষা অপরিসীম। সহ্য করার শক্তি অন্য যে কোন গ্রহ হতে বেশী। কিন্তু এই সহ্যশক্তিরও একটা গণ্ডি আছে। তা অতিক্রম করলেই কেতুর অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করা যায়। কেতু প্রভাবিত ব্যক্তি বাহিরের রূপ রস আনন্দ অনুভব করতে পারে কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা নেই। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে তাদের অভিসার একান্তভাবে নিজের অন্তরের মধ্যেই থাকে বলে অপর পক্ষের মনে হাতাশা আসতে পারে। তবে শুভ কেতুর প্রভাবেই গোপনচারের পথে প্রেমাস্পদকে মিলিয়ে দেয়।

হার্শেল

হার্শেলের অপর নাম ইউরেনাস। এই গ্রহের অন্যের উপর প্রভাব অপরিসীম। এই গ্রহ একদিকে জ্যোতির্বিদ, যন্ত্র আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, সূক্ষ্ম অনুভূতি-জ্ঞান, নির্ভীকতা সৃষ্টি করে ; ঠিক অপর দিকে আকস্মিক বিপদ, মৃগী, ফুসফুসের ব্যাধি, স্নায়ুবিকার ইত্যাদির কারক। বুধের উচ্চাবস্থার প্রতীক হল ইউরেনাস। সপ্তমস্থ শুভ ইউরেনাস প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাহাচর্য এনে দেয়। প্রেমের ক্ষেত্রেও অসামান্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলন হওয়া সম্ভব হয়। অশুভ ইউরেনাস ভাবাবেগের আবেগে প্রণয় ও ব্যর্থতা এনে দেয় ও জীবনে দুঃখের সৃষ্টি করে।

দশমস্থ ইউরেনাস বিভিন্ন বৃত্তিতে জাতক জাতিকাকে উপযুক্ত করে তুলে। জীবনে বহু পরিবর্তনের মধ্যে এনে দেয় সাফল্য। শুভ বুধের প্রভাবে জাতককে প্রতিভাবান করে তুলতে পারে যদি বুধ ও ইউরেনাস পরস্পরের মধ্যে শুভ সম্পর্ক থাকে। অত্যন্ত স্বাধীনপ্রিয়তা ও প্রচলিত নিয়মকে লঙ্ঘন করার মধ্যে জাতকের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, তার ফলে জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

নেপচুন

নেপচুন গ্রহকে শুক্র গ্রহের উচ্চাবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সূক্ষ্ম অনুভূতি, কামজ আকর্ষণ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, যত্রতত্র ভ্রমণ, সমস্ত কিছুকেই রহস্যভূত রাখার চেষ্টা। ভাবাবেগের মধ্যে বাস্তব ও

অবাস্তবতার সংমিশ্রণ। সব কিছু মিলিয়ে নেপচুনের জাতককে রহস্যময় বলেই মনে হয়। শুভ নেপচুন কর্মভাবের সঙ্গে যুক্ত হলে কর্মসূত্রে দেশভ্রমণ বা নাবিকবৃত্তি ইত্যাদি নির্দেশ করে।

সপ্তমস্থ নেপচুন দাম্পত্য জীবনে খুব সুখকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে না। গৃহবিবাদ, অপরের মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখ শোকের কারকতা হিসাবে বেশী দেখা দেয়। ব্যবসাজগতেও এই সপ্তমস্থ নেপচুন ব্যর্থতা এনে দেয় যদি না শুভ গ্রহছায়া অনুগৃহীত হয়। যৌন জীবনে একাধিক নারীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ সপ্তমস্থ নেপচুন এনে দেয়।

দশমস্থ শুভ নেপচুন আধ্যাত্মিক জগতে বিশেষ জ্ঞান দান করে, জাতককে সুখী করতে পারে। নেপচুন যে ঘরেই থাকুক না কেন তার মধ্যে রহস্যভেদী মন সবসময়ই কাজ করবে এবং জাতক ঐ ধরনের বৃত্তিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাইবে।

মঙ্গলের কয়েকটি বিশেষ ভাব

মঙ্গল লগ্নে অবস্থান করলে জাতক জাতিকার ভাবাবেগ লক্ষ্মণীয়। এরা প্রেমিক হিসাবে খুব বিশ্বাসী তবে ক্রোধী বলে অনেক সময় অপর পক্ষ ভুল বুঝতে পারে। প্রেমের ব্যাপারে এরা একটু বেশী মাত্রায় সতর্ক, তারা চায়না তাদের প্রেমিকা অন্য কারো সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করুক, বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব। বিবাহিত জীবনে এদের প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় ও একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য সুখী বিবাহিত জীবনের প্রয়োজন আছে তা তারা বুঝতে পারেন।

দ্বিতীয় মঙ্গল জাতক জাতিকাকে কান্তিময় করে তোলে, যৌন আবেগ বেশী মাত্রায় থাকায় তাদের রুচি অনেক সময় বিসদৃশ্য মনে হয়। কাম ভালবাসার ক্ষেত্রে তাদের মানসিকতা অনেকটাই অস্বাভাবিক মনে হবে। বিবাহিত জীবনে যৌন মুখ্য এ মতবাদে তারা বিশ্বাসী। যৌন আবেগ এমন একটি পর্যায়ে যেতে পারে যাতে জাতক জাতিকা মানসিক দিক থেকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন, যৌন জীবনে উভয়ের সমান আগ্রহ না থাকলে এ-ধরনের জাতক জাতিকা পথভ্রষ্ট হতে পারেন।

তৃতীয়স্থ মঙ্গল সুখী দাম্পত্য জীবনের নির্দেশক, অনেক কিছুই তারা

নিজ মহানুভূতির দ্বারা জয় করে নেন, তাই বিবাহিত জীবনে তারা সুখী হতে পারেন। তাদের বিবাহিত জীবন রোমান্টিক ও সুখের হওয়া সম্ভব।

চতুর্থে মঙ্গল কামভাবের উপর প্রচণ্ডতা নির্দেশ করে। যৌনতৃপ্তির ব্যাপারে তারা কিছুটা একরোখা প্রকৃতির। যৌন আবেগ তাদের প্রচণ্ডভাবে থাকে, যার ফলে অপর পক্ষ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল কিছুমাত্র থাকে না, তাদের পাওনা পেলেই হল। বিবাহিত জীবনে যদি অপর পক্ষ তাদের এই উদ্দাম গতির সঙ্গে সাড়া না দেয় তবে জীবন অশান্তিময় হতে পারে। এরা খুব সহজে অন্যকে বশ করতে পারে, তাই তাদের প্রেমের জালে অনেকেই শীকার হন। এদের একটি সহজাত গুণের দ্বারা তারা অপর পক্ষকে সহজেই নিজ আয়ত্তে আনতে পারেন। তবে এদের ভালবাসার বেগ এত প্রচণ্ড যে অপর পক্ষ সেই সমান তালে চলতে না পারলে দাম্পত্য জীবন বিঘ্নিত হতে পারে। এরা চট করে রেগে উঠলেও মিষ্টি কথা ও ভালবাসা দিয়ে সহজে জয় করা যায়, এরা ভালবাসার কাঙ্গাল ও নিঃশর্ত ভালবাসা পেলে তারা আর কিছু চায় না।

পঞ্চমে মঙ্গল সংযত জীবনের ইঙ্গিত বহন করে। সমাজের অনুশাসনের উপর নিষ্ঠা থাকার দরুণ ও কিছুটা সাহসের অভাব হেতু তারা অসামাজিক প্রেমের ব্যাপারে জড়াতে চান না। জৈবিক কাম তাদের খুব বেশী প্রভাবিত করতে পারে না। সন্তান ও স্ত্রীর উপর তাদের গভীর স্নেহ ও ভালবাসা থাকে। সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনই তাদের লক্ষ্য। তাদের ভালবাসা দেহকে ঘিরে শুরু করলেও তার লক্ষ্য থাকে জৈবিক কামনার ঊর্ধ্বে যে ভালবাসা তার সন্ধান করা। সমধর্মার সঙ্গে বিয়ে হলে তারা আদর্শ দম্পতি হতে পারেন।

ষষ্ঠস্থ মঙ্গল যৌন বা বিবাহিত জীবনে কোন নীতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নয়। প্রেম তাদের কাছে জীবনের একটি ক্ষুদ্রতম অংশের লীলা মনে করে থাকে। তাই তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নয়। প্রেমের ব্যাপারেও তারা একটা নির্দিষ্ট স্বার্থ নিয়ে অগ্রসর হয় এবং তাদের কাছে প্রেম ভালবাসা কোন স্বর্গীয় বস্তু নয়। জৈবিক তাড়নার জন্য ও কোন উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য তারা তাদের প্রেম ভালবাসাকে কাজে লাগান। অত্যন্ত স্থূল মনোবৃত্তি সম্পন্ন হওয়ায় কোন মার্জিত

ও গভীর অনুভূতি সম্পন্না জাতিকার সাথে বিয়ে হলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। •তবে এ ধরনের জাতকের সন্তান স্নেহ প্রবল, তাই বিবাহিত জীবনকে বেঁধে রাখার একমাত্র অস্ত্র হলো সন্তান, যার জন্যে হয়ত এ ধরনের জাতক শেষ পর্যন্ত বিবাহিত জীবনকে ব্যর্থ হতে দেবে না। সপ্তমে মঙ্গল জাতক-জাতিকার যৌন আবেগ বাহির থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাদের সহজেই প্রেম হওয়া সম্ভব। এদের উদ্দাম কামভাব থাকা সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট শৃংখলা বজায় রাখার পক্ষপাতী। তারা চায় না তাদের এই ভাবাবেগ পরিবারের অন্যদিকে তার প্রভাব বিস্তার করুক। এরা প্রেম করতে ভালবাসলেও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে অগ্রসর হতে পারে। তাই এরা সহজে বিপথগামী হয় না। তবে তাদের যৌন আবেগ সব সময়ই থাকে, তার প্রকাশ অনেকটাই স্থান কালের উপর নির্ভর করে তার প্রয়োগ হয়।

অষ্টমে মঙ্গল যৌন জীবনে কিছুটা অবাধ ও শৃংখলাহীন জীবন যাপনের মানসিক ইচ্ছার সহায়ক। তবে শুভ গ্রহের দৃষ্টিতে তার ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব। দাম্পত্য জীবনের সুখের উপরও এই যৌন অভিব্যক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের প্রতি তাদের গভীর টান থাকে, কিন্তু সেই প্রেম কোন আদর্শকে লক্ষ্য করে নয়। জৈবিক তাড়নাই প্রাধান্য পেয়ে যায়। যৌন জীবনে উদ্দামতা থাকায় তাদের জীবনের শক্তি অতি-মাত্রায় ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা। পুরুষের জন্মচক্রে মঙ্গল অতিরিক্ত কাম প্রবণতার ইঙ্গিত দেয় ও জীবনে কামের প্রভাবের দ্বারা অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হবার সম্ভাবনা। অষ্টমস্থ মঙ্গল যৌন জীবনের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ভাবের ইঙ্গিত দেয়, অবশ্য এর অনেকটাই কেটে যেতে পারে যদি বৃহস্পতি বা অন্য শুভ গ্রহ দ্বারা অষ্টম স্থান দৃষ্ট হন।

নবমে মঙ্গল প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে উচ্চ মানসিকতার ইঙ্গিত দেয়। এদের দাম্পত্য জীবনে খুব সুখী হওয়া সম্ভব। প্রেমের ব্যাপারেও এদের নিষ্ঠা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। বিবাহিত জীবনে কামের প্রভাব কখনই তাদের রুচিবোধকে বিঘ্নিত করতে পারে না। তাদের মানসিকতা অতি উঁচু গ্রামে বাঁধা থাকা সম্ভব যার ফলে তারা সুখী দম্পতি হিসাবে সমাজে চিহ্নিত হয়।

দশমে মঙ্গল আবেগ ও ভাবপ্রবণের ইঙ্গিত দেয়, তবে এ ধরনের

জাতক-জাতিকারা প্রকাশ্যে যৌন বিষয়ে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু অলক্ষ্যে তাদের মানসিকতা সব সময়েই নিষিদ্ধ ফল পাবার জন্য লালায়িত থাকে। তবে এ ধরনের চিন্তাধারা অনেকটাই মানসিক স্তরে থাকে, এবং সুযোগ না পেলে তার প্রকাশ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তারা তাদের অবৈধ কাজ করতে চায়। তবে তাদের দাম্পত্য জীবন যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে তাদের তীব্র দৃষ্টি থাকে, যার ফলে সাংসারিক জীবনে তাদের মানসিক ভাবের প্রতিফলন দেখা যায় না। নিজেকে সুস্থ ও সবল রাখা দরকার, বিশেষ করে যৌন জীবনকে সার্থক করে তুলতে, এ মতবাদে তারা বিশ্বাসী। তাই তাদের আহার, বিশ্রাম ইত্যাদি ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে দেখা যায়।

একাদশে মঙ্গলে জাতক-জাতিকারা একই সঙ্গে একাধিক মানসিকতার অধিকারী হয়। এদের বাহিরের আচরণ ও মনের গভীরে তাদের চিন্তার মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করা যাবে। সমাজে তারা অত্যন্ত সংযমী পুরুষ বা নিষ্ঠাবতী মহিলা বলে পরিচিত হবার প্রবল সম্ভাবনা, তবে অন্তরে যৌন আবেগের বিচিত্রতা থাকবে যা সহজে প্রকাশ হবে না। তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়া সম্ভব। সন্তান ও পরিবারের জন্য তারা খুবই চিন্তিত থাকেন ও তাদেরকে সুখী রাখবার চেষ্টা করেন।

দ্বাদশে মঙ্গল জাতক-জাতিকার যৌন জীবনকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে রাখে। তাদের যৌন আবেগের সঙ্গে তাল রেখে অপর পক্ষ চলতে পারে না, তাই তাদের অন্তর সবসময় নতুনত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের যৌন অভিব্যক্তিও বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়, অস্বাভাবিকতার প্রতিও টান থাকা অসম্ভব নয়। তবে এ ধরনের মানসিকতায় পরবর্তী কালে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। বিবাহিত জীবনেও শেষের দিকে একটা ছন্নছাড়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের প্রবল যৌন আবেগই তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের পক্ষে বিঘ্নকর হয়ে দাঁড়ায়।

লগ্নফল

মেষ লগ্নের—জাতকের চরিত্রের মধ্যে ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে স্ত্রী বা প্রেমিকার মন জয় করার চেষ্টা থাকে, এই জাতকের কামনা বাসনা

একটু স্বাভাবিক বেশী ও অপরের নিকট থেকে কিছু বেশী পাবার আশা করেন বলে অনেক সময় মনে দুঃখও পান। গ্রহ খুব বিরুদ্ধ না হলে জাতকের স্ত্রী সুন্দরী ও ধীর প্রকৃতির হওয়া সম্ভব। জাতকের নিজস্ব স্বভাবের গুণে দাম্পত্য ও প্রেমিক জীবনকে আরও সুন্দর করতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে জাতকের নিজস্ব চরিত্রের কিছুটা সরলতা দরকার। আবার মেষ লগ্নের জাতিকাদের মধ্যে চঞ্চলতা লক্ষণীয়। প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে এদের তীব্র মানসিকতা অনেক সময় সমাজ, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে প্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। প্রথম জীবনে এই লগ্নের জাতিকাদের একটু নিঃসঙ্গ ভাব থাকে। প্রেম বা বিবাহের ক্ষেত্রে কিছুটা ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু এই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। এর পরই মঙ্গলের মানসিক শক্তি ও শুক্রের কামনা নিয়ে সে অগ্রসর হয়, এবং প্রয়োজনে সমাজকে অস্বীকার করেও অগ্রসর হতে পারে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রহদের পারস্পরিক অবস্থানের উপর সমস্ত কিছুর গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে।

এই জাতিকাদের মেষ, তুলা, সিংহ বা মকর লগ্নের জাতকের সঙ্গে প্রেম বা বিবাহ হলে জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব।

বৃষ লগ্ন ঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকার প্রেম ও বিবাহের বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এই লগ্নের অধিকর্তা শুক্র। সেই শুক্র আবার ষষ্ঠাধিপতি, অর্থাৎ দেহ ও মনের কর্তা হয়েও শুক্র ঘরের অধিপতি। তাই মানসিক দিক থেকে কিছুটা গোঁড়ামি লক্ষণীয়। শুক্র ও মঙ্গল অনুগৃহীত না হলে এই লগ্নের জাতকের প্রেম ক্ষণস্থায়ী হবার সম্ভাবনা প্রবল। মনের দিক থেকে দ্বিধা ভাব থাকায় বিপরীত লগ্নের মনকে সহজে বশে আনতে পারে না। এদের জীবনে একাধিক প্রেমের সুযোগ আসতে পারে, তবে অনেক ক্ষেত্রে তার সঙ্গে সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে। দুটি বিপরীত মনোভাব একই সঙ্গে কাজ করার ফলে অনেক সময় ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিবাহিত জীবনেও প্রথম কয়েক বৎসর খুব সুখকর না হওয়া সম্ভব, কারণ স্বামীর দ্বিধা ভাব থাকায় প্রথম জীবনে স্বামীর প্রতি তাদৃশ আকর্ষণ থাকে না। অনেক সময় তাদের বিবাহিত জীবনে দীর্ঘ বিচ্ছেদ হতে পারে। বিশেষ করে যদি মঙ্গল শুভ ভাবে অবস্থান না করে বা সপ্তমস্থান

পাপপীড়িত হয়। বৃষ লগ্নের জাতিকারা খুবই আবেগপ্রবণা এবং নিষ্ঠাবতী। সবকিছু সহজে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই এদের মনের মুল্য সহজে কেউ বুঝতে পারে না।

এদের কিছুটা রক্ষণশীলতা থাকার দরুন তাদের প্রেমের ক্ষেত্রে তাদৃশ সুবিধা করতে পারে না—যদি না পঞ্চমপতি ও সপ্তমপতি বিশেষ শুভ ভাবে অবস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই লগ্নের জাতিকা পিতামাতার আদেশ বা ইচ্ছানুসারে চলে। বিবাহিত জীবনে স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা এরা পায়। এদের বিবাহ অপেক্ষাকৃত দূরদেশে হওয়া সম্ভব।

মিথুন লগ্ন ঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে বুধের প্রচণ্ড প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই লগ্নের জাতক-জাতিকারা মানসিক দ্বন্দ্বে নিজেকে কষ্ট দেন। একদিকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে তাই প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে এই মানসিকতার রূপ ফুটে ওঠে। প্রেমের ব্যাপারে মিথুন লগ্ন অন্য যে কোন লগ্নকে সহজেই ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিবাহের থেকে প্রেম তাদের কাছে বেশী প্রিয় ও মধুর। প্রেম তাদের কাছে খুবই পবিত্র ও নির্মল। তাই তাদের প্রেমে প্রবল নিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। যে কোন বয়সেই তাদের প্রেমে পড়া সম্ভব। এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের অবৈধ প্রেমে পড়াও অসম্ভব নয়। তাদের প্রেমও দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রেম বিবাহই তাদের পক্ষে প্রশস্ত। এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন থাকে এবং তার অপর পক্ষেরও যেন তার স্বপ্নের জীবনের অংশীদার হবার যোগ্যতা থাকে, এ কামনা সব সময়ই থাকে। তাই দেখা যায় যে প্রতিভাবান স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি তাদের একটা সহজ নৈকট্য লাভের ইচ্ছা থাকে, যা পরিণামে প্রণয়ে পর্যবসিত হওয়া অসম্ভব নয়। মানসিক দিক থেকে শিশুসুলভ ভাব থাকায় তাদের প্রেম অনেক সময়ই বয়সের সীমারেখাকে মেনে চলতে পারে না। তাই অনেক মহিলাকে অল্প বয়সের কোন পুরুষের সাথে প্রণয়ে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

কর্কট লগ্ন ঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে কল্পনা ও ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়। বাইরের অভিব্যক্তির সঙ্গে মনের

গহনের' খবর কেউ সহজে ধরতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে তারা ধীরে কথাবার্তা, মার্জিত রুচিবোধের ও শালীনতাবোধের পরিচয় দেয়। কিন্তু মনের দিক থেকে তারা খুবই চঞ্চল। কোন কিছু সিদ্ধান্তে আসা তাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সব কিছুতেই দোমনা ভাব কি করব, কি করব না, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব তাদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। তাই এই লগ্নের জাতক-জাতিকারা নিজের মনকে এত বেশী প্রাধান্য দেয় যে অন্যের মনের খবর রাখতে ততটা উৎসাহ বোধ করে না। একদিকে যেমন দরদী ও দ্বন্দ্ব-কলহকে এড়িয়ে চলে তেমনি অপরদিকে অন্যের অবহেলাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। প্রেমের ক্ষেত্রে তাই এই মনসর্বস্ব জাতক-জতিকারা আলো আঁধারের খেলা নিয়ে প্রেমের সূত্রপাত করে। রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি তাদের অসীম দুর্বলতাই তাদেরকে দিশেহারা করে তুলে, ক্ষেত্রবিশেষে বঞ্চিতও হয়। অসম্ভব নয় যে ভালবাসার অতিরিক্ত আকর্ষণে সামাজিক সম্মান কতকটা ক্ষুণ্ণও হতে পারে। এদের প্রেম প্রথমে মনকে আশ্রয় করে দেহকে ধরে বলেই প্রেমের প্রথম দিকে তাদৃশ সাফল্য সম্ভব হয় না। এই লগ্নের জাতকদের দেহকেন্দ্রিক প্রেম হওয়ার দরুন অনেক সময়ই বঞ্চিত হতে হয়।

এই লগ্নের প্রধান গ্রহ হল চন্দ্র, তাই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মতই তাদের প্রেমের অভিব্যক্তির প্রকাশ হওয়া সম্ভব। মনের দিক থেকে খুব সংবেদনশীল হওয়ায় তাদের জীবনে অনেক সময় নিঃসঙ্গতা আসা অসম্ভব নয়। অপর পক্ষ যদি তাদের অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল রেখে চলতে পারে, তবে খুব সুখী দম্পতি হিসাবে সমাজে পরিচিত হতে পারবে। প্রথম জীবনের যে মানসিক ভাব থাকে তার অনেকটাই পরিণত বয়সে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তার ফলে যাকে এক সময় খুব ভাল লেগেছিল তাকে আর ঠিক তেমনটি লাগে না। এই পরিবর্তনশীলতা এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে দেখা যায়।

সিংহ লগ্ন ঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকারা জন্মসূত্রে একটা ঔজ্জ্বল্য' নিয়ে আসে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার পূর্ণতা আসে না। কৈশোর অতিক্রম করার পর আসে নানা প্রতিবন্ধকতার ফলে অনেকেই তাদের

জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলে, দুটি বিপরীতমুখি চিন্তা নিয়ে যে জীবন শুরু হয়, তার দ্বন্দ্ব চলে সারাজীবন, একদিকে সৌন্দর্যের পূজারী অন্যদিকে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আকাশচুম্বি উচ্চাশা—এই নিয়ে তাদের জীবন শুরু হয়। এই চিন্তার প্রতিফলন শুধু কর্মজীবনেই নয়, প্রেম ও ভালবাসার ক্ষেত্রেও এর নিঃসঙ্গ পদচারণা লক্ষ্য করা যায়, সিংহ লগ্নের জাতক-জাতিকাদের চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাকে অতি সহজভাবেই বিপরীত লিঙ্গের কাছে নিয়ে যাসার সুযোগ দেয়। বিশেষভাবে এই লগ্নের জাতকদের চেহারার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যার ফলে মেয়েরা অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অত্যধিক দেহাশ্রিত প্রেম বলেই অপর পক্ষ শেষ পর্যন্ত তাকে পরিহার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এদের ভালবাসা নিখাদ সোনার মতই। তবু এরা প্রেমের স্বীকৃতি পায় না, এরা অনেক সময় প্রেমের জন্য সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়, ফলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। কাজেই দেখা যায় যে, সিংহ লগ্ন জাতকের প্রেমের মধ্যে বিবাহ প্রায় ক্ষেত্রেই হয় না। এর মূলে প্রচণ্ড ভাবাবেগ ও আকাশচুম্বি উচ্চাশা। এর সাথে তাল রেখে খুব কম মেয়েই চলতে পারে। সব কিছুতেই দ্রুততার সঙ্গে সমাধান ও আপন গতিপথে সব বাধাকে অতিক্রম করতে গিয়ে নিজের প্রিয়জনের মনেও দুঃখ দেয়। তাই মধ্য জীবন থেকেই শুরু হয় নিঃসঙ্গতা। এদের মূল্য বোঝা সাধারণ মাপকাঠিতে সম্ভব নয়। তবে এদের স্ত্রীরা বিদূষী ও মার্জিত রুচিসম্পন্না হয়।

কন্যা লগ্নঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকারা উচ্চ মানসিকতার আধার নিয়ে আসেন পৃথিবীতে, কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝতে পারেন যে, কল্পনা ও বাস্তব অনেক সময় এক হয় না। তবে তাদের অসাধারণ ধৈর্য, সহনশীলতা ও মনের দৃঢ়তা পরবর্তী জীবনে সাফল্য এনে দেয়। এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের চেহারার মধ্যে একটা বালসুলভ ভাব থাকার দরুন অন্যের মন জয় করতে পারেন। বয়স অনুপাতে দেখতে সব সময় ছোট মনে হয়। একদিকে শিশুর সরলতা অপরদিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উচ্ছ্বাস—এই নিয়ে এই লগ্নের জাতক-জাতিকারা তাদের জীবন শুরু করে। তাদের চেহারার মধ্যে এমন

একটি সরল অভিব্যক্তি থাকে যা বিপরীত লিঙ্গকে অতি সহজেই আকর্ষণ করে। তবে এদের প্রেমের অভিব্যক্তি অন্য লগ্নের জাতক-জাতিকাদের থেকে পৃথক। প্রেমের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত লুকোচুরি চলে ততক্ষণ তারা সত্যিকারেরই প্রেমিক, কিন্তু প্রেমের নগ্নতা তাদের দেহ-মনকে পীড়িত করে। প্রেমকে জৈবিক কামনায় নামিয়ে আনতে তাদের রুচিতে বাধে। প্রেমকে তারা আনন্দঘন রূপেই দেখতে চায়, ফলে অপর পক্ষ যদি এই মানসিকতা দ্বারা চালিত না হয়, তাহলে তাদের প্রেম ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। অত্যন্ত ভাববাদী বলে তাদের জীবনে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই আসে। সবাইকে নিয়ে আনন্দ করে জীবনকে কাটিয়ে দেবার ও সবকিছুতে মানিয়ে নেবার চেষ্টা এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে দেখা যায়। উপরোক্ত মানসিকতার প্রভাব জাতক-জাতিকাদের প্রেম ও বিবাহিত জীবনেও দেখা যায়।

এই লগ্নের জাতকদের একটা কল্পনার আদর্শ মনে গড়ে উঠে যা তাদের অন্য দশজন থেকে পৃথক রেখে দেয়। প্রেমের ক্ষেত্রে এই মানসিকতায় সে অন্যের নিকট হতে শ্রদ্ধা পায় বটে, কিন্তু জৈবিক ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা। তাই তারা সবার ভালবাসা পায় এবং সে ভালবাসার মধ্যে প্রেম বা কামের ভাব থাকে না। জাতক তার নিজের সৃষ্ট জালের মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হয়, বিশেষ করে যারা বৃহস্পতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তুলা লগ্ন ঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের সবচেয়ে বিশেষত্ব হচ্ছে যে, বাহিরের প্রকাশ দেখে তাদের অন্তরের খবর জানা সম্ভব নয়। এরা শান্ত, ভদ্র ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যায়। বিশ্ব-প্রকৃতির লীলামাধুর্য তারা সহজ সরল জ্ঞানের দ্বারা বুঝে নিতে পারে। প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে তাদের মন উঁচু সুরে বাঁধা। তারা সব জিনিসেই ধীর গতিতেই চলার পক্ষপাতী, তারা একদিকে প্রকৃতির পূজারী আবার অপরদিকে প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও অসীম আগ্রহী। এরা নতুনের প্রয়াসী, এমন কি প্রেমের ক্ষেত্রেও এরা চিরাচরিত পথকে ত্যাগ করে নতুন ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, এবং অন্যকেও সে পথে আনার চেষ্টা করে। হয়ত তাদের এই মানসিকতাই প্রেমের স্থায়ী রূপ পেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। একদিকে স্বভাবসুলভ লাজুকতা অপরদিকে

প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা—এই দুই ভাবের জন্য বাস্তব জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য আনতে বেগ পেতে হয়। অবশ্য তাদের এই লাজুকতা অপর পক্ষকে শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে।

এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে একটা চারিত্রিক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় যা তাদের রক্ষা-কবচের মত সব সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে। এদের ভাব আছে কিন্তু উচ্ছ্বাস তেমন নেই। পাওয়ার আনন্দ, না পাওয়ার বেদনা তেমন ভাবে অনুভূত হয় না। তাই সংসার-জীবনে গতানুশোচনা করতে প্রায়ই এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের দেখতে পাওয়া যায় না। বাস্তব ও ভাবকে সমান তালে নিয়ে চলতে পারে বলে সমাজে তারা সুখী পরিবার হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

বৃশ্চিক লগ্ন ঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকারা আত্মপ্রত্যয়শীল, দৃঢ়চেতা, কর্মে বিশ্বাসী হয়। তারা সমস্ত জিনিসকে স্পষ্টভাবে দেখার ও যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সবসময় ইচ্ছুক থাকে। এদের মনের খবর সহজে জানা সম্ভব নয়। বাইরের চালচলনের মধ্যে মনের ভিতরের খবর দুঃসাধ্য। তবে তারা ধূর্ত নয়। তাদের চোখের ভিতর এমন একটা আকর্ষণীয় ভাব থাকে যা এড়িয়ে চলা সব সময় সম্ভব নয়। প্রেমের ভিতর এদের বিস্তর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। বিয়ের ব্যাপারে প্রথম দিকে দোমনা ভাব থাকলেও বিয়ের পরে সেই ভাব থাকে না। জন্মচক্রে লগ্ন সপ্তম বা পঞ্চম ভাবপীড়িত না হলে তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হওয়া সম্ভব। এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের হঠাৎ বিয়ে হওয়া সম্ভব। প্রেমের ব্যাপারে অতি দ্রুত অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা থাকায় অপরপক্ষের তার সঙ্গে সমান তালে চলা মুশকিল, ফলে প্রেম বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। এদের কামনা বাসনা ও যৌন আবেগ তীব্র থাকায় তারা সব কিছু অতি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে চায় বলে প্রেম ব্যর্থ হতে পারে। এদের জীবনীশক্তিকে অনেকে বুঝে উঠতে পারে না।

এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের শুক্র ও মঙ্গলের প্রভাব অপরিসীম থাকায় তাদের জীবনের অনেক ঘটনাই এই দুই গ্রহের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। প্রেমের ব্যাপারে তাদের

জৈবিক আকর্ষণকে ভিত্তি করেই প্রেম গড়ে উঠে। তাই অপর পক্ষ যদি ঐ জৈবিক আবেদনের সঙ্গে সমান তাল দিয়ে না চলতে পারে, তবে সুখের হানি হওয়া সম্ভব। দেহকে ঘিরেই তাদের প্রেম বেড়ে উঠে, এই সত্যকে মনে রেখে অপর পক্ষ অগ্রসর হলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়া সম্ভব।

ধনু লগ্নঃ ধনু অগ্নিরাশি। দ্বি-স্বভাবযুক্ত। একদিকে যেমন রজোশক্তির মানসিক ভাব অপরদিকে ঠিক তেমনি চঞ্চল পশুশক্তির প্রভাব—এই দুই প্রভাব জাতক-জাতিকাদের জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের প্রেম সহজে হতে চায় না, তার কারণ, তাদের মনের দ্বন্দ্ব অবস্থা। নিখাদ সোনার মত ভালবাসতে চায় বলেই সহজে ধরা দিতে চায় না। তারা একটা আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে চায় বলে নানা বাধা এসে দাঁড়ায়। তবে যদি প্রেমে নেমে পড়ে তাহলে তাদের গোপন অভিসার দীর্ঘদিন চলা অসম্ভব নয়। এদের মানসিক তীব্রতা লক্ষণীয়। ইন্দ্রিয়ের তীব্রতাও অতিরিক্ত। তাদের বাইরের চালচলনের মধ্যে মনের ঠিকানা পাওয়া যায় না। এরা যাকে বিয়ে করে তাদের সবসময় পাশে রাখতে চায় এবং সামান্য অদর্শনও সহ্য হয় না। কিন্তু অন্যের পক্ষে হঠাৎ করে এই মানসিকতা দেখা যাবে না। এই লগ্নের জাতক প্রেমিক কিন্তু কিছুতেই তার প্রকাশ করতে চায় না। স্বামী হিসাবে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী। স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকবে কিন্তু তাই বলে নিজ সত্ত্বা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেবে না।

এই লগ্নের জাতিকাদের চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। এরা সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু তার মধ্যে থাকবে পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা, মধুর ভাব যা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এরা সবাইকে আপন করে নিতে পারে। তাদের চোখের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী ভাব আছে যাকে অধিকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই আকর্ষণ জৈব দেহকে অবলম্বন করে নয়। প্রেম সেখানে অর্ঘ্য রূপেই আসতে চায়। তাই ছলনা করে যদি কেউ এই লগ্নের জাতিকাদের প্রলুব্ধ করতে চায় তাহলে তাকে অনুতপ্ত হতে হবে। এরা ছলনাকে যথেষ্ট ঘৃণা করে। প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ তাকে অন্য দশজনের থেকে

পৃথক করে রাখে। তাদের বিবাহিত জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটু সজাগ থাকা ভাল। এদের ধনু, মীন, সিংহ ও তুলা রাশির জাতকদের সঙ্গে নৈকট্য মধুর হবে।

মকর লগ্নঃ এই লগ্নের জাতক-জাতিকার চরিত্রের ও ভাগ্যের ব্যাপারে শনির প্রভাব অপরিসীম। তারা একদিকে যেমন সহজেই অন্যকে বিশ্বাস করতে পারে আবার অন্যের কথায় সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারে। এর কারণ শনি তাঁদের মধ্যে সন্দেহের বাতিক দিয়ে দেন। তাই যেমন সহজেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আবার চট্ করে বিমর্ষ হতেও সময় বেশী লাগে না।

প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে তাদের যদিও উচ্ছ্বাস থাকে তথাপি সহজেই কোন জিনিসকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে বাধে। প্রেমের ক্ষেত্রে এই সন্দিগ্ধ মন থাকার দরুন শান্তি পায় না। সাধারণতঃ এদের স্ত্রী বা স্বামী খুব উদার হৃদয়ের হয় কিন্তু তাদের উদরতার মূল্য দিতে এরা পারে না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরা অসুখী হয়। এই লগ্নের জাতকদের অল্প বয়সে বিয়ে হলেই সুখী হতে পারবে। বিবাহিত জীবনে সুখী না হলে এই লগ্নের জাতকদের অবৈধ প্রেম হওয়া অসম্ভব নয়।

এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে শনির প্রভাব থাকায় তাদের বাহ্যিক চলাফেরার ভিতর মানসিকতার প্রকাশ সব সময় বোঝ সম্ভব হবে না। অন্তরের আবেগ অনেক সময়ই বাহিরে প্রকাশ পাবে না, যার ফলে অপর পক্ষ সব সময় তাদেরকে বুঝে উঠতে পারবে না। মধ্য জীবনের পর থেকেই তারা সংসারী হয়ে যায় এবং তাদের ভালবাসা ও প্রেম একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় থাকে না। যৌবনের যে উচ্ছ্বাস পূর্বে তাদেরকে বিচলিত করেছিল, তার অনেকটাই তাদের কাছে পরবর্তীকালে ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। অপরপক্ষ যদি খুব রোমান্টিক হয় তবে তাকে মধ্য জীবনের পর হতে খুবই নিরাশ হতে হবে। এদের জীবনে বিচিত্রমুখী দুটি সত্ত্বা জীবনকে দু'ভাগ করে নিয়ে যায়। তাই প্রথম যৌবনের অভিব্যক্তির সাথে মধ্য জীবনের কোন সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।

কুম্ভ লগ্নঃ এই লগ্নে শনির প্রভাব বেশীভাবে প্রতিফলিত হয়। শনির প্রভাব থাকায় তারা অন্যের কথায় সহজেই প্রভাবিত হয় না

এই ঘরে হার্শেলের প্রভাব থাকায় তাদের চিন্তাধারায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নতুন কিছু গ্রহণ করতে তারা কখনও পিছ পা হয় না, যদি বোঝাতে পারেন এই পরিবর্তনে কল্যাণ আছে। এই মানসিকতার প্রতিফলন প্রেমের ব্যাপারেও লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের ব্যাপারে তারা সুরুচিসম্পন্ন, মার্জিত ও বুদ্ধিমান অংশীদারকেই পছন্দ করে। প্রেম বা দাম্পত্য জীবনে একনিষ্ঠতার প্রতি তাদের প্রবল অনুরাগ থাকায় সহজে তারা অন্য পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। প্রেমের বহিঃপ্রকাশ তারা সহজে করতে চায় না। অপরপক্ষ যদি আশা করে যে, তাদের প্রেমের বাহ্য প্রকাশ অতি দ্রুততার সঙ্গে হবে, তবে তারা ভুল করবে। তাই তাদের প্রেম খুব সফল হয় না।

কুম্ভ লগ্নের জাতিকারা এই লগ্নের পুরুষদের থেকে কিছুটা পৃথক। প্রথম জীবনে তারা চঞ্চল থাকে। সব কিছুর মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা থাকে, আবার অতি সহজে ভেঙ্গেও পড়ে। এরা একদিক দিয়ে খুবই স্নেহশীল, উদার ও সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশে পড়লে তারা নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। তবে এরা সহজেই অপরপক্ষের প্রিয়পাত্রী হতে পারে। সপ্তমপতি রবির অবস্থানের উপর এই লগ্নের জাতিকাদের দাম্পত্য জীবনের শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করে। তবে জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসের জাতকদের সঙ্গে মিল হওয়া সম্ভব।

মীন লগ্ন: এই লগ্ন দ্বি-স্বভাবযুক্ত, জলরাশি। এর জন্য এই লগ্নের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে দ্বৈত সত্ত্বার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন কামনা বাসনার প্রতি যথেষ্ট মোহ থাকে, আবার অন্যদিকে তেমনি বৈরাগ্যের ভাব থাকাও অসম্ভব নয়। এই ঘরেই শুক্র তুঙ্গস্থ হন। আবার বুধ নীচস্থ হন। এই লগ্নের জাতক-জাতিকারা বিনয়ী, ধীর ও স্থির স্বভাবের হয় এবং নতুনত্বের প্রতি একটা চিরন্তন আকর্ষণ থাকে। শনি মঙ্গল ও মেষের অবস্থানে জাতক-জাতিকাকে গোপন প্রণয়ে উৎসাহিত করে এবং এ ধরনের প্রেমের ব্যাপারে সামাজিক প্রথাকে লঙ্ঘিত করার প্রবণতা থাকে। দ্বিতীয়ে শনি, মঙ্গল অবস্থানে জাতক-জাতিকাকে অল্পেই কামার্ত করে তোলে। সপ্তমে শুক্র দাম্পত্য জীবনকে অসুখী করে তোলে।

নানারকম অশান্তি, বাধা, সন্তানের অনিষ্ট জীবনকে বিঘ্নিত করে তুলতে পারে। যৌন জীবনে স্বামী ছাড়া অন্য পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ থাকা অসম্ভব নয়। বৃহস্পতি লগ্নপতি বিধায়, তার শুভ অবস্থাতে হয়ত কিছুটা অশুভ ভাব সংযত করতে পারে। শনির দ্বারা প্রভাবিত হলে সুযোগের অভাবে ভ্রষ্টতা এড়ানো যায়। তবে মনের দিক থেকে কিছুটা চঞ্চলতা থাকবে।

এই লগ্নের স্বভাবের মধ্যে একটা দ্বৈত সত্ত্বা থাকায় তাদের গতিবিধির সব সময় একটা প্রচ্ছন্ন ভাব থাকা সম্ভব। চন্দ্রের অবস্থানের উপর তাদের প্রেমের বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করবে। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক মানসিকতা এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মধ্যে দেখা যাবে। যাকে ভাল লাগে হয়ত বিয়ে করতে তাকে মন চাইবে না। ভালবাসার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্বন্ধকে উপেক্ষা করার মত অজ্ঞতা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। তাই তাদের ভালবাসার স্থায়িত্ব অনেকটাই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।

ভাবের কারকতা

লগ্ন ঃ দেহের রূপ, আকৃতি, যশ, গুণ, স্বভাব, জ্ঞান।

দ্বিতীয় ঃ ধন, রত্ন, আত্মীয়, কুটুম্ব, বাক্য, বিদ্যা, মরণ।

তৃতীয় ঃ ভ্রাতা, ভগ্নী, মন, দাসদাসী, পিতামাতার মৃত্যু।

চতুর্থ ঃ মাতা, সুখ, বিদ্যা, বন্ধু, ভূমি, গৃহ, সাংসারিক জীবন।

পঞ্চম ঃ সুখ, শিল্প, পুত্র, কন্যা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পিতার শুভাশুভ, জ্ঞান, ভক্তি।

ষষ্ঠ ঃ স্বাস্থ্য, মাতুল, পিতৃব্য, ঋণ, শত্রু, বিমাতা।

সপ্তম ঃ স্ত্রী, বিবাহ, কলহ, যুদ্ধ, মামলা, প্রেম, আরোগ্য, যাত্রা।

অষ্টম ঃ আয়ু, মৃত্যুস্থান, দুঃখ, শান্তি, মৃতের ধন, যুদ্ধ, অপবাদ।

নবম ঃ পিতা, পৌত্র, তীর্থ, বেদ পাঠ, ধর্ম, চরিত্র, শ্যালক. ভাগ্য, পূর্বপুণ্য।

দশম ঃ বৃত্তি, মান, যশ, প্রবাস, পিতা, জীবিকা, কর্ম, বিদ্যা, বিজ্ঞান।

একাদশ ঃ বন্ধু, সুখ, ধনলাভ, কন্যা, সামাজিক জীবন, পরিবার।

দ্বাদশ : ব্যয়, বাঁধা, দারিদ্র, কারাদণ্ড, দুর্গতি, ভ্রমণ, স্ত্রীনাশ, ত্যাগ, প্রবজ্যা।

শুভগ্রহ যে ভাবে স্থিত হয় সেই ভাবের ফল বৃদ্ধি করে। অশুভ গ্রহ যে ভাবে স্থিত হয় সেই ভাবের হানি করে। অশুভ গ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশে শক্তিমান।

কারক গ্রহ নির্ণয় ও ফল

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটি গ্রহের মধ্যে জন্মকালীন যে গ্রহ সর্বাপেক্ষা অধিক স্ফুটে অবস্থান করে, তাকেই "আত্মকারক" বলে। আত্মকারক গ্রহাপেক্ষা কম স্ফুটাংশ প্রাপ্ত গ্রহকে "অমাত্যকারক" বলে। অমাত্যকারকের চেয়ে কম স্ফুটাংশকে "ভ্রাতৃকারক" বলে। ভ্রাতৃকারকের চেয়ে কম স্ফুটাংশকে "মাতৃকারক" বলে। মাতৃকারকের চেয়ে কম স্ফুটাংশকে পুত্রকারক, তদপেক্ষা কম স্ফুটাংশকে জ্ঞাতিকারক এবং জ্ঞাতিকারক হতে কম স্ফুটাংশ প্রাপ্ত গ্রহকে দারাকারক বা পত্নীকারক বলে।

আত্মকারক গ্রহ নবাংশ চক্র যে রাশিতে অবস্থান করে তাহাকে কারকাংশ রাশি বলে।

বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন রাশিতে কারকাংশ হয়ে অবস্থান ভেদে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়।

এবার বিভিন্ন রাশিতে কারকাংশ হওয়ার ফল বর্ণনা করা হচ্ছে। (সর্বার্থ চিন্তামণি অনুসারে)

মেষ : নবাংশ গত হয়ে অশুভ গ্রহ কর্তৃক যুক্ত হলে মূষিক ও মার্জারাদি হতে দুঃখ ও ভয় ঘটে এবং শুভ গ্রহযুক্ত হলে ঐ অশুভ ফল ঘটে না, পক্ষান্তরে নানা শুভ লাভ সম্ভব।

বৃষ : কারকাংশে শুভ গ্রহযুক্ত হলে চতুষ্পদ জন্তু হতে লাভ। অশুভ হলে চতুষ্পদ জন্তু হতে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

মিথুন : এই কারকাংশে স্থৌল্য ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ হয়।

কর্কট : জল হতে দুঃখ, জলভয়, কুষ্ঠাদি রোগ হয়। কিন্তু শুভ গ্রহ যুক্তে বিপরীত ফল হয়।

সিংহ : শুভ গ্রহ যুক্ত হলে সর্বকাজে সিদ্ধিলাভ হয়। অশুভ গ্রহ যুক্ত হলে হিংস্র প্রাণী কর্তৃক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

কন্যা : শুভগ্রহে নানাবিধ শুভফল আশা করা যায়। অশুভ গ্রহে রোগ, শোক ও অগ্নিভয় ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা।

তুলা : কারকাংশে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, ধনাগম হবার প্রবল যোগ।

বৃশ্চিক : কারকাংশে সর্পাদি হতে ভয় এবং তার মাতার স্তনে পীড়া হওয়া সম্ভব।

ধনু : কারকাংশে বাহন হতে ভয়, উচ্চস্থান হতে পতন বা মাথায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা।

মকর : কারকাংশে জলচর প্রাণী হতে লাভ, শঙ্খ, মুক্তা, প্রবালাদি রত্ন, মৎস্য ও খেচরপ্রাণী হতে সিদ্ধিলাভ।

কুম্ভ : কারকাংশে পুষ্করিণী, আদি জলাশয় খনন ইত্যাদি কার্যদ্বারা কীর্তিমান ও যশস্বী হয়।

মীন : কারকাংশে জাতক মুক্তিভাক হন—উক্ত কারকাংশে শুভ দৃষ্ট হলে কোন অশুভ হয় না, আবার পাপ দৃষ্ট হলে কোন শুভ হয় না।

কারকাংশে গ্রহস্থিতি ফল

রবি : অবস্থানে বীর্যবান, রাজকার্যে তৎপর।

পূর্ণচন্দ্র : শুক্র দৃষ্ট হয়ে কারকাংশে থাকলে জাতক শতভোগী ও বিদ্যাজীবী হয়।

মঙ্গল : কারকাংশে অবস্থান করলে ধাতববিদ্যায় অভিজ্ঞ ও অস্ত্রশস্ত্র, অগ্নিকার্যে জীবিকা নির্দেশ করে।

বুধ : কারকাংশে অবস্থান করলে জাতক শিল্পী, ব্যবহারজীবী বা বাণিজ্যকারী হয়।

বৃহস্পতি : কারকাংশ চক্রে অবস্থান করলে জাতক সত্যনিষ্ঠ, কর্মবীর ও সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ও বিখ্যাত হয়।

শুক্র : কারকাংশে অবস্থান করলে রাজমান্য হয়।

শনি : কারকাংশে অবস্থান করলে মর্তলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার বৃত্তি ও কর্ম মহান হয় এবং সে রাজপূজিত হয়।

রাহু : অবস্থান করলে জাতক বিষবৈদ্য, লৌহ যন্ত্রাদি প্রস্তুতকারক ও চোরের সাথী হয়।

কেতু : অবস্থানে জাতক গজাদি পশুর মাহুত এবং পরদ্রব্য লোভী হয়।

আরূঢ় লগ্ন নির্ণয়

লগ্নপাত লগ্ন হতে যত ঘর দূরে থাকবেন, লগ্নপতি হতে ঠিক তত ঘর দূরে লগ্নারূঢ় পদ হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কন্যালগ্নের লগ্নপতি বুধ, ধরা যাক, এ ক্ষেত্রে সে সিংহে আছে, তাহলে লগ্নপতি দ্বাদশে অবস্থান করছে, অতএব বুধ (সিংহের) ঘর হতে গণনা করে দ্বাদশ ঘর হবে লগ্নারূঢ় পদ অর্থাৎ কর্কট হবে আরূঢ় লগ্ন।

আরূঢ় লগ্ন হতে জাতকের অর্থকরী ভাগ্য ও ব্যয়বাহুল্য যোগ বা রাজদ্বারে বিবাদ হেতু অর্থব্যয় ইত্যাদি তথ্য জানা যায়।

আরূঢ় চক্রে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থানে বা দৃষ্টিতে ফল

আরূঢ় লগ্নে দ্বিতীয়ে বুধের অবস্থানে জাতক-জাতিকা সমাজে বরণীয় হয়।

আরূঢ় লগ্নে বা সপ্তমে বা কেন্দ্রস্থানে বলবান গ্রহ থাকলে পত্নী বা পতি সুখের কারণ হয়। তারা দাম্পত্য জীবনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে।

আরূঢ় লগ্নের একাদশ স্থান দ্রষ্টাগ্রহ যদি ব্যর্থস্থানে দৃষ্টি না দেন, তাহলে জাতক প্রভূত বিত্তশালী হতে পারে।

আরূঢ় লগ্নের দ্বিতীয়ে উচ্চস্থ চন্দ্র, তুঙ্গী বৃহস্পতি বা শুক্রের মধ্যে যে কোন একটি বলবান গ্রহ থাকলে জাতক-জাতিকা শ্রীযুক্ত হয় ও সমাজে বিত্তশালী হিসাবে পরিচিত হতে পারে।

আরূঢ় লগ্নের সপ্তমে রাহু বা কেতুর অবস্থানে দেহবৈকল্য ঘটায়। পেটের পীড়া বা ঐ সংক্রান্ত কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা।

আরূঢ় লগ্নের দ্বাদশে শুক্র থেকে রবি বা রাহু কর্তৃক দৃষ্ট হলে রাজদণ্ডে অর্থব্যয় নির্দেশ করে।

উপপদ নির্ণয় ও শুভাশুভ ফল

ব্যয়স্থান হতে ব্যয়পতি যত দূরে থাকেন, ব্যয়পতি হতে অগ্রে তত দূরে উপপদ থাকে, ইহাই উপপদের সংজ্ঞা।

মনে করা যাক, কন্যালগ্নের জাতকের উপপদ কোথায় পড়ে। কন্যালগ্নের

দ্বাদশপতি হল রবি, এক্ষেত্রে রবির অবস্থান জন্মচক্রে দেখতে হবে,—ধরা যাক, জাতকের রবি কর্কটে অবস্থান করছে। অতএব রবি দ্বাদশ ঘর থেকে দ্বাদশ ঘর দূরে অবস্থান করছে, তাহলে রবি গণনায় দ্বাদশ ঘর যে রাশিতে পড়বে তাহাই হবে উপপদ, এক্ষেত্রে মিথুন রাশি উপপদ হল, এ ভাবেই জন্মচক্র দেখে উপপদ নির্ণয় করতে হয়।

উপপদ হতে স্ত্রীর শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়, সন্তান সম্বন্ধেও অনেক তথ্য এই উপপদের বিভিন্ন অবস্থান ভেদে পাওয়া সম্ভব। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে।

উপপদে বা তার দ্বিতীয় স্থানে শুভগ্রহ অবস্থানে বা দৃষ্টিতে জাতকের গৃহিণীসুখ হয়।

মেষ রাশি হতে গণনায় যতগুলি যুগ্ম রাশি আছে অর্থাৎ সকল যুগ্ম রাশিতে ও মিথুন রাশিতে উপপদ বা তার দ্বিতীয় স্থান হলে জাতকের একাধিক নারীসঙ্গ হবার প্রবল সম্ভাবনা।

শুভযোগ দৃষ্টি সম্বন্ধযুক্ত পত্নী-কারক গ্রহ উপপদ রাশিতে অবস্থান করলে জাতকের ভার্যা সুন্দরী হয়।

যদি কন্যা বা মিথুন রাশিতে উপপদ পড়ে, সেখানে শনি ও রাহুর যোগাযোগে জাতকের পত্নী পঙ্গু হয়।

উপপদের সপ্তমে বা দ্বাদশে রাহুর যোগ দৃষ্টিতে জাতক জ্ঞানবান ও ও বিশেষ ভাগ্যবান হয়।

উপপদ বা তার দ্বিতীয় স্থান যদি বৃষ বা তুলা রাশি হয় ও শুক্র যদি ঐ দুই রাশির মধ্যে কোথাও থাকেন, তাহলে জাতকের শেষ জীবনে পত্নীহানি হয়।

লগ্নে গ্রহের অবস্থান ফল

রবিঃ লগ্নস্থ রবি জাতক ব্যক্তির সাহসী, একগুঁয়ে, অলস, কেশ, চক্ষুরোগী হবার প্রবল সম্ভাবনা। তবে মেষে রবি শুভ ফলদাতা এবং ধন উপার্জনে বিশেষ ভূমিকা থাকে। সিংহ লগ্নে রবি নিঃশঙ্ক, তুলায় ধনহীন ও চক্ষুরোগী, কর্কটে চক্ষুতে ছানি পড়ার সম্ভাবনা, তবে এই রবির উপর বৃহস্পতি বা চন্দ্রের দৃষ্টি থাকলে এবং বুধযুক্ত রবি শুভফলদাতা হয়। শুভ লগ্নস্থ রবি জাতক-জাতিকাকে নেতৃত্ব দেবার

যোগ্যতা এনে দেয়, বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সুখী জীবনের সন্ধান করতে তারা সমর্থ হয়।

চন্দ্র: বলবান পূর্ণচন্দ্র জাতক ব্যক্তি তেজস্বী, দীর্ঘায়ু, ধার্মিক ও সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্ট হয়। উক্ত চন্দ্র বৃষ বা কর্কটে ধনী, চতুর, সদাহাস্যময় ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। মেষে অধিক সন্তান হবার সম্ভাবনা, ক্ষীণ চন্দ্রে মানসিক অশান্তি, কৃশ ও নির্ধন হয়, কোন কিছুতেই আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না। চর রাশিতে চন্দ্রের অবস্থানে জাতক-জাতিকা চঞ্চল প্রকৃতির হওয়া সম্ভব, সব কিছুর মধ্যে একটা পরিবর্তনের ইচ্ছা মনে সব সময় থাকবে। মানসিক দিক চন্দ্র কর্কটে বা মীনে অবস্থানে জাতক-জাতিকাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে।

মঙ্গল: লগ্নস্থ মঙ্গল জাতকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বাল্যে দন্তরোগ, অজীর্ণতা, শ্লেষ্মা ধাতুযুক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। জাতকের স্ত্রীহানি বা অংশীদারী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা। জাতকের কর্মস্পৃগ থাকা সত্ত্বেও ফললাভে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টিতে বা অবস্থানে অশুভ ফলের হ্রাস সম্ভব। অন্য গ্রহ যোগে অশুভ ফলের হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সিংহ লগ্নে মঙ্গল শুভ ফলদাতা।

বুধ: লগ্নস্থ বুধ গ্রহদোষ নষ্ট করতে সক্ষম হয়। বুধ স্বক্ষেত্রে মূল ত্রিকোণে বা মিত্র ক্ষেত্রে অবস্থান করলে উচ্চ ফল দিতে সমর্থ হয়। এই যোগে জাতক অতি বিচক্ষণ, চিকিৎসক, লেখক, আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ্ ইত্যাদি নানা শুভ বৃত্তিতে যুক্ত হবার সম্ভাবনা। মঙ্গল যুক্ত বুধে কূটনীতিপরায়ণ ও সমালোচক হবার সম্ভাবনা। শুক্র যুক্ত বুধে সুলেখক, সুবক্তা হবার সম্ভাবনা। শনি যুক্ত বুধে মেধাবী, বুদ্ধিমান ও লোকপ্রিয়। রবি যুক্ত বুধে বুধাদিত্য যোগের সৃষ্টি হয় এবং জাতক সত্যানুসন্ধানী, জ্ঞানী ও মেধাবী হবার সম্ভাবনা। বুধ অশুভ স্থানে অবস্থান করলে উপরোক্ত ফলের তারতম্য ঘটবে। কর্কটে ও মীনে বুধ শুভ ফল দিতে প্রায়ই অসমর্থ হয়।

বৃহস্পতি: লগ্নস্থ বৃহস্পতি সর্ব অবস্থা থেকে রক্ষা করে। জীবন যুদ্ধে তাকে সাফল্য লাভ করায়। তবে সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে তার অবস্থান ভেদে, স্বক্ষেত্রে, তুঙ্গক্ষেত্রে ও মিত্রগৃহে উচ্চফল দাতা

হয়। জাতব্যক্তির কবিপ্রতিভা থাকা সম্ভব ও সঙ্গীতপ্রিয়, দার্শনিক, দানশীল শুচি পরায়ণ, নীতিজ্ঞ ও বিত্তশালী হয়।, বৃহস্পতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা ব্যয়পতি হয়ে লগ্নে অবস্থান করলেও শত্রু গৃহগত বা পাপপীড়িত হলে জাতক অত্যন্ত খামখেয়ালী ধরনের ও বিবেকহীন হওয়ার সম্ভাবনা। শুভ রাশিতে লগ্নস্থ বৃহস্পতি যেমন জাতক-জাতিকাকে নানা সদ্‌গুণে ভূষিত করতে পারে, ঠিক তেমনি অশুভ গ্রহের দৃষ্টিতে জাতক-জাতিকাকে ভ্রষ্টাচারে নামাতেও সক্ষম হয়।

শুক্র : লগ্নস্থ শুক্র জাতক-জাতিকাকে সুন্দর কান্তিযুক্ত ও দেহ সুশ্রী করায়। পুরুষের ক্ষেত্রে এই যোগে বহু নারীসান্নিধ্যে আসার সুযোগ করে দেয়। দুর্বল, পাপপীড়িত শুক্র যদিও সাহিত্য, কাব্য সংগীত ও শিল্প-বিজ্ঞানে দক্ষতা এনে দেয়, তথাপি ঐ সকল বৃত্তির মধ্যে কামভোগের প্রতি আসক্তি জন্মায়। জাতকের নারীসঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত হবার সম্ভাবনা। এই যোগে জাতক-জাতিকা সমাজে জনপ্রিয় হতে পারে ও লোকের ভালবাসা সহজেই পাবে। প্রথম জীবনে শুক্রের প্রভাব প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যাবে। জাতক-জাতিকার বাক্যের ভিতর একটি মধুর ভাব থাকার সম্ভাবনা, যার ফলে সহজেই অন্যের মন জয় করতে পারবে।

শনি : লগ্নস্থ শনি জাতক-জাতিকাকে উচ্চাশা যুক্ত করে ও সেই আশা আকাংখাকে চরিতার্থ করার জন্য সর্বদাই চিন্তান্বিত রাখে। জাতকের অসহিষ্ণুতা দেখা দেয় ও নিজের ব্যর্থতা অন্যের উপর চাপাবার চেষ্টা করে। তবে তুলা, মীন ও ধনু রাশি লগ্ন হলে সেখানে শনির অবস্থান শুভপ্রদ ও জাতককে উচ্চ ক্ষমতা ও ভাগ্যবান করে তোলে, ইহা ছাড়া স্বক্ষেত্রে বা মূল ত্রিকোণে শুভ ফল পাওয়া সম্ভব, লগ্নস্থ শনি বাত বায়ুপীড়া বা অনিদ্রাকারক হয়। শুভ শনির প্রভাবে জাতক-জাতিকা অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে জীবনে সাফল্যের পথে আসতে পারে।

রাহু : লগ্নস্থ রাহু দাম্পত্য জীবনের বিঘ্নকারক। জাতকের উদ্দাম কাম স্পৃহা থাকা সম্ভব, সেই হেতু বিবাহিত জীবমে তার কুপ্রভাব পড়া অসম্ভব নয়। জাতকের একাধিক নারীসঙ্গ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্য শুভ গ্রহ যদি পঞ্চম, নবম, চতুর্থ বা দশমে অবস্থান করে,

সেক্ষেত্রে অশুভ ফলের কিছু হ্রাস হওয়া সম্ভব। জাতক শত্রুজয়ী, অসাধু বুদ্ধিসম্পন্ন ও রুগ্নদেহ হবার সম্ভাবনা।

কেতু: লগ্নে কেতুর অবস্থানে জাতক নিজ সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা পোষণ করে, তার কতকগুলি বিশেষ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি থাকে, যা অন্যের সাথে তেমন মিল থাকবে না, সে ভোগের মধ্যে থেকেও তার পূর্ণ আস্বাদ নিতে পারবে না, তার চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিশেষ প্রকাশধর্মীতা থাকবে, যাতে মনে হবে সে একটা বিশেষ কাজের জন্যে জন্ম নিয়েছে। জাতকের নিজের সম্বন্ধে এই ধারণা বেশ প্রবলভাবে থাকায় অনেক সময় বিড়ম্বিত জীবন যাপন করার সম্ভাবনা।

হার্শেল: লগ্নস্থ হার্শেল মানসিক বৃত্তি অন্য দশজন স্বাভাবিক লোকের থেকে ব্যতিক্রম করে দেয়। তার চিন্তাধারার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যা অন্যের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। জাতক পূর্ণভাবেই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যতা জানে এবং তাতে কিছু আত্ম-প্রসাদও লাভ করে। শুভ হার্শেল অন্যের প্রতি সহানুভূতি এনে দেয় ও কিছুটা ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতাও দেয়। নতুনের প্রতি আকর্ষণ ও সবকিছুতেই ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবণতা থাকা অসম্ভব নয়। এই যোগে জাতককে বহু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষ করে যদি অন্য শুভ গ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত না হয়। দাম্পত্য জীবনেও তার মানসিকতার প্রতিফলন দেখা দেয়।

নেপচুন: নেপচুন জলদেবতা ও মূলতঃ আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সমন্বয় করার এক প্রধান বাহক। জাতকের মধ্যে অতিন্দ্রিয় জগত সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহল ও ক্ষেত্রবিশেষে এ নিয়ে চর্চা করার প্রবণতা থাকবে। মানসিক আধার খুব সূক্ষ্ম স্তরে থাকা সম্ভব। অত্যন্ত সংবেদনশীল মন বলে জাতকের মানসিকতা অনেকটাই নির্ভর করবে অন্য গ্রহের শুভ অশুভ প্রেক্ষার উপর। অনুকূল রবির প্রেক্ষায় জাতক আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করতে পারেন। শিল্প, কাব্য ও সংগীতের উপর প্রবল অনুরাগ থাকার সম্ভাবনা। বস্তু জগতের সঙ্গে তাদের ততটা নৈকট্য থাকবে না। বিবাহিত জীবনে সূক্ষ্ম মানসিকতারই প্রাধান্য দেখা যাবে। জৈব ভাবের কোন প্রতিফলন সহজে পাওয়া যাবে না।

অশুভ নেপচুনে চিত্তের অস্থিরতা ও মানসিক সংঘাত নানা ধরনের আধিভৌতিক ব্যাপারে জড়িয়ে নিজেকে ও অপরকে বিড়ম্বিত করার সম্ভাবনা।

চতুর্থ গ্রহের অবস্থান ফল

রবি ঃ বলবান রবি চতুর্থভাব গত হলে জাতকের উচ্চ পদ, সম্মান ও কর্মে সাফল্য নির্দেশ করে। তার গীতবাদ্যে অনুরক্তি হয় ও সমাজে পরাক্রমশালী বলে চিহ্নিত হয়। দুর্বল রবি সুখের হানিকর এবং ধন, বাহন ও গৃহ হতে সুখহানি নির্দেশ করে। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে অর্থ ও সম্পত্তি লাভের নির্দেশ করে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে রাজকার্যে সম্মান লাভ ও বৃদ্ধ বয়সে বরণীয় হতে পারে।

দুর্বল বা পীড়িত রবি পৈতৃক সম্পত্তি হতে ক্ষতিগ্রস্থ ও উপরওয়ালার অসন্তোষ নির্দেশ করে। শনি বা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবার সম্ভাবনা।

চন্দ্র ঃ শুভ চন্দ্র চতুর্থ ভাবস্থ হলে জাতক মানী, উচ্চমনা, শোভনা স্ত্রী, বাহনযুক্ত ও সুখী হন। তাহার স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ হন ও দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ হন। অন্য শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে বিত্তলাভ নির্দেশ করে।

ক্ষীণ চন্দ্র বা পাপযুক্ত চন্দ্র উক্ত শুভ ফল দিতে অসমর্থ হয়। ও সাংসারিক বিশৃঙ্খলায় তাকে বিব্রত হতে হয়। শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে অর্থহানি নির্দেশ করে। মঙ্গলে শঠকারিতায় অর্থব্যয়, রবিতে পিতামাতার জন্য দুঃখ আসে।

মঙ্গল ঃ চতুর্থস্থ মঙ্গল মাতার রিষ্টি নির্দেশ করে। জাতকের জীবন প্রথম দিকে নানা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ হবার সম্ভাবনা। গ্রহ ও যানবাহন হতে নানা বিপদ আসার সম্ভাবনা। বন্ধু-বান্ধবের নিকট হতে দুঃখ আসা সম্ভব। গার্হস্থ্য জীবনে নানারকম ঝঞ্ঝাট আসা সম্ভব। শেষ জীবনে নানা রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে হতে পারে।

বুধ ঃ শুভ বুধে জাতক বিদ্যার্জনে খ্যাতি লাভ করতে পারেন। তাহার সরল বুদ্ধিতে সবাই আনন্দিত হয় ও কর্মে উন্নতি সহজেই হয়। যদিও শাস্ত্রে চতুর্থস্থ বুধকে নিস্ফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

তথাপি বলবান বুধ শুভগ্রহ যুক্ত হলে উচ্চফল দিতে পারে। দুর্বল বুধে অশুভ ফলের আধিক্য হওয়া সম্ভব। শুক্র, রবি বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত বুধ জাতককে উচ্চ মানসিকতা এনে দেয়।

অশুভ বুধে সম্মানহানি, পারিবারিক অপবাদ ও পিতামাতা বা বিষয় সম্পত্তি হতে অশান্তি আনতে পারে।

বৃহস্পতি: চতুর্থস্থ বৃহস্পতি জ্ঞানলাভের একটি বিশেষ শুভ যোগ। তাহার বিদ্যা যশ মান লাভ হয় ও উত্তম গৃহ ও বাহনজনিত সুখ লাভ হয়। তাহার অরণ্যেও বন্ধু লাভ হয় ও তার সর্ববিঘ্ন নাশ হয়। ধর্মশাস্ত্রে তার জ্ঞানলাভ ঘটে ও দেবদ্বিজে ভক্তিমান হয়। চন্দ্র মঙ্গল বা রবির দ্বারা অনুগৃহীত বৃহস্পতি জাতককে প্রভূত ধনশালী ও সমাজে বরণীয় করতে পারে। এই যোগে রাজ সম্মান, প্রতিষ্ঠা, অতি সহজেই আসা সম্ভব হয়।

শুক্র: চতুর্থস্থ শুক্র একটি বিশেষ উৎকৃষ্ট যোগ। শুভ শুক্র হতে জাতক উৎকৃষ্ট গৃহ ও বাহন হতে সুখলাভ করে। তার বন্ধু হতে সুখলাভ হয়। মান, যশ, বিত্ত সবই সে সহজে করায়ত্ত করতে পারে। চতুর্থস্থ শুক্র শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়ক হয়। বৃহস্পতির দ্বারা পারিবারিক সুখ সৌভাগ্যলাভ সূচিত হয়। বুধে জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হয়। রবিতে জীবনে অর্থকরী প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

শনি: শনি স্বক্ষেত্রে, মিত্রক্ষেত্রে বা তুঙ্গক্ষেত্রে চতুর্থভাবে অবস্থান করলে শুভ ফলদাতা হন। জাতক ঐ যোগে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিত্তশালী ও সমাজে পূজনীয় হন। অন্যত্র অবস্থানে মানসিক ও সাংসারিক দিক থেকে দুঃখ-কষ্ট আসে। বাত পিত্ত রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। সহজেই অপরের নিকট অপ্রিয় হবার সম্ভাবনা। পারিবারিক কারণে উন্নতির বাধা নির্দেশ করে। এই যোগে জাতককে আহার-বিহারে খুবই সংযমী করে তুলে।

রাহু: চতুর্থভাবস্থ রাহু সুখের হানিকর। জাতক মাতৃসুখ হতে বঞ্চিত হতে পারেন। মনের দিক হতে খুবই নিঃসঙ্গ হবার সম্ভাবনা। জাতকের দীর্ঘ ভ্রমণ ও জন্মভূমির বাইরে তাকে অর্থ উপার্জনের জন্য যেতে হতে পারে। এই যোগে গৃহভূমি ব্যাপারে দুঃখ আসতে পারে।

কেতু ঃ চতুর্থস্থ কেতু মাতৃভাবের পক্ষে শুভ যোগ নয়। শুভ ক্ষেত্রে কেতু চতুর্থস্থ হলে বিশেষ করে ধনুরাশিতে সুখ বৃদ্ধি কারক। অন্য রাশিতে কেতু অশুভ ফলদাতা হয়। পারিবারিক নানা অশান্তি-কর পরিবেশের সঙ্গে জাতককে যুক্ত থাকতে হবে ও শেষ বয়সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন যাপন করা অসম্ভব নয়।

হার্শেল ঃ চতুর্থস্থ হার্শেল গৃহভূমি ব্যাপারে খুব শুভ যোগ নয়। মানসিক দিক থেকে সব সময়ই একটা পরিবর্তনের নেশা থাকবে, যার ফলে একজায়গায় বেশীদিন থাকতে ভাল লাগবে না। নিজের আত্মীয়স্বজন থেকে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকার সম্ভাবনা। রবি বা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হলে আর্থিক ও রাজদ্বারে লাভবান হবার সম্ভাবনা। রবি বা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। মঙ্গলে আকস্মিক দুর্ঘটনায় আঘাত পাবার সম্ভাবনা।

নেপচুন ঃ জাতকের মানসিকতা একটু বিচিত্র ধরনের হওয়ার সম্ভাবনা। জাতকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটাতে হতে পারে। শেষ জীবনে তার বৈরাগ্য আসাও অসম্ভব নয়। তবে জাতক যদি কোন হাসপাতাল, আশ্রম বা ঐ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে অশুভ ফলের হ্রাস ঘটা সম্ভব।

মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে নেশার বশীভূত হবার সম্ভাবনা ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতা আসা অসম্ভব নয়। শনি বা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে বাক বা মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।

পঞ্চমে গ্রহের অবস্থান ফল

রবি ঃ পঞ্চমে রবির অবস্থানে জাতক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ধীর স্থির ও নানা গুহ্য শাস্ত্রে পণ্ডিত হবার সম্ভাবনা। জাতক শিবভক্তি পরায়ণ কিন্তু মানসিক সুখের অন্তরায় হয়। সন্তান হতে দুঃখ পাওয়া সম্ভব যদি রবি অশুভ রাশিতে পঞ্চমপতি ভাবগত হয়। বিশেষ করে রবি অগ্নি রাশিতে পঞ্চম ভাবগত হয়। পঞ্চমস্থ রবি বিপরীত লিঙ্গের নিকট হতে অযাচিত সাহায্য পায়। তাদের সান্নিধ্যে জাতক-জাতিকা অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করে।

চন্দ্র ঃ পঞ্চমে বলবান চন্দ্রের অবস্থানে জাতক-জাতিকা আশাবাদী,

প্রফুল্লমনা ও সন্তান হতে সুখলাভ করে। তাহার বুদ্ধির স্নিগ্ধতা থাকে ও ধীরস্থির প্রকৃতি হওয়ার জন্য প্রশংসাভাজন হয়। অর্থ রোজগারে ইহা একটি বিশেষ শুভ যোগ, দুর্বল বা ক্ষীণ চন্দ্রে উপরোক্ত শুভফলের হ্রাস হওয়াও সম্ভব। জাতকের কন্যা হতে দুঃখ পাওয়া সম্ভব। জাতকের নিজেও কল্পনাপ্রিয়তার জন্য বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা।

মঙ্গলঃ পঞ্চমস্থ মঙ্গল জাতক-জাতিকাকে চঞ্চল করে তোলে। সপ্তমপতির সঙ্গে যোগকারক বলে কামপীড়িত হবার সম্ভাবনা ও প্রেম বিবাহের নির্দেশ করে। তার মন খুব চঞ্চল থাকায় নানা বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রবল সম্ভাবনা। স্ত্রী, পুত্র হতেও শান্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। পুত্রসন্তান লাভের পক্ষে এই যোগ শুভ নয়।

বৃহস্পতিঃ পঞ্চমে বৃহস্পতি শুভ কারক। তবে সন্তান কারক বৃহস্পতি পঞ্চমে অবস্থান লাভের পক্ষে খুব অনুকূল যোগ নয়। জাতক-জাতিকা লেখক হিসাবে যথেষ্ট নাম করতে পারবেন। পঞ্চমস্থ বৃহস্পতি ধীর গতিতে কর্মে সাফল্য এনে দেয়। পরিণত বয়সে বিত্তশালী হতে পারে। পঞ্চমস্থ শুভ বৃহস্পতি প্রেমের ব্যাপারেও নিষ্ঠা এনে দেয় ও জীবন সম্বন্ধে একটা সুউচ্চ ধারণা থাকায় তারা সুরুচিসম্পন্ন হয়। তাদের জ্ঞানের পরিধি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

শুক্রঃ পঞ্চমে শুক্র জাতক-জাতিকাকে কাব্য, শিল্প ও সংগীতে স্বাভাবিক বুৎপত্তি এনে দেয়। জাতক সৌন্দর্যপ্রিয় হয় ও নারীর ভালবাসা সে সহজে অর্জন করতে পারে। দুর্বল শুক্রেও সংগীত, শিল্প ও কামশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দান করে। জাতক-জাতিকারা জীবনে একাধিক নারী পুরুষের ভালবাসা পাবে। বিবাহিত জীবন সুখের হওয়া সম্ভব এবং সন্তান হতে সুখী হবার প্রবল সম্ভাবনা। শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলে পঞ্চমস্থ শুক্রের শুভ প্রভাব বেশী মাত্রায় পাওয়া সম্ভব। ফাট্‌কা ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ এনে দেয়। পুস্তক ব্যবসায়ে এই যোগে অধিকতর লাভবান হবার সম্ভাবনা।

শনিঃ পঞ্চমে শনি সন্তান হতে সুখলাভ প্রায় ক্ষেত্রেই হয় না। জাতক যদিও নিজে খুবই সন্তানবৎসল ও বুদ্ধিমান হয়, তথাপি অন্য শুভ যোগের দ্বারা সমর্থিত না হলে সন্তান হতে তার সুখ পাওয়া

সম্ভব হয় না। অশুভ শনির প্রভাবে প্রেমের ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়। ক্ষেত্র বিশেষে এই যোগে বয়স্ক লোকের সাথে প্রেমের সম্ভাবনা। রবি বা বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে জাতক-জাতিকা আর্থিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারবে ও বিবাহিত জীবনে কর্তব্যবোধই প্রধান স্থান দখল করবে।

বুধঃ পঞ্চমে বুধের অবস্থানে সন্তান হতে সুখ লাভ হয়। বন্ধু হতে সাহায্য লাভ হয়। সে চরিত্রবান ও মন্ত্রণা কুশল হয়। তার প্রচুর ধনাগম হওয়া সম্ভব। জাতক বিদ্বান, বাগ্মী, কূটকৌশলী ও তন্ত্রবিদ্ হবার সম্ভাবনা। দুর্বল বুধে বাচাল, সন্তান হতে দুঃখ ও ধূর্ত প্রকৃতির হয়। মঙ্গল বা শুক্রের শুভ প্রেক্ষায় থাকলে প্রেমের ব্যাপারে সাফল্যের নির্দেশ করে। অশুভ প্রেক্ষায় জাতক-জাতিকার প্রেমের ব্যাপারে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব নয়।

রাহুঃ পঞ্চম ভাবগত রাহু সন্তান লাভের যোগ। স্ত্রী হতে অশান্তি পাবার সম্ভাবনা। রোগ হেতু ভোজন শক্তির অল্পতা হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মে সাফল্য বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা। অশুভ রাশিতে রাহুর অবস্থান সন্তানহানির নির্দেশ করে।

কেতুঃ পঞ্চমস্থ কেতু উদরপীড়ার কারক। তাহার সন্তান-ভাগ্য শুভ নয়। জাতক-জাতিকা ধর্ম ও নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হতে পারে।

হার্শেলঃ পঞ্চমস্থ হার্শেল যৌন ব্যাপারে কতকগুলি অস্বাভাবিক মনোভাব পোষণ করে। সমাজের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তার একটা বিরুদ্ধ মনোভাব থাকতে দেখা যায়। নারীর ক্ষেত্রে এ ধরনের মানসিকতার অত্যান্ত বিপদ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এই যোগে নতুন নতুন মতবাদ সৃষ্টি করতে জাতক-জাতিকারা সক্ষম হয়। প্রেমের ব্যাপারে তাদের মানসিকতা সাধারণের বোধগম্য হয় না, তাই ভালবাসার ক্ষেত্রে খুব একটা উজ্জ্বল দাগ রেখে যেতে পারে না।

নেপচুনঃ পঞ্চমে শুভ নেপচুনের অবস্থানে জাতক-জাতিকার উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন কারও সাথে প্রণয়ের ইঙ্গিত দেয়। জাতক-জাতিকার স্বীয় স্থান থেকে অনেক ঊর্ধে কারো নিবিড় সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ আসবে ও সপ্তম ভাব পীড়িত না হলে এই প্রণয়ের সার্থক রূপায়ন সম্ভব।

সপ্তমে গ্রহের অবস্থান ফল

রবি ঃ সপ্তমস্থ রবি পুরুষের পক্ষে শুভ যোগ নয়। জাতব্যক্তিকে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। দেহকষ্টের দরুন তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতে বিলম্ব হয়। তার জীবনের ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি হ্রাস পেয়ে যায় এই অস্তগামী রবির ' সপ্তমে অবস্থানের জন্যে। বিবাহিত জীবনে বিশেষ করে নারীর পক্ষে এই যোগ শুভ। তারা বিশ্বাসী ও জীবন-যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন স্বামী লাভ করে।

চন্দ্র ঃ সপ্তমস্থ চন্দ্রে জাতক-জাতিকা কামপ্রবণ হয়। স্বাস্থ্য খুব ভাল যাবে না। বৈদেশিক ব্যবসায়ে বা ঐ ধরনের ব্যবসায়ে অর্থাগম হওয়া সম্ভব। স্বামী বা স্ত্রী হতে শান্তি ও সুখ লাভ করতে সমর্থ হয়। পাপযুক্ত ও দুর্বল চন্দ্র স্ত্রীহানি-কারক। মানসিক অশান্তির দরুন দাম্পত্য জীবনে তার প্রভাব অতি মাত্রায় পড়া সম্ভব, প্রেমের একনিষ্ঠতা অশুভ চন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মঙ্গল ঃ সপ্তমে মঙ্গল দাম্পত্য জীবনের পক্ষে শুভযোগ নয়। দুর্বল ও পাপপীড়িত মঙ্গল স্ত্রীহানির নির্দেশ করে। তার মানসিক সুখ থাকে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

বুধ ঃ সপ্তমস্থ বুধ জাতককে শোভনা স্ত্রী লাভ করায়, জাতক শান্ত ও ধীর স্থির প্রকৃতির। পুত্র হতে তার সুখ লাভ সম্ভব। দুর্বল বুধে যৌন ক্ষমতা হীনতার নির্দেশ করে ও স্ত্রী চঞ্চলা হবার সম্ভাবনা। শুভ বুধে নিকট আত্মীয় বা কর্মরত সহযোগীর সাথে বিবাহ হবার সম্ভাবনা থাকে। বুধ অশুভ প্রেক্ষায় দাম্পত্য জীবনের সুখ ও আনন্দকে নষ্ট করে দেয়। তার প্রধান কারণ হল জাতক-জাতিকাকে অত্যন্ত চঞ্চলমতি করার দরুন তাদের বিবাহিত জীবনের আনুগত্য সম্বন্ধে অত্যন্ত লঘু ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।

বৃহস্পতি ঃ বৃহস্পতি সপ্তমস্থ হলে জাতব্যক্তি জ্ঞানী, বিনয়ী, মন্ত্রণাকুশল হয়। জাতক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

জাতক-জাতিকা যৌন জীবনে সংযম দ্বারা অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জাতব্যক্তি তার সমাজে বরণীয় হয়ে থাকতে পারে। অশুভ,

বক্রী বৃহস্পতি দাম্পত্য জীবনে সুখের অন্তরায় সৃষ্টি করে। শুভ বৃহস্পতির যোগে জাতক-জাতিকা বিবাহিত জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারে। পরস্পরের ভালবাসা শ্রদ্ধার সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, মকরে সপ্তমস্থ বক্রী বৃহস্পতি দাম্পত্য জীবনের সুখের হানিকারক।

শনি: সপ্তমস্থ শনি সুখী দাম্পত্য জীবনের অন্তরায়, বিশেষ করে যদি শনি অশুভ রাশিতে অবস্থান করে। তার নিজের দেহও খুব সুস্থ থাকে না। সপ্তম ভাবগত শনি জাতককে শোভনা স্ত্রী ও সৎবন্ধু লাভ করতে দেয় না এবং ন্যায় পথে অর্থ রোজগার করতে বাধা সৃষ্টি করে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই রোগযুক্ত হবার সম্ভাবনা, তবে শনি তুলা, ধনু, মকর, কুম্ভ বা মীনে অবস্থান করলে কিছু শুভ ফল পাওয়া সম্ভব ও অশুভ ফলের তীব্রতা কমে যায়, সপ্তমস্থ শনি সুখী জীবনের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ। এই যোগ যৌথ ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকারক।

শুক্র: সপ্তমস্থ বলবান শুক্র সুন্দরী রত্নগর্ভা স্ত্রী লাভের যোগ সৃষ্টি করে। জাতকের ইন্দ্রীয় ক্ষুধা অতিমাত্রায় থাকায় সে এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, ও বহু নারীর সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হয়। দুর্বল শুক্র জাতকের চারিত্রিক সুষমা হরণ করে ও নীচ সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত হয়। বলবান শুক্র জাতককে সংগীত অনুরাগী ও শিল্পে দক্ষতা এনে দেয়। এই যোগে যৌথ ব্যবসায়ে সাফল্য এনে দেয়। যারা অভিনয়, গান বা চিত্রাঙ্কনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা জনগণের নিকট হতে বিশেষভাবে সমাদৃত হতে পারবেন। আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হবার প্রবল সম্ভাবনা।

রাহু: সপ্তমস্থ রাহু দাম্পত্য জীবনের পক্ষে শুভযোগ নয়। জাতক স্ত্রী হতে সুখী হতে পারে না। তার স্ত্রীহানি হওয়াও সম্ভব, তবে বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কুম্ভ রাশিস্থ রাহু কিঞ্চিত শুভ ফল দিতে সমর্থ হয় ও অশুভ ফলের তীব্রতা হ্রাস করে।

কেতু: সপ্তমস্থ কেতু স্ত্রী পুত্রের স্বাস্থ্য হীনতার জন্য অর্থব্যয় নির্দেশ করে। জাতক বহু জায়গা ভ্রমণ করার সুযোগ পায়। সপ্তম ভাবগত দুর্বল কেতুর উপর মঙ্গলের দৃষ্টি পড়লে জাতকের স্ত্রীর অপমৃত্যু নির্দেশ করে।

হার্শেল : সপ্তমস্থ হার্শেল মুখ্য বিবাহ কারক গ্রহ হলে হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে যাওয়া সম্ভব। যাকে বিয়ে করবে তার সম্বন্ধে পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় কিছুই জানবে না। সপ্তমস্থ হার্শেল বিবাহিত জীবনে সুখের সন্ধান জৈব মিলনের মধ্যে এনে দেয় না। বরং আত্মিক দিক থেকে অগ্রসর হলে উভয়ের মনের সাম্য পাওয়া সম্ভব, অশুভ হার্শেল বিবাহিত জীবনকে অশান্তিময় করে তোলে ও বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়াও সম্ভব।

নেপচুন : সপ্তমে শুভ নেপচুনের অবস্থান আত্মিক মিলনের ইঙ্গিত দেয়। জাতক-জাতিকা যাকে বিয়ে করবে তার উন্নত মানসিকতাই তাদেরকে আকর্ষণ করবে এবং এ ধরনের মিলনের মধ্যে জৈবিক আকাঙ্ক্ষা খুব সীমাবদ্ধ ভাবে থাকা সম্ভব। এই যোগে জাতক জনগণের কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করলে প্রসংশিত হবার সম্ভাবনা। অশুভ বা পীড়িত নেপচুনে আবেগের বশবর্তী হয়ে বিয়ে এবং তাতে মনস্তাপের ইঙ্গিত দেয়।

বক্রী গ্রহ পঞ্চমে অবস্থান ভেদে ফল

মঙ্গল : পঞ্চমস্থ বক্রী মঙ্গল প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে যৌন অভিব্যক্তি অত্যন্ত নীচু স্তরে থাকার সম্ভাবনা। যার ফলে অপর পক্ষ আশাহত হবার সম্ভাবনা। নিজের জৈব আকাঙ্ক্ষাই প্রধান ভূমিকা নেবার প্রবণতা থাকায় ও ঐ ব্যাপারে সমাজের শৃঙ্খলাকে লঘু করে বা অমান্য করে অগ্রসর হবার একটা প্রবৃত্তি সব সময় থাকবে। যার পরিণতিতে অপর পক্ষের হতাশ বা ঘৃণা সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা। অপর পক্ষের সুখ, অনুভূতির প্রতি সামান্যতম মমত্ববোধ থাকে না। সন্তানদের ক্ষেত্রেও তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে না। এই যোগে চারিত্রিক ভ্রষ্টতা আনা সম্ভব।

সপ্তমস্থ বক্রী মঙ্গল বিবাহিত জীবনের উচ্চ আদর্শের পরিপন্থী, ঐ যোগে জৈবিক চাহিদাই মুখ্য ভূমিকা নেয়। অপর পক্ষের মানসিক বা সুকুমার মনোভাবের কোন মুল্য থাকে না। অংশীদারী ব্যবসায়ে হঠকারী মনোভাবের নির্দেশ করে। নৈতিক শুভ বুদ্ধিরও ঘাটতি থাকা সম্ভব। আত্মসুখের প্রতি বিশেষ নজর ও অপর পক্ষের প্রতি স্নেহ ভালবাসার অভাব এই যোগে সুচিত হয়।

বুধঃ পঞ্চমভাবস্থ বক্রী বুধ ভালবাসার ক্ষেত্রে বিশ্বাসহীনতারই নির্দেশ করে। জাতক-জাতিকা প্রেমের ক্ষেত্রে তার সার্বিক মুল্যায়ন করতে পারে না ও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রেম অযোগ্য পাত্রে যাবার সম্ভাবনা। সন্তানদের ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। জীবনকে খুব লঘু ভাবে দেখার চেষ্টা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সিংহ রাশিস্থ পঞ্চম ভাবগত বক্রী বুধ অতীত দিনের গৌরবকে স্মরণ করে তারা তাদের বর্তমান জীবনকে চালিত করতে চায়। প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে বক্রী বুধ অপাত্রে প্রেম নিবেদন বা সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থতার নির্দেশ করে।

সপ্তমে বক্রী বুধ পরস্পারের মানসিক বৈষম্যতা এনে দেয়, জাতক-জাতিকা অপর পক্ষের অনুভূতির সুষ্ঠ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় না। তাদের আবেগ, আনুগত্য সঠিক পথে না চলার দরুন দাম্পত্য বা প্রেমের ক্ষেত্রে অসাফল্যতার নির্দেশ করে। এই যোগ সহযোগীতার মাধ্যমে বা অংশীদারযুক্ত ব্যবসায়ে বাধা বা মতানৈক্য সৃষ্টি করতে পারে। অত্যন্ত চঞ্চলতা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ক্ষেত্রে স্থূলতার জন্য অনেক ব্যাপারেই আশাহত হবার সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিঃ পঞ্চমস্থ বক্রী বৃহস্পতি প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে বৃহস্পতির স্বাভাবিক গুণ থেকে ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। যৌন-জীবনে কিছুটা অস্বাভাবিকতা থাকা সম্ভব। প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রেও সুষ্ঠু মানসিক ভাবের অন্তরায় সৃষ্টি করে। সন্তানদের প্রতিও কর্তব্যের শিথিলতা দেখা যায়। যৌন-জীবনে শুদ্ধাচারের অভাবে জাতক অসুস্থতায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা, অনেক ক্ষেত্রে এই যোগে বিকৃত যৌন রুচি এনে দেয়।

সপ্তমস্থ বক্রী বৃহস্পতি বিবাহিত জীবনে সুখের হানিকর, যে কোন কারণেই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের পরিপন্থী হবার প্রবল সম্ভাবনা। বিশেষ করে যদি বৃহস্পতি নীচস্থ হয়ে বক্রী হয়। অনেকে এই যোগকে অশুভ প্রারব্ধের কারক বলে বর্ণনা করেছেন। যার মূল বক্তব্য হলো এই ধরনের যোগে জাতক সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করতে বাধাপ্রাপ্ত হবে। এই যোগ আত্মোৎসর্গের যোগ বলা যায় বিশেষ করে যদি বৃহস্পতি নীচস্থ হন। সুখী দাম্পত্য জীবনের বিঘ্নকারক।

শুক্রঃ পঞ্চমস্থ বক্রী শুক্র প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার ইঙ্গিত বহন করে। জাতকের ভালবাসার ক্ষেত্রে তার জৈবিক অনুভূতিই মুখ্য ভূমিকা নেবে। যার ফলে একসাথে অনেক প্রেম ভালবাসার খেলা চলা সম্ভব, তার নৈতিক বোধ স্বাভাবিক থেকে নিম্নমানের থাকার সম্ভাবনা। প্রেমের উচ্চ আদর্শের মূল্যহীনতাই নির্দেশ করে বক্রী শুক্র, এই যোগ সামাজিক দিক থেকে সম্মানহানির নির্দেশ করে।

সপ্তমস্থ বক্রী শুক্র বিবাহিত জীবনে শুভ ফল দিতে পারে না। নিজেই নিজের শত্রু হিসাবে কাজ করে অসুখী জীবনকে বরণ করে। নিজের অহমিকা ও বোধশক্তির অভাবহেতু বিবাহিত বা অংশীদারী ব্যবসায়েও বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই জাতকের চিন্তাশীলতার অভাব সূচিত হবে যার পরিণতিতে সুখী জীবনের অন্তরায় হবে।

শনিঃ পঞ্চমস্থ বক্রী শনি প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসের অভাব ও অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা এনে দেয়। জাতক যৌন-জীবনে ভালবাসার অবদান সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন হওয়া ও জীবনের অন্যক্ষেত্রেও সেই মমত্ববোধের অভাব লক্ষিত হবে, সন্তান-দের প্রতিও আবেগ বা কর্তব্যবোধ খুব সীমিতভাবে থাকা সম্ভব। জাতক কোনপ্রকার আবেগের বশবর্তী হবে না ও তার জীবনে প্রেমের মূল্যহীনতাই নির্দেশ করে। . . .

সপ্তমস্থ বক্রী শনি বিবাহিত জীবনে যৌথ দায়িত্বের পরিপন্থী, জাতকের অপর পক্ষের প্রতি তার কর্তব্যবোধের অভাব প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকায় ও সব রকম ঝুঁকিকে পরিহার করার প্রবণতা দেখা যাবে, যার ফলে অংশীদারী ব্যবসাতেও ব্যর্থতা নির্দেশ করে, এই যোগে নিজেকে আত্মসর্বস্ব মনোভাব এনে দেয়।

হার্শেলঃ পঞ্চমস্থ বক্রী হার্শেল জাতক-জাতিকাকে অহং মানসিকতার দ্বারা চালিত করে। এর পরিণামে জাতক-জাতিকা তাদের প্রিয়জনের নিকট দূরে সরে যাবার সম্ভাবনা। অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি তার ব্যবহার অনেক সময়ই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রেও এই মানসিকতা সুস্থ দাম্পত্য জীবনের পক্ষে অশুভ। জাতক বা জাতিকা চান তার প্রিয়জন সবাই তার ইচ্ছামত

চলুক, এমন কি তার এই উন্নাসিক ভাব পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে প্রয়োগ করার প্রবণতা থাকা সম্ভব।

জাতক-জাতিকার অনেক গুণাবলীই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা, যদি না তার এই অহং বোধকে সংযত না করেন। প্রথম জীবনে এই মানসিকতা প্রেমে ব্যর্থতা আনার সম্ভাবনা।—এই যোগ দীর্ঘস্থায়ী প্রেমের পক্ষে অনুকূল যোগ নয়।

নেপচুনঃ পঞ্চমস্থ বক্রী নেপচুন প্রেমের ব্যাপারে নিষ্ঠার অভাব সূচিত করে। জাতক-জাতিকা তার প্রেমের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল না হওয়ায় একাধিক প্রেমে একই সময়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা। এই যোগে জাতক নিজেও প্রবঞ্চিত হবেন ও অন্যকেও প্রবঞ্চনা করার সম্ভাবনা। সব জিনিসকেই হাল্‌কাভাবে নেবার একটা প্রবণতা থাকবে যার পরিণামে অনেক শুভ যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ভালবাসার ক্ষেত্রেও এই যোগে একনিষ্ঠতার অভাব সূচিত করে। দাম্পত্য জীবনে পঞ্চমস্থ নেপচুন শুধু প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেই নয়, এমন কি সন্তানদের ক্ষেত্রেও এই লঘু মানসিকতায় তারা নিজের সন্তানের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

সপ্তমে বক্রীগ্রহ অবস্থানের ফল

সপ্তমে গ্রহ অবস্থানের ফল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বক্রীগ্রহ বিশেষ ভাবে ফলদাতা হয়। এ সম্বন্ধে আমরা প্রচলিত শাস্ত্রে খুব বেশীকরে ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। পশ্চিমে এ সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করছে। যাঁরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করছে তাঁদের মধ্যে Llewellyn George Donald H. Yott, Merc Edmund Jones ইত্যাদি। সপ্তমস্থান ও শুধু স্বামী বা স্ত্রীর ঘর নয়, এর থেকে ব্যবসা ও বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে অংশীদার ও তার সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি বহু তথ্য ঐ ঘরকে বিশ্লেষণ করে জানা যায়।

বিবাহিত জীবনে ও সপ্তমে বক্রীগ্রহের অবস্থান বা সপ্তম পতি বক্রী অবস্থানে বিশেষ ইঙ্গিতবহ। এখানে সপ্তমে বক্রীগ্রহ অবস্থান ফল সংক্ষেপে দেওয়া হল।

মঙ্গল। সপ্তমে বক্রী মঙ্গল নিজের স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে সব কিছু গড়ার সঙ্কল্প নির্দেশ করে। দাম্পত্য জীবনেও নিজের ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত জেদে পরিণত করার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। অন্যের সুখ-সুবিধার প্রতি তেমন অগ্রহ থাকে না। প্রেমের ব্যাপারে জৈব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য যে আইনসঙ্গত পথ তাকে বেছে নিয়েই অগ্রসর হয়। কোন অনুরাগ বা ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয় না। এ ধরনের জাতক জাতিকার সাথে যদি কোন কোমল হৃদয় বা শিল্পীসুলভ মানসিকতা নিয়ে জন্মেছে তাদের কারো সাথে বিয়ে হলে বিবাহিত জীবন বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা। এমন কি বিচ্ছেদ হওয়াও অসম্ভব নয়।

তাদের যৌন আবেগ অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ে পড়ে। অশুভ গ্রহ যদি ঐ বক্রী মঙ্গলের উপর পড়ে সেক্ষেত্রে যৌন-জীবনের অভিব্যক্তি অস্বাভাবিক পর্যায়ে যেতে পারে। এই যোগে অতিরিক্ত স্থূল কামনা-বাসনাকে সংযত করতে না পারলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হবার প্রবল সম্ভাবনা।

সপ্তমে বক্রী বুধ জাতক জাতিকার দাম্পত্য জীবনের পক্ষে অশুভ জনক। বাক্যের সংযমহীনতা ও মানসিক অস্থিরতা, অনেক সময়ই পরস্পরের সম্পর্ককে তিক্ত করে তুলতে পারে। এই যোগে আত্ম-কেন্দ্রিক মনোভাব ও সব কিছুর মধ্যেই একটা সবজান্তা ভাব থাকায় অপর পক্ষের নিকট বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে এ যোগ শুভ নয় বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী প্রেমে অপর পক্ষের নৈরাশ্য আনতে পারে ও বিচ্ছেদ ঘটাও অসম্ভব নয়।

সপ্তমে বৃহস্পতি যদিও বিবাহ ভাল ঘরে হওয়ার সুযোগ এনে দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নয়। বক্রী বৃহস্পতিতে জাতক জাতিকা অনেক সময় প্রলুব্ধ হয়ে হয়ত এমন ভাবে কোথায় জড়িয়ে পড়তে পারেন যে যার পরিণতিতে দাম্পত্য জীবনে ছেদ আসতে পারে। অবশ্য বৃহস্পতি স্বাভাবিক শুভ কারক গ্রহ বলে কোন নিন্দনীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখবে না বা যৌন আবেগের বশবর্তী হয়ে অন্যত্র যাবার মানসিকতা হবে না। এই যোগে জীবন সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভাবে জড়াবার জন্য প্রয়োজনবোধে সংসারধর্মকে অস্বীকার করার মানসিকতা এনে দেয়।

ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় জাতক এমন কোন সংস্থায় জড়িয়ে পড়ছেন যে সেখান থেকে তার পক্ষে সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবন পালন করা সম্ভব নয়।

এই যোগে শ্রেয় ও প্রেয়কে বাছাই করার ক্ষমতা হ্রাস করে বলেই সহজেই দাম্পত্য জীবনের দায়িত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা এনে দেয়।

বক্রী শুক্র নিজকে ভোগী করার সমস্ত মানসিকতাই দেয়। অপর পক্ষের সুখ সুবিধার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। যৌন-জীবনেও তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য যা প্রয়োজন তা করতে কোন সংশয় বা দ্বিধা বোধ থাকে না। কোন কিছু গ্রহণ করতে যেমন উৎসাহ দেখা যায়, ত্যাগ করতে ঠিক বিপরীত মানসিকতা লক্ষ্য করা যাবে। এদের প্রেমে তারা গ্রহণ করতেই জানে, দেবার মত মনোবৃত্তির অভাব দেখা যায়। নিজের প্রয়োজনে অপরপক্ষকে যতটুকু দেওয়া উচিত তার বেশী দিতে তারা আগ্রহী নয়।

এ যোগে প্রেমের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে সাফল্য আসলেও পরে অপর পক্ষকে অনুতপ্ত হতে হয়। দাম্পত্য জীবনেও তারা সুখী হতে পারে না, বিশেষ করে অপরপক্ষ যদি আদায় করার কৌশলটি না জানে।

বক্রী শনি প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে আবেগবর্জিত ভাব এনে দেয়। এই যোগে জাতক জাতিকা প্রেমের ক্ষেত্রে অনুরাগের কোন মূল্য থাকতে পারে তা তারা বুঝতে পারেন না। দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে চলে। অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের কিছুদিন পরেই তারা কামশীতল হয়ে যান ও অপর পক্ষ তার নিকট একটা বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্রেম ও ভালবাসা এই শব্দের গূঢ় অর্থ বুঝতে এ ধরনের জাতক জাতিকারা অক্ষম। দাম্পত্য জীবনে তারা নিষ্ঠায় বিশ্বাসী নয়। খুবই স্থূল মানসিকতা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসে। তাদের নিকট অর্থ-বিত্তই প্রধান ভূমিকা নেয়। এরা বিবাহিত জীবনে খুব সুখী হতে পারেন না।

বক্রী হার্শেল একমাত্র উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন জাতক জাতিকার ক্ষেত্রে শুভ ফল দিতে পারে। এই যোগে সাধারণভাবে জীবনযাপন

করা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। জাতক জাতিকার আবেগ অনেক সময়ই দেশ কালের গণ্ডির বাইরে যাবার সম্ভাবনা, যার ফলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা। তাদের মানসিকতা এমন একটি পর্যায়ে থাকে যা অপরপক্ষের ধারনার বাইরে হবার সম্ভাবনা। প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও তাদের চিন্তাধারায় যে কোন সুস্থ লোকও বিচলিত হয়ে যাবে। তাই তাদের প্রেম একমাত্র ঐ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন অপর পক্ষকে না পেলে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। তাদের জীবনদর্শনের মধ্যে এমন একটি বিচিত্র ভাব থাকবে যাতে অপর পক্ষকে তাকে গ্রহণ করতে দশবার চিন্তা করতে হবে। তবে এই বক্রী হার্শেল খুবই শুভকারক হতে পারে যদি জাতক জাতিকারা এমন কোন সংস্থায় কাজ করেন যেখানে বহু লোকের কল্যাণের সুযোগ আছে, যেমন হাসপাতাল, পাগলা গারদ, নার্সিংহোম, জেল ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে তাদের বক্রী হার্শেলের মানসিকতার অনেকটাই কর্মের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ায় দাম্পত্য জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে।

বক্রী নেপচুন যৌন-জীবনের দৈহিক আবেদনের প্রতি খুব গুরুত্ব দিতে চান না। যার ফলে প্রথম জীবনে দাম্পত্য সুখ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। অপরপক্ষের চাহিদা সম্পর্কে একটা নিস্পৃহ ভাব থাকবে যার পরিণামে বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নয়। জাতক নিজের জগতের মধ্যে তন্ময় হয়ে থাকবেন, অপর পক্ষের মানসিকতা অনুভব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন না। এদের আমিত্ববোধ এমন পর্যায়ে যেতে পারে যার পরিণামে সংসারের সব দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে বেশ ভাল লাগলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যে অপরপক্ষ বুঝতে পারেন যে অত্যন্ত খামখেয়ালী প্রকৃতির লোকের সাথে প্রেম করার থেকে সরে পড়া মঙ্গল। তাই এদের প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

দ্রেক্কান ফল

মেষ লগ্ন ঃ প্রথম দ্রেক্কানপতি হল মঙ্গল, মঙ্গলের দ্রেক্কানে জন্ম হলে তার চরিত্রের মধ্যে মঙ্গলের রাজসিক ভাব ও প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতেও দ্বিধা নেই, এই মনোভাবের প্রাবল্য

দেখা যায়। নিজের ভোগের জন্য সবকিছু বাধা অপসারণ করার তীব্র মানসিকতা দ্রেককান অধিপতি মঙ্গল এনে দেয়। ফলে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা অশান্তি আসা সম্ভব।

মেষ লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেককান পতি হল 'রবি'। এই রবিতে কিছুটা মঙ্গলের স্বভাব থাকলেও প্রেমের ব্যাপারে কিছুটা বাহ্যিক সংযমভাব এনে দেয়। সম্মানবোধ, লোকাচার ইত্যাদি ব্যাপারে কিছুটা স্পর্শকাতর হওয়ায় জাতকের পক্ষে মঙ্গলের উদ্দামতা প্রায়ই বাইর থেকে বোঝা যায় না। তাই একটু ধীরে অগ্রসর হওয়ার নীতি এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

মেষলগ্নের তৃতীয় দ্রেবকানপতি হল বৃহস্পতি। সমস্ত কিছু শোভনতার মধ্যে জীবনকে উপভোগ করার প্রজ্ঞা বৃহস্পতি এনে দেয়। তাই দ্রেককানপতির জাতক জৈব-কামনার সাথেও সামাজিক রীতি-নীতিকে মেনে চলে প্রেম দাম্পত্য-জীবনে অগ্রসর হন। বৃহস্পতি এনে দেয় বাক্‌শক্তি ও অপরপক্ষকে জয় করার ধৈর্য্য, সহনশীলতা। ফলে জীবনে বহু পুরুষ বা নারীর দ্বারা আকর্ষণ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব সম্ভব হয়।

বৃষ লগ্ন ঃ বৃষ লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি হলো শুক্র, শুক্র সমস্ত ভোগ বাসনার মূল উৎস। তাই এই দ্রেককান যাদের জন্মলগ্ন তাদের যৌন অভিব্যক্তি দেহ ও সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে উঠবে। তাই প্রেমাস্পদের দেহের নৈবদ্যকে লাভের জন্যে অধীর হয়ে উঠবে মন, তবে শুক্রের আনুকূল্যে থাকায় সে কখনও বৈধসীমা লঙ্ঘন করবে না, যতক্ষণ অপর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আশ্বাস না পাওয়া যায়। প্রেমের ব্যাপারে ধৈর্যের মূল্য আছে—এটা এই দ্রেককানের জাতকরা ভালভাবে বোঝেন।

ইএর দ্বিতীয় দ্রেরকানপতি হল বুধ। বুধের মত চঞ্চল আবেগ দেখা যায় এই দ্রেবকানের জাতকের মধ্যে। শুধু বাক্‌শক্তির প্রতীক, তাই প্রেমের অভিব্যক্তি বাকচাতুর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে এই দ্রেককানের জাতক জাতিকারা পটু। যদিও শুক্রের কামনা-বাসনার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ এই দ্রেককানের আছে তথাপি তার বহিঃপ্রকাশ সহজে হয় না। অত্যন্ত মিশুকে বলে সহজে কেউই তাদের মনোভাব

বুঝতে পারে না। তবে তাদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি প্রশংসার দাবী রাখে। স্থান কাল ভেদে চলাফেরার দক্ষতাও এনে দেয়। তাই এই দ্রেককানের জাতক সমাজের সর্বস্তরের ভালবাসা পান। বিশেষ করে প্রেমিক প্রেমিকার আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা তারা অতি সহজেই অর্জন করতে পারেন।

এর তৃতীয় দ্রেবকানপতি হল শনি। এই শনির ফল বড়ই বৈচিত্রপূর্ণ। একদিকে দেহ ও মনের চাহিদা, অপরদিকে নিজের ভাব-মূর্তি উজ্জ্বল রাখার চেষ্টা, সেইসাথে কিছুটা অহংবোধ সব মিলিয়ে একটি অস্বস্তিকর অবস্থা এনে দেয়। শনির দ্রেককানের জাতকের প্রেমের ইচ্ছা আছে কিন্তু প্রগলভ্ হতে রাজী নয়। বাহ্যিক প্রকাশে অত্যন্ত সংযমশীলতা থাকায় প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রেম অচিরাৎ ভেঙ্গে পড়ে। যদিও স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে এরা খুবই বিশ্বাসী ও দরদী। তাদের অন্তরের খবর খুব দীর্ঘদিন না মিশলে বোঝা সম্ভব নয়। তাই এদের অল্প বয়সে প্রেম না হলে হয়তো জীবনে প্রেম করায় সুবিধা হয় না। দৃশ্য গাম্ভীর্যই তাদের পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়।

মিথুন ঃ মিথুনলগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি হল বুধ, তাই প্রেমের ক্ষেত্রে বুধের অভিব্যক্তির ভাব প্রবল। বাক্যে, দর্শনে ও চিন্তাধারায় মানসিক চঞ্চলতার ভাব সর্বদা লক্ষিত হবে। সজাগমন ও সবকিছু জানা বা বোঝা ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে প্রেমের খেলা শুরু হয় এই লগ্নের জাতক জাতিকাদের। যে সাথী কথাবার্তায় আনন্দ ও নতুনত্বের ভাব আনতে পারবে তাদেরকেই সবচেয়ে ভাল লাগবে। সবকিছুতেই সহজ ও মনের সহধর্মিতা তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাই প্রেম গড়ে ওঠে পরস্পরের মানসিক নৈকট্যের উপর। এককথায় তাদের প্রেমের সূত্রপাত মনের খেলা নিয়ে। দুজনেই মানসিকভাবে একাত্ম না হলে তাদের প্রেম বেশীদিন দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এর দ্বিতীয় দ্রেবকানপতি হল শুক্র, তাই এই দ্রেবকানের জাতক জাতিকার মধ্যে শুক্রের মানসিকতার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত আমোদপ্রিয়তা, সঙ্গীত-নাটক, প্রয়োজনবোধে একটু নেশাতেও আপত্তি নেই। যৌন-জীবনকে শুধু বাক্য বা ভাবের মধ্যে আবদ্ধ না

রেখে পারিপার্শ্বিক লঘু আনন্দের মধ্যে প্রেমের জোয়ারকে ছেড়ে দেবার প্রচেষ্টা এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বুধের মূল স্বভাবের সঙ্গে শুক্রের ভোগের প্রবৃত্তি, এই দুইয়ের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। তাই কথাবার্তায় একটু নাটুকে ভাব, আমোদপ্রিয়তা ও নানা বিচিত্রতার মধ্যে প্রেমের লীলা প্রকাশে এই জাতক জাতিকারা পটু।

এর তৃতীয় দ্রেককানপতি হল শনি, শনির মানসিকতার ভাব এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মনের খবর বাইর থেকে বোঝা সম্ভব নয়। যৌন-জীবনে গতানুগতিকতার থেকে নতুনের অভিজ্ঞতা নেওয়ার প্রবণতা বেশী। সবকিছু চরমে ওঠার পরই একটা নিষ্ক্রিয়তার ভাব এনে দেয়। তাই সময় সময় যেমন প্রেমের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ দেখা যায়, আবার হয়ত কিছুদিন পরেই মনে হয় সব ফাঁকি। এই দুটি পরস্পর বিরোধীভাব এদের মধ্যে দেখা যায়। শনির এই মানসিকতার একটা অদ্ভুত ভাব সবসময়ই জাতক জাতিকাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কখন কোন মানসিকতা কাজ করবে তা পূর্বাহ্নে বোধ হয় জাতক জাতিকারা নিজেরাও বলতে সক্ষম হবেন না। তাই বিবাহিত জীবনে প্রেমের সুর সব সময় এক সুরে গাঁথা থাকে না।

কর্কট: কর্কট লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি হল চন্দ্র। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে চন্দ্রের অভিব্যক্তির প্রাধান্য এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। মনের বিচিত্র খেলার চরম প্রকাশ তাই সম্ভব হয় এই দ্রোককানপতির জাতক জাতিকাদের। অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে যে প্রেমের খেলা শুরু হয় তার মূলতঃ লক্ষ্য হল চরম পরিণতির দিকে, কিন্তু সেদিকে পূর্ণ প্রকাশের আগেই যাচাই করে নিতে চায় প্রেমের স্থায়িত্বের, নিষ্ঠার ও ভাবের, পরবর্তীকালে যেন পস্তাতে না হয় অপাত্রে প্রেম নিবেদন করার জন্যে। দয়িত বা দয়িতা যেন মনের মূল্য দিতে পারে এই কামনা নিয়েই শুরু হয় প্রেমের খেলা। তাই অপর পক্ষ সবসময় তার দিকে দৃষ্টি দিক এই বাসনা চিরন্তর মনের ভিতর কাজ করে চলে, যার ফলে সামান্যতম অবহেলা অসহ্য হয়ে উঠে।

এর দ্বিতীয় দ্রেককানপতি মঙ্গল। চন্দ্রের মন ও মঙ্গলের জৈব কামনা এই দুইয়ের মিশ্রণে প্রেম গড়ে উঠে এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের মধ্যে। তাই তাদের কথাবার্তায় ও চালচলনে সবসময়েই একটা ক্ষিপ্রতা ও অনায়াসে লাভ করার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে অনেক সময়ই অপর পক্ষ তাদের এই আসুরিক ভাবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। প্রেম ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এই দ্রেককানের জাতকের প্রেমের নিষ্ঠাকে সামনে রেখে নিজের অন্য কোন সুবিধা আদায় করার প্রবণতা দেখা যায়। উচ্চপর্যায়ের প্রেম তাদের কাছে মুল্যহীন। সবসময় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এই ধরনের জাতকরা প্রেমে অগ্রসর হন। যদিও যৌন-জীবনে মঙ্গলের কার্যকারী বা অন্য যে কোন দ্রেককানপতি হতে প্রবল এবং সেই দিক থেকে বিবাহিত জীবনে যৌন সক্ষমতা অপর পক্ষকে আনন্দই দেয়। তথাপি প্রয়োজন বোধে ভালবাসার শুভ্রতাকে পার্থিব লাভলোকসানের ব্যাপারে প্রয়োগ অনেক সময়ই বিপরীত লিঙ্গের নিকট অশ্রদ্ধার পাত্র হতে হয়। অবশ্য এই ফলের অনেকটা নির্ভর করে অন্যান্য গ্রহদের পারস্পরিক অবস্থানের উপর।

তৃতীয় দ্রেবকানপতি বৃহস্পতি। বৃহস্পতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় শোভনতা, শুভ্রতা ও নির্মল আনন্দের অভিব্যক্তি। দেহকে আশ্রয় করে যে প্রেম গড়ে উঠে তা অল্পদিনের মধ্যেই দেহাতীত ভালবাসায় পরিণীত হয়। তাদের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি হয় যে তাদের ভালবাসা ঈশ্বরের কৃপার দ্বারা অনুগৃহীত। তাই সমাজের পঙ্কিলতার মধ্যে তাদের প্রেম কখনো নেমে আসে না কিন্তু এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের প্রধান ত্রুটি প্রকাশে অক্ষমতা থাকে। তাই অনেক সময়ই বিপরীত লিঙ্গ বুঝে উঠতে পারেন না তাদের মনোগত অবস্থা। অপর পক্ষ যদি অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক হন তাহলে প্রথম জীবনে প্রেমের সঠিক মুল্যায়ন এই জাতক জাতিকারা পাবেন না—তাদের দয়িত-দয়িতাদের কাছ থেকে। অনেক সময়ই তাদের মন এত উঁচু পর্যায়ে বাঁধা হয়ে পড়ে যে নরনারীর স্বাভাবিক ধর্ম সম্বন্ধেও একটা লঘু করে দেখার প্রয়াস দেখা যায়। যদি অন্য কোন বস্তুতান্ত্রিক গ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত না হন তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই দ্রেককানের জাতকরা যৌন সম্বন্ধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

সিংহ ঃ সিংহ লগ্নের প্রথম দ্রেককানের অধিপতি হল রবি। এই রবি জাতক জাতিকার মনের ভালবাসার মাপকাঠি হিসাবে যৌন-জীবনকে প্রধান বলে ধরে নেয়। ফলে অনেক সময় ভুল বোঝার সুযোগ করে দেয়। কামজ ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকায় জাতক জাতিকারা তাদের প্রেমের অভিব্যক্তিকে দেহকে আশ্রয় করেই পরিমাপ করতে চান। এর বিপরীত কিছু হলেই নিজের অহংবোধে আঘাত লাগে এবং মনে হয় অপর পক্ষের সত্যকার ভালবাসার অভাব। এই ব্যাপারে সমালোচনা জাতক-জাতিকাকে আরও কঠোর করে তোলে।

দ্বিতীয় দ্রেককানের অধিপতি হলো বৃহস্পতি। বৃহস্পতির ঔদার্যে ভালবাসার অভিব্যক্তি অতি উচ্চ স্তরে বাধা থাকে। অতি পরিচ্ছন্নতার মধ্যে একে অন্যের প্রতি মমত্ববোধের মধ্যেই প্রেম গড়ে উঠে। প্রচুর প্রাণশক্তির সঙ্গে পরস্পরের শ্রদ্ধা ভালবাসা নিয়ে যে প্রেম গড়ে উঠে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং জাতক জাতিকারা, একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ নিয়ত অনুভব করেন। কিভাবে বিপরীত লিঙ্গকে বশে আনা যায় তার কলাকৌশল এই দ্রেককানের জাতক-জাতিকারা ভালভাবেই জানেন। তাই তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হওয়া সম্ভব। অবশ্য অপরাপর গৃহেরও আনুকূল্য থাকা চাই।

তৃতীয় দ্রেককানের অধিপতি হল মঙ্গল। এই মঙ্গলের মধ্যে তামসিক ভাবের প্রকট বেশী। অন্য পক্ষের সুখ-সুবিধার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না রেখেই আপন ইচ্ছা চরিতার্থ করার প্রয়াস এই মঙ্গল এনে দেয়। সময় সময় সাধারণ সৌজন্যবোধও নষ্ট করে দেয় এবং অনেক সময় এই ধরনের কাজের মধ্যে পশুভাবের প্রকৃতি লুকিয়ে থাকে। নিজের জেদ ও কামজ ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকায় জাতক অন্যের সুবিধা অসুবিধাকে গ্রাহ্যে আনতে চান না। স্বভাবতই প্রেমের ক্ষেত্রে এর পরিণাম কখনই শুভকর হয় না। তাই দেখা যায় সিংহ লগ্নের রবি বা মঙ্গলের দ্রেককানে যাদের জন্ম তাদের প্রেম ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

কন্যা ঃ কন্যালগ্নের প্রথম দ্রেককানের অধিপতি বুধ। বুধ বাক্‌শক্তির প্রতীক। তাই প্রেমের অভিব্যক্তি তার কথাবার্তায় ফুটে ওঠে। বুধ বালক গ্রহ। তাই বালকের চপলতা নিয়ে সে প্রেমের খেলা শুরু করে।

হঠাৎ খুশীর জোয়ার মনে ভেসে ওঠে, আবার হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য ভাবের উদয় হয় যা আগের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে এ কথা সত্য যে বুধ প্রেমের খেলায় প্রথম দিকে যে দক্ষতা দেখাতে পারে সেটা শেষ পর্যন্ত টেনে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না, যেহেতু ইতিমধ্যে এই চঞ্চল গ্রহ অন্য আর এক মানসিকতা সৃষ্টি করে ফেলে। এই নিত্য পরিবর্তনশীলতা এই দ্রেককানের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়, যৌন-জীবনেও তারা দৈহিক মিলনের থেকে আত্মিক মিলনের দিকে বেশী আগ্রহী। তাই এই জাতক জাতিকারা স্থূল কামনা বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না, ফলে তাদের প্রেম যদি সমধর্মীর সঙ্গে না হয় তবে অনেক ক্ষেত্রেই তার পরিণতি শুভ হয় না। এই মনসর্বস্ব গ্রহ মনের রাজ্যেই খেলা করতে চায়। পার্থিব জৈব কামনার দাস হতে ভাল লাগে না।

দ্বিতীয় দ্রেককানের অধিপতি শনি। এর ফলে জাতক জাতিকার মধ্যে প্রেমের মানসিকতা বুধ ও শনির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লগ্নপতি বুধ আর পঞ্চমপতি শনি এই দুয়ের মিশ্রণে গড়ে উঠে জাতক জাতিকার প্রেমের প্রকাশ। শনি এনে দেয় চিন্তাশীলতা, নিপুণভাবে অগ্রসর হওয়া আর বুধ এনে দেয় বাক্‌শক্তি। তাই এই দ্রেককানের জাতক জাতিকারা প্রেমের খেলায় অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করেন। শনি তাদের সময় বুঝে চলার ইঙ্গিত দেন। গোপনাচারের পথে কোন সময় প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন শুভ হবে সেটা গ্রহরাজ শনি পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পারেন। বাইরের অভিব্যক্তির মধ্যে কোন চঞ্চলতা লক্ষিত হয় না। ধীরভাবে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা, সেই সাথে শ্রেয় ও প্রেয়কে বাছাই করার দক্ষতাও এই শনি জাতক জাতিকাদের দেয়। বুধের প্রভাব প্রাথমিক অগ্রগতির পরই অনুভব করা যায়। পার্থিব প্রেমের ব্যাপারে এরা পূর্ববর্ণিত দ্রেককানপতি থেকে অনেকটা বাস্তববাদী। তাই তাদের প্রেম আবেগ থেকে অতি দ্রুততায় কর্তব্যতে এসে যায়। প্রেমের দীর্ঘ খেলা শনি বেশী দিন টানতে দেয় না, ফলে প্রেমিক প্রেমিকার সাথে দ্রুত মিলন ঘটিয়ে দেয়।

তৃতীয় দ্রেককানের অধিপতি শুক্র, বুধ ও শুক্রের সংযোগে প্রেমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বলশালী প্রভাব, একদিকে বুধের উচ্চ মানসিকতা,

প্রাণচাঞ্চল্য ও অপরদিকে শুক্রের প্রভাবে ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ। এই দ্রেককানের জাতক জাতিকারা অতি সহজেই অন্যের মন জয় করতে পারেন। তারা জানেন প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা অভিনয় দরকার। তাই তাদের সাহচর্যে আসলে মনে হয় একটা স্বপ্নের জগতের মধ্যে প্রবেশ করছি। জৈব কামনার মূল গ্রহ শুক্র। শুক্র এনে দেয় তীব্র আকর্ষণী শক্তি। নতুনভাবে জীবনকে উপভোগ করার মানসিকতা ও সেইসাথে দেহকে ঘিরে যে ভালবাসা গড়ে উঠে তার পূর্ণফল একমাত্র শুক্রের দ্বারাই সম্ভব। বুধ শুক্রের অনুকূল প্রভাবে দাম্পত্য জীবনে এনে দেয় অনাবিল আনন্দ। তারা জানেন জীবনকে কিভাবে ভোগ করতে হয়। তাই তাদের জীবনে নানারঙের খেলা দেখতে পাওয়া যায়। নব নব রূপে প্রেমের প্রকাশ এই বুধ শুক্রের মাধ্যমেই সম্ভব।

তুলা ঃ তুলা লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি শুক্র। শুক্র এই লগ্নের অধিপতি। জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হল শুক্র, তাই এই দ্রেককানের জাতক প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়ার সুযোগ পায়। অবশ্য রাশিচক্রে শুক্রের অবস্থান শুভ হওয়া চাই। সৌন্দর্যের পিয়াসী এই দ্রেককানপতি চান তার দয়িত বা দয়িতা মনোরাজ্যের একমাত্র মানস প্রতিমা, যার তুলনা তার মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়, জৈব আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে দেহাতীত যে প্রেম গড়ে উঠে সেটা অপর পক্ষের গ্রহসংস্থান অনুসারে যদি অনুকূল না হয় তবে প্রেম সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা। সে ক্ষেত্রে হয়ত জাতক জাতিকা আর বিবাহ করবেন না বা অতি সাধারণ স্তরের মধ্যে বিবাহ শেষ করে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা" এই ঋষি বাক্যকে মেনে নেন। কিন্তু অবচেতনে তার পিয়াসী মন সব সময় দান্তের 'বিয়াট্রিস'কে স্মরণ করে। তাই এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের প্রেম করার পূর্বেই অপরপক্ষের মানসিক স্তর জেনে নিয়ে তবে মন আদান প্রদান করা উচিত।

এর দ্বিতীয় দ্রেককানপতি হল শনি, শনি এই ঘরে তুঙ্গ প্রাপ্ত হন। তাই এই দ্রেককানপতির জাতকজাতিকাদের মধ্যে শনির প্রভাব লক্ষণীয়। কর্তব্য ও প্রেম তাই হাতধরাধরি করে চলে। বাইরে থেকে মনের খবর সবসময় বোঝা যায় না, একদিকে টনটনে নীতিজ্ঞান,

অপরদিকে ভালবাসার কাঙ্গাল, এই দুই বিপরীতধর্মী মানসিকতা নিয়ে তারা অগ্রসর হন। এরা প্রেম চান কিন্তু সমাজকেও মেনে চলতে চান। তাই এই প্রেম বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে এরা খুবই বিশ্বাসী। এরা জানেন সমাজের অনুশাসনকে মেনে নিয়েই জীবনকে ভোগ করতে হয়। তাই সবদিকে ভারসাম্য রেখে এই দ্রেককানের জাতক জাতিকারা চলতে ভালবাসেন। এদের কামনাবাসনা কখনও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীকে এড়িয়ে সূক্ষ্ম মানসিক স্তরে প্রেমকে নিয়ে যেতে পারেন না। তাই যদি অপরপক্ষ একটু বেশীমাত্রায় সংবেদনশীল হন তবে সেক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা প্রবল। নিষ্ঠা ও ভাব দুইই প্রেমের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়। একথা তারা মানেন না। নিষ্ঠাকে বেশী গুরুত্ব দিতে গিয়ে ভাবের সমাধি হয়ে যায়। অপর পক্ষ আশাহত হন। এই বিচিত্র মানসিকতার আভাস জীবনের সর্বক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। এদের কখনও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন জাতক জাতিকার সাথে প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়। মধ্যজীবনে অবসাদ নেমে আসতে পারে।

এর তৃতীয় দ্রেককানপতি বুধ। চঞ্চলতার প্রতীক বুধ এই লগ্নের জাতক জাতিকাদের মধ্যে নানা বিচিত্র মানসিকতা এনে দেয়। এরা প্রতি মুহূর্তে নতুনের প্রতি আকর্ষণ এত তীব্রভাবে অনুভব করেন যার ফলে স্থায়ী প্রেম গড়ে উঠা সম্ভব হয় না, বিশেষ করে যদি পঞ্চম বা দ্বাদশ ভাবের সঙ্গে বুধ যুক্ত হয়ে থাকেন। তারা সবকিছুর মধ্যেই একটা নতুনত্বের আভাস চান। লোকে যেন বুঝতে পারে দয়িত বা দয়িতা সাধারণ স্তরের নয়। অপর পক্ষ কিছুটা ঈর্ষা করুক, এটা সব সময়ই এদের কাম্য। যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পারবেন যে তার প্রেমিক অন্য দশজনের মতই, সেই মুহূর্তেই মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। ভাবতে বসবে এর সঙ্গে প্রেম করা কি উচিত হলো? এই বালক স্বভাববিশিষ্ট গ্রহ শিশুর মতই মানসিকতা নিয়ে প্রেমের খেলা শুরু করতে চায় এবং বাস্তব জীবনকে দেখেও দেখতে চায় না। তাই অপরপক্ষকে খুব নিপুণতার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। অবশ্য বিয়ে হয়ে যাবার পর তাদের এই মনোভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। এই দ্রেককানের জাতক-জাতিকারা অপর পক্ষের বাক্ চাতুর্যের মোহে

অনেক সময়ই ধরা দেন। এরা মনের দিক থেকে খুবই সংবেদনশীল বলে অপর পক্ষ থেকে যদি উচ্চ মানসিকতার আধার খুঁজে পান, তবে অতি সহজেই নিজেকে তার হাতে সঁপে দিতে দ্বিধা করেন না। বিবাহের পর তারা ভাবকে অনেকটা সংযত করতে পারেন ও বিবাহিত জীবন সুখের হওয়া সম্ভব।

বৃশ্চিক ঃ বৃশ্চিক লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি মঙ্গল। এই মঙ্গলের প্রভাবে জাতক যৌন ব্যাপারে খুবই সচেতন ও ক্ষেত্র বিশেষে একটু বাড়াবাড়ি সম্ভব। সৌন্দর্যকে কত তাড়াতাড়ি ভোগের বস্তুতে পরিণত করা যায় এই মানসিকতা দ্রেককানপতি মঙ্গল এনে দেয়। সবকিছুর মধ্যেই চরমভাবকে দ্রুততার সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রবণতা এই মঙ্গল এনে দেয়, ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে অপর পক্ষও যদি মঙ্গলদ্বারা প্রভাবিত না হন তাহলে প্রেম ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। মঙ্গলের বাড়াবাড়ি অপর পক্ষ সবসময় বুঝে উঠতে পারেন না, এবং বিশেষ রক্ষণশীল গ্রহ-চালিত হলে তাদের পক্ষে এত আবেগপ্রবণ জাতককে এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

এর দ্বিতীয় দ্রেককানপতি হল বৃহস্পতি। এই বৃহস্পতি জাতক জাতিকাকে একটু আদর্শবাদের ভিত্তিতে যৌন-জীবনকে ভোগ করারই ইঙ্গিত দেয়। যদিও কামনাবাসনার ব্যাপারে তার আবেগ মঙ্গলের থেকে কম নয় কিন্তু সেই আবেগ প্রকাশ করার পূর্বে পরিবেশ সৃষ্টি করে তবেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে এই দ্রেককানপতির জাতকজাতিকারা অধিকতর সাফল্য লাভ করেন। গভীর ভাবাবেগ থাকা সত্ত্বেও বাইর থেকে তার প্রকাশ না থাকার দরুন তিনি সমাজে ধীরস্থির ও প্রাজ্ঞ বলেই সমাদৃত হন, এবং বিপরীত লিঙ্গ তার কাছে আসতে ভরসা পায়, ফলে প্রেমের গভীরতায় অতি সহজেই আসা সম্ভব। বিবাহিত জীবনেও তারা সবদিক বজায় রেখে চলতে পারেন। প্রেমের ভিতর একটু অপার্থিব ভাব থাকাও সম্ভব।

এই লগ্নের তৃতীয় দ্রেককানপতি হল চন্দ্র। প্রেমের ব্যাপারে জন্মচন্দ্রের প্রভাব খুবই কার্যকরী, বিশেষ করে যাদের দ্রেককানপতি চন্দ্র। চন্দ্র মনের কারক। প্রেমও মনের ভিত্তি করেই অগ্রসর হয়। শুভ চন্দ্রের অবস্থানে জাতকরা অতি সহজেই অন্যকে বশীভূত করতে

পারবেন। তাদের সহজ সরল ব্যবহার ও জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত আশাবাদী মানসিকতা থাকার দরুন অপর পক্ষ সহজেই ধরা দেন। এরা অন্যের মনের খবর চট্ করে বুঝে উঠতে পারেন বলেই এরা সব সময় তাল রেখে চলতে পারেন, তাই প্রেমের ক্ষেত্রে এদের সাফল্য দ্রুততার সঙ্গে আসা সম্ভব। অবশ্য চন্দ্র শুভভাবে অবস্থানের উপর নির্ভর করবে। অশুভ চন্দ্রের দ্বারা তাদৃশ ফল সম্ভব নয়। অবশ্য যৌন দক্ষতা অপর দুই দ্রেককানপতিরই অধিক থাকা সম্ভব। চন্দ্র মনের রাজা, তাই মনের দিক থেকে চন্দ্রের দ্রেককানপতির জাতক-জাতিকারা বেশী মাত্রায় সচেতন থাকবেন। তাদের কথাবার্তায়, লেখায় চন্দ্রের আধিপত্য লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠবে।

ধনু ঃ ধনু লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি বৃহস্পতি। এই দ্রেককানপতি জাতক-জাতিকাকে জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারে। প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও জাতক জাতিকা প্রচলিত নিয়ম ও শোভনতাকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে চান। জীবনকে উপভোগ করতে জানেন। কিন্তু তাই বলে সমস্ত শিষ্টাচার বর্জন করে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা থাকে না। তাই অপর পক্ষ যদি একটু বেশী মাত্রায় সংবেদনশীল হন তবে তাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে। তাই এই দ্রেককানপতির জাতক জাতিকারা বিয়ের পর তাদের জাবন সুখের করে তুলতে পারেন। ঠিক সেইভাবে প্রাক্‌বিবাহ পর্যায়ে তাদের মানসিক সুর তুলতে পারেন না। তার কারণ হলো লৌকিক শিষ্টাচার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল এবং নিজের সম্বন্ধে অপরের উচ্চ ধারণা যেন নষ্ট না হয়, এই মানসিকতাই তাদেরকে প্রেমের ব্যাপারে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। কিন্তু বিয়ের পরই তাদের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে দেখা যায় এবং একজন উঁচুদরের প্রেমিক বলে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

ধনু লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেককানপতি মঙ্গল। এই দ্রেককানের জাতক জাতিকাদের নিকট প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতি অনেক সময়ই অজ্ঞাত থাকে। জৈব কামনার বশবর্তী হয়ে তাদের যে প্রেম গড়ে উঠে তার নিবৃত্তিও দৈহিক মিলনের মধ্যে। তাই অপরপক্ষের যদি ঐ ভাবের মানসিকতা না থাকে তবে প্রেম সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই জৈব

কামনার বশবর্তী হয়ে তারা অল্প বয়সেই অত্যন্ত একরোখা প্রকৃতির হন। বাইর থেকে এদেরকে অনেকটা রুক্ষম দেখাবে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে তাদের যে কোন পর্যায়ে যাওয়ার মানসিকতা আছে। এই সব জাতক জাতিকাদের বিবাহ বা প্রেমের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে সঙ্গী পছন্দ করা উচিত। নচেৎ বিবাহিত জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসতে পারে। বিশেষ করে বুধ বা শুক্র প্রভাবিত জাতক জাতিকারা এই মঙ্গলের জাতক জাতিকাকে একদম সহ্য করতে পারবেন না। অনেক সময় মনে হবে বর্বরোচিত মানসিক বৃত্তি। বিশেষ করে যে সব জাতিকা উচ্চ মানসিক স্তরে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন, তাদের খুব কষ্ট হবে, বিশেষ করে প্রথম জীবনে এ ধরনের জাতকের নিজেকে খাপ খাইয়ে চলা।

ইহার তৃতীয় দ্রেককানপতি হল রবি। এই দ্রেককানপতি জাতক-জাতিকাদের মধ্যে একটা শুভ প্রাণবন্তভাব সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। তাদের জীবনে প্রেম ঠিক অন্য দশটি প্রয়োজনীয় কাজের মতই গণ্য হবে। কিন্তু তাই বলে একে সর্বস্ব মনে করারও প্রবণতা নেই। অর্থাৎ জীবনকে ভোগ করার প্রবল ইচ্ছা আছে এবং জানেন যে প্রেম-ভালবাসার একটা বিরাট অবদান আছে। কিন্তু তাঁরা এও জানেন যে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে যা এই প্রেমকে সুন্দর করে তুলতে পারে। তাই তাঁরা জীবনের অন্য দিকের প্রতিও গভীর মনোযোগ রাখেন। পার্থিব জীবনে তাই তাঁদের সাফল্যও তাড়াতাড়ি হয়। এই দ্রেককানপতি জাতক-জাতিকারা প্রেম ভালবাসাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের খেলা হিসাবেই দেখতে চান। এবং কোন অবস্থাতেই তার প্রভাব দীর্ঘ সময় ধরে থাকবে না। অনেকটা অতীতকালের রাজা রানীদের মানসিকভাব—প্রেমিক ভাব রইল—যতক্ষণ অন্দর মহলে, তারপর অন্য স্বরূপ। বিচিত্রভাব মনে সব সময়ই খেলা করছে, তাই দীর্ঘক্ষণ কোন একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকার মানসিকতা এই দ্রেককানপতি জাতক-জাতিকাদের নেই।

মকর ঃ মকর লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি হল শনি। শনি লগ্ন ও দ্বিতীয়াধিপতি। শনি জাতক-জাতিকাকে প্রেমের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী মানসিকতা দেয়। অনেক সময় দেরীতে বিবাহিত জীবন আরম্ভ করতে হলেও তাঁরা তাঁদের দক্ষতা দ্বারা বয়সকে পিছিয়ে আনতে

পারেন। অসীম ধৈর্য থাকায় তাঁরা প্রেমের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। যদিও তার জন্যে তাঁদেরকে অপেক্ষা করতে হয়। তাঁদের ভাবাবেগ বাহির থেকে সহজে বোঝা যাবে না। অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতা থাকায় তাঁদের প্রেমের গতিবিধি পূর্বাহ্নে বোঝা যাবে না। এই দ্রেককানপতির যৌন আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন অনেকটা নির্ভর করবে চন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থার উপর, চন্দ্রের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি আছে ঠিক তেমনি এই দ্রেককানপতি জাতক-জাতিকাদের মনের উপরে প্রেমের ক্রিয়া ঠিক সেইভাবে হবার সম্ভাবনা। একনিষ্ঠতা থাকে কিন্তু অল্পতেই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। বিশেষ করে অপরপক্ষ যদি একটু দরাজ হন। তাদের নিজস্ব জিনিসের উপর অন্যের বিন্দুমাত্র কৌতূহল তাঁরা লঘুচোখে দেখেন না, তাই তাঁরা সুখী হতে পারেন না। বিশেষ করে অপরপক্ষ যদি কোন বিপরীত ধর্মের দ্রেককানপতি হন।

মকরলগ্নের দ্বিতীয় দ্রেকানপতি শুক্র। এই যোগ পূর্বের দ্রেককানপতি হতে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। শনির নিষ্ঠা আর শুক্রের ভাবালুতা নিয়ে এই দ্রেককানপতি প্রেমের জীবন শুরু করেন। শনির বাস্তববুদ্ধি ও শুক্রের প্রাণ-চাঞ্চল্য এই দুয়ের সমাবেশে দাম্পত্য-জীবনে সুখী হতে পারেন। বিশেষ করে শুক্র যদি শুভভাবে অবস্থান করেন, সে ক্ষেত্রে তাঁরা আদর্শ প্রেমিক প্রেমিকা হতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থান উচ্ছ্বাসদ্বারা পরিচালিত হলেও শনির বাস্তববুদ্ধি থাকায় সতর্কতার সঙ্গে জীবন-সঙ্গিনী বাছাই করার মানসিকতা এনে দেবে। তাই তাঁরা সুখী হন। তাঁদের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ আছে। কিন্তু তাই বলে একেই প্রধান ভেবে অগ্রসর হতে নারাজ। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁরা প্রেমের ব্যাপারে অগ্রসর হন। এবং যাকে নিয়ে সবদিক দিয়ে সুখী হতে পারবো, সেই চিন্তা তাঁদের মনে থাকে। তাই তাঁরা বেশ ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হন।

মকর লগ্নের তৃতীয় দ্রেককানপতি বুধ। বুধ দ্রেককানপতি থাকায় প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা চঞ্চলতা থাকবে। যদিও প্রেমের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ থাকবে। কিন্তু সেই প্রেমের সঙ্গে আরও অনেক কিছু জিনিস জড়িয়ে দেবার প্রবণতা বুধ এনে দেবে। বুধ বাণিজ্যের কারক। শনিও অত্যন্ত বাস্তববাদী গ্রহ। এদের যুগ্ম প্রভাবে জাতক-জাতিকা একটু

বেশী মাত্রায় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার প্রবণতা দেবে এবং যা প্রেমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না। তাঁরা লাভ লোকসানের পাল্লা নিয়ে এত বেশী নাড়াচাড়া করবেন, যার ফলে প্রেমে ভাঁটা পড়া অসম্ভব নয়। যদিও তাঁদের যৌন আশা আকাংখা খুব বেশীই থাকবে, কিন্তু তাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। নিজেদের তরলমতির দ্বারা প্রেমকে চালিত করতে গিয়ে অনেক সময়ই ঠকে যেতে হবে। তবে বিয়ের পর তাঁরা আদর্শ স্বামী বা স্ত্রী হতে পারেন।

কুম্ভঃ কুম্ভ লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি হল শনি। শনি এখানে খুবই প্রাণবন্ত। তাই এই দ্রেককানে যাদের জন্ম তাদের কর্মচাঞ্চল্য লক্ষণীয়। এই ঘরে হার্শেলের প্রভাব থাকায় প্রেম অনেক সময়ই সামাজিক প্রথাকে মেনে অগ্রসর হবার প্রবণতা দেয়। তাই অনেক সময় রুচিবিরুদ্ধ কাজে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়। যৌন অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাদের বিচিত্র মনোভাবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই তাদের প্রেম কোন্ পথে যাবে তা আগে থেকে জাতক জাতিকারা জানেন না। হঠাৎ জোয়ারের মতো এসে সবকিছু ওলট-পালট করে দিতে এই দ্রেককানের জুড়ি পাওয়া ভার। তাই এদের ক্ষেত্রে অন্য গ্রহের প্রভাব বিচার করা দরকার। তবেই নিখুঁত ভাবে বলা সম্ভব—কোন মানসিকতা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এই লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেককানপতি বুধ। এখানে শনি বুধ পাশাপাশি কাজ করে যাবে। বুধ বাক্‌শক্তির ও নতুনত্বের প্রতীক এবং শনি যাচাই করার মানসিকতা নিয়ে প্রেমের খেলা শুরু করবে। তাই এই দ্রেককানের জাতক-জাতিকারা প্রেমের প্রথম পর্যায়ে খুব হাসিখুশী ভাবে মেলামেশা করতে পারবেন এবং মনে হবে খুবই সামাজিক ও মিশুক প্রকৃতির। কিন্তু এ হল অপর পক্ষকে যাচাই করার চেষ্টা। যদি তাঁরা দেখেন যে তাঁদের প্রেমাস্পদ ঠিক তাঁদের মানসিকতার সঙ্গে তাল দিতে পারবেন না, সে ক্ষেত্রে তাঁরা অন্যত্র সরে যেতে দ্বিধা করবেন না। শনি ও বুধের যুগ্ম মানসিকতা এই দ্রেককানেই বিশেষ-ভাবে দেখা যায়। প্রেম সম্বন্ধে তাঁদের একটা রহস্যময় ভাব থাকবে। তাই তাঁদের এই যাচাইয়ের মনোবৃত্তি। বিয়ের পর তাঁরা সুখী হতে পারেন, যদি না কোন অশুভ গ্রহ দ্বারা তীব্রভাবে পীড়িত হন।

তৃতীয় দ্রেককানপতি শুক্র। শনির প্রভাব থাকলেও এখানে জাতক-জাতিকা একটু রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন হবেন। যদিও বাহির থেকে বোঝা যাবে না। জাতক-জাতিকা চাইবেন তাঁর দয়িত বা দয়িতা যেন মনোরাজ্যের নায়ক বা নায়িকার মতো হন। যৌন ব্যাপারেও তাঁদের বিচিত্রভাব থাকা স্বাভাবিক। দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়াও কথা-বার্তায়, চালচলনে সবকিছুর মধ্যেই নতুনত্বের প্রকাশ হোক, এই কামনা সব সময়ই করবেন। তাই বিয়ের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তাঁদের এই মানসিকতা থাকে। সেই সময় বাহিরের কোন প্রভাব তাদের দাম্পত্য জীবনে পড়ুক এটা তাঁরা চান না, অপর পক্ষ যদি একটু শৌখিন মানসিকতার হতে পারেন তবে তাঁদের দাম্পত্য-জীবন সুখের হবে।

মীন ঃ মীন লগ্নের প্রথম দ্রেককানপতি বৃহস্পতি, দশমপতিও বটে। বৃহস্পতি স্বাভাবিক শুভগ্রহ বলে জাতক-জাতিকার অত্যন্ত বিবেচক প্রকৃতির হবেন। যদিও মনের চাঞ্চল্যভাব থাকলেও তাঁরা কোন কাজে নামতে গেলে অন্তরে একবার যাচাই করেই অগ্রসর হবেন। মনের চাঞ্চল্যভাব থাকলেও তাঁরা প্রেমকে মূল লক্ষ্যে রেখে অগ্রসর হন। তাঁরা কামনার বশবর্তী হয়ে অগ্রসর হতে চান না। যদি দেখেন যে প্রেম সেখানে সার্থক রূপ নিতে পারবে তবেই তাঁরা প্রেমের ব্যাপারে অগ্রসর হন। তাঁদের মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলার প্রবণতা থাকে, হঠাৎ জোয়ারের ভাব আসলেও তাকে দমিত করার মানসিকতা থাকায় তাঁরা সমাজে ধীর-স্থির বলে চিহ্নিত হন। বিবাহিত জীবন তাঁদের সুখের হয়। অবশ্য অনেকটাই নির্ভর করে অপর পক্ষের উপর, বিশেষ করে অপর পক্ষ যদি বুধ বা মঙ্গলের দ্বারা প্রভাবিত হন, সেক্ষেত্রে কিছুটা মানসিক বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক।

ইহার দ্বিতীয় দ্রেককানপতি হল চন্দ্র, এখানে চন্দ্র শুভ ফলদাতা। জাতক-জাতিকা হবেন মনোরাজ্যের অধীশ্বর, তাঁরা সর্বসময় আনন্দের পূজারী, খুব হৈ চৈ-এর ভিতর জীবন উপভোগ করতে চান। একটু রোমান্টিক ভাব থাকাও স্বাভাবিক। কল্পনাপ্রবণ বলে মাঝে মাঝে দুঃখ পেতে হবে। প্রথম জীবনে যদি তাঁরা তাঁদের মানসিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য হতে পারেন, এমন কারোর সঙ্গে জীবন সঙ্গী বেছে না নিতে পারেন তবে সে. ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনের ছন্দপতন হতে পারে, তাঁরাও

চান আনন্দের সন্ধান। তাই অপর পক্ষ যদি স্থূল মানসিকতার হন, সেখানে প্রেম ব্যর্থ হতে পারে, প্রেমিক হিসাবে তাঁরা খুবই বিশ্বাসী।

মীন লগ্নের তৃতীয় দ্রেককানপতি হলো মঙ্গল, এই মঙ্গল জাতকও জাতিকাকে অত্যন্ত সাহসী করে তোলে। তারা পার্থিব ভোগ বাসনাকে ভালভাবে পাবার জন্যে প্রথম জীবন থেকে অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হন। তবে কামভাব বেশী থাকায় সবসময় শ্রেয় ও প্রেয়কে বাছাই করতে পারেন না। বর্তমানের প্রতি বেশী সচেতন থাকায় ভবিষ্যৎ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে সম্বন্ধে একটু উদাসীন হবার প্রবণতা থাকে, এর পরিণাম সব সময় শুভ হয় না, বেশী মাত্রায় বস্তুবাদী হওয়ায় অনেক সময়ই পরে হতাশ হতে হয়।

নবাংশ চক্রের ফল

রবির নবাংশে জাতক তেজস্বী, বুদ্ধিমান, মাঝারি গড়নের, বিচক্ষণ, শত্রুপীড়ক, রাজনীতিজ্ঞ ও নিজ অভিলাষ পূরণে সর্ব বাধাকে অতিক্রম করার প্রবণতা এনে দেয়। জাতকের সব কিছু পূর্ণ আয়ত্বে আনা ও প্রত্যেকের উপর প্রভাব বিস্তার করার মানসিকতাও এই নবাংশ জাতকের মধ্যে দেখা যায়। জন্ম চক্রে রবির উচ্চ বা মিত্র ঘরে অবস্থানে এই ফলের আধিক্য বিশেষভাবে অনুভূত হবে।

চন্দ্রের নবাংশে জাতক সুন্দরের উপাসক। সব কিছুর মধ্যে নমনীয়তা লক্ষণীয়। বহু জনের সঙ্গে সখ্য, বৃহৎ পরিবারের মধ্যে একত্রে থাকার মানসিকতা এই নবাংশ জাতকের মধ্যে থাকে। সুন্দর দেহকান্তি, নাতিদীর্ঘ, অল্প লোম বিশিষ্ট দেহ, সুন্দরভাবে থাকা ও সবকিছুই সাজানো-ভাবে থাকবে এবং বিষয়ানুরক্ততা জাতকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মঙ্গলের নবাংশ জাতকের মধ্যে তামসিক ভাবের প্রাবল্য বেশী। সমস্ত কিছুকে করায়ত্ত করার প্রবণতা এই জাতকের মধ্যে দেখা যায়। ধর্ম সম্বন্ধে খুব বেশী আগ্রহ থাকে না—যদি কখনও হয় তা শক্তি সঞ্চয়ের পাথেয় হিসাবে—তাই তান্ত্রিকতার দিকে ঝোঁক থাকে। বিপরীত লিঙ্গ হতে অর্থ আরোহণে তৎপর। কাম ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল, যে কোন ভাবেই লভ্য করা চাই এই মানসিকতা ফুটে ওঠে। দেহকে অবলম্বন করে প্রেম গড়ে উঠে! চরিত্রের মধ্যে জৈব আকর্ষণই বেশী।

বুধের নবাংশ জাতকের শ্যামবর্ণ দেহ, চঞ্চল নয়ন ও শিল্পী মনোভাব, স্নেহশীল মন, সবার ভালবাসা পাবার চেষ্টা, পরিবর্তনশীল মানসিকতা, ব্যবসা বাণিজ্যে দক্ষতা, মার্জিত কথাবার্তা, সব কিছু জানার ইচ্ছা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও তাদের সাহচর্যে আনন্দ, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি। জীবনে বহু নর-নারীর সান্নিধ্য লাভ, যৌন জীবনে মানসিক ভাবেরই প্রাধান্য বেশী।* জৈব প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত কম।

বৃহস্পতি নবাংশ জাতক গৌরবর্ণ, উন্নতদেহ, সবার মধ্যে নিজকে আলাদা রাখার সহজাত গুণ বর্তমান। বুদ্ধির বিকাশ, লোক সমাজে জনপ্রিয়, কিঞ্চিৎ রাশভারি। গভীর অন্তর্দৃষ্টি যা দিয়ে সব কিছু মূল্যায়ণ করতে পারেন। যৌন জীবনে শোভনতা, শৃঙ্খলা ও মার্জ্জিত ভাবের প্রাধান্য বেশী। বহু রমণীর আকর্ষণের সুযোগ আসে। জীবনকে উপভোগ করার বহু সুবর্ণ সুযোগ জাতক পান।

শুক্রের নবাংশ জাতক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুন্দর দেহকান্তি, বাক্যের মধুরতা সবার প্রশংসার দাবী রাখে। সুগঠিত দেহ, চলাফেরার মধ্যে একটি ছন্দ সবসময়ই থাকে যাতে অন্যের থেকে সহজভাবেই পৃথক করা যায়। প্রেমের কলাকৌশলে অন্য সব গ্রহকেই ছাড়িয়ে যায়। যৌন জীবনকে উপভোগ করার বিশেষ স্বকীয়তা এই নবাংশ জাতকের মধ্যে দেখা যায়। বিবাহিত জীবনকে মধুর করার সব কিছু গুণই এই জাতকের মধ্যে থাকে। তবে এই শুক্র জাতকের ঐ সব বিশেষ গুণের জন্যে জীবনে বহু অবাঞ্ছিত জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

শনির নবাংশ জাতক দীর্ঘদেহ কর্কশ স্বভাব। সব কিছু ভালভাবে দেখে তারপর সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা দেখা যায়, যার ফলে লোক-সমাজে প্রিয় হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। জাতকের মানসিকতা অন্য যে কোন নবাংশ জাতক হতে পৃথক হওয়ায় জীবনে এক সময় নিঃসঙ্গতা অনুভূত হতে পারে। বিবাহিত জীবনে একনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও অপর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। অন্তরের ভিতর যে স্নেহশীল মন লুকিয়ে থাকে তার প্রকাশ খুব কম ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবতার সঙ্গে কর্তব্যের মিলন এই শনির নবাংশভাব হতে জানা সম্ভব। .

দ্বাদশাংশ চক্রের ফল

রবির দ্বাদশাংশে জন্ম হলে বলা যায় যে জাতক জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জীবনকে চালিত করবেন। বিশেষ করে এই রবি যদি দশম বা লগ্ন ভাবের কারকতা নিয়ে আসে। নবম ভাবের কারকতা দ্বারা পিতার নিকট হতে খুব উচ্চ ফললাভে অসমর্থ হবেন। জাতকের আত্মিক অবস্থাও স্থূল পৃথিবীকে অবলম্বন করেই হবে যদি না রবি কোন শুভ গ্রহ দ্বারা অবলোকিত হন। জাতকের অলসতা, হীনবল ইত্যাদি নানা অশুভ প্রভাবে জীবনকে একঘেয়েমীতে পরিণত করার প্রবণতা থাকবে।

চন্দ্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হলে পরিপূর্ণ আশাবাদী মন নিয়ে জাতক পৃথিবীতে আসবেন। জীবনকে উপভোগ করার গোপন মন্ত্র জাতকের জানা থাকবে। নবম বা দশমস্থ চন্দ্রের দ্বারা একদিকে যেমন কর্মের বিস্তার সম্ভব অপরদিকে পিতার আনুকূল্য ও পরিবারের সুপরিবেশ জাতককে পার্থিব উন্নতিতে সহায়ক হবে। পূর্ব সঞ্চিত শুভকর্মের ফল এ জীবনে ভোগ করারও সুযোগ চন্দ্র এনে দেয়। অবশ্য অন্য শুভ গ্রহের কিছুটা আনুকূল্য থাকা চাই।

মঙ্গলের দ্বাদশাংশে জন্ম হলে জাতক অত্যন্ত কর্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন এবং তার অভিলসিত কর্মের বাধা দূর করার জন্য ন্যায় অন্যায় বোধ বর্জন করতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলত জাতককে প্রজ্ঞাহীন, হিংস্র স্বভাব যুক্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে তার এই মানসিকতা সমভাবে বিরাজ করবে। কামের আবেগ স্বাভাবিক ভাবকে অতিক্রম করার প্রয়াস এই দ্বাদশাংশে জাতকের মধ্যে দেখা যায়, শুভ মঙ্গল পার্থিব উন্নতিতে যদিও সহায়ক তথাপি পারিবারিক পরিবেশ অনেক সময়ই জাতকের অনুকূলে থাকবে না। প্রথম জীবনে পিতার সুকঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে জাতকের জীবন শুরু হবে এবং কর্মজগতেও নানা প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে।

বুধের দ্বাদশাংশের জাতক জন্মসূত্রে একটি সুন্দর পরিবেশে নিজেকে বর্ধিত করতে পারবেন। নবম বা দশমস্থ বুধের আনুকূল্যে একদিকে পিতার স্নেহ ও আনুকূল্য অপরদিকে নিজের মানসিক উচ্চবৃত্তি বৃদ্ধির

সহায়ক হবে। পূর্ব সঞ্চিত জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এই বুধের দ্বারাই সম্ভব। অবশ্য যদি বুধ অপরাপর গ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত হন। জাতকের প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করে ধর্মভাব করতে ভালবাসেন ও ভক্তি-মার্গে তাহার অনুরাগ জাগা সম্ভব।

বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে জাতক জন্মসূত্রে সৌভাগ্য নিয়ে আসেন। তার স্বাভাবিক জ্ঞান, উচ্চ মানসিকতা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। নবমে বৃহস্পতির অবস্থান পূর্বজন্মের সুকৃতিরই ইঙ্গিত দেয়। এবং জাতক-জীবনে তার উচ্চ মানসিকতার দ্বারা দেশের দশের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারবেন। জাতক তার স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা পূর্বাহ্নেই সমস্ত ঘটনার গতি প্রকৃতি জানতে পারবেন।

শুক্রের দ্বাদশাংশের জাতক পৃথিবীতে আসেন ভোগের মধ্যে দিয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে। কার্যতঃ শুভ শুক্রের প্রভাবেই এই ধরনের জ্ঞানলাভ সম্ভব। নচেৎ নৈতিক অধোগতি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে নবমে বা দশমে শুক্রের অবস্থান জাতকের সুপরিবেশে জন্মের ইঙ্গিতই দেয়। পূর্ব জন্মের ত্যাগের বিনিময়ে এই জন্মের সুখভোগ করার একটা সনদ নিয়েই জাতক পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন। সব কিছুতেই আনন্দের সন্ধান করতে এই শুক্র জাতককে সাহায্য করেন।

শনির দ্বাদশাংশের জাতক এই জীবনে কর্ম দ্বারা তার প্রারব্ধকে খণ্ডন করার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেন। তাই জন্মসূত্রে তার ভাগ্য খুব সুপ্রসন্ন থাকে না। পিতামাতার নিকট হতে নানা কারণে পূর্ণ সাহায্য এই জাতকের ভাগ্যে হয়ে উঠে না। ফলে জীবন-যুদ্ধে জাতক একাকী সংগ্রাম করে যেতে হয়। তাই শনির জাতকের প্রেম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ কদাচিৎ দেখা যায়।

ত্রিংশাংশ চক্রের ফল

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ চক্রের ফল অনেকটাই নির্ভর করবে জন্মচক্রের মঙ্গলের সুঅবস্থানের উপর, ইহা মঙ্গলের ক্ষেত্রেই নয়, অপরাপর গ্রহের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব থাকবে। তাই শুভভাবে মঙ্গলের অবস্থান জাতক-জাতিকার ভিতর একটা তীক্ষ্ণবোধ, অসম সাহসিকতা, ক্রূরতা, নারীর

প্রতি দুর্বলতা ও ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা এনে দেয়। অশুভ মঙ্গলের প্রভাবে জাতক-জাতিকা যে কোন কুকার্য করতে দ্বিধা বা সংশয় করবে না। পর-স্ত্রী লোলুপতা, কামজ ব্যাপারে অত্যন্ত একরোখা প্রকৃতি এনে দেবে। সামাজিক কাঠামোকে অবজ্ঞা করে নিজ অভিলাষ চরিতার্থ করার প্রবল ইচ্ছে জাতকের দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। চন্দ্রের বা লগ্নের ত্রিংশাংশ ফল পুরুষ জাতক অপেক্ষা স্ত্রী জাতকের উপর বেশীমাত্রায় প্রভাব পায়।

বুধের ত্রিংশাংশ জাতকের মধ্যে একটা সহজ প্রাণবন্ততা লক্ষ্য করবার মতো। সর্ব পরিস্থিতেই জাতক-জাতিকারা অভ্যস্ত হতে পারেন। শুভ বুধের অবস্থানে জাতক-জাতিকার নিজ পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট অত্যন্ত আমুদে বলে চিহ্নিত হন। এই বুধ অন্যের মানসিকতাকে সহজে যাচাই করে নিজের ভাব লুক্কায়িত রেখে সবার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন। তাই বিবাহিত জীবনে তাদের সামাজিক সাফল্য অতি সহজেই সম্ভব হয়। অশুভ বুধের প্রভাবে এই মেলামেশা অনেক সময় অবাঞ্ছিত পরিবেশে নিয়ে যেতে পারে। এবং তার এই সরলতা বাচালতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণ হতে পারে। অনেক সময় অসাবধানে কোন কিছু লেখায় নিজেকে বিড়ম্বিত হতে হবে। বুধ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তার সহজাত বুদ্ধির দ্বারা অনেক প্রতিকূল পরিবেশকে সহজে জয় করতে পারবে।

শুক্রের ত্রিংশাংশ জাতক জন্মসূত্রেই সুন্দরের উপাসক। তার সবকিছুর মধ্যেই একটা সুন্দর পরিবেশ পাওয়ার আকাঙ্খা সবসময় মনকে ঘিরে রাখে। তাই বিবাহিত জীবনে ঘর সাজান থেকে আরম্ভ করে নিজের দৈহিক সৌন্দর্য ফোটানোর প্রয়াসও দেখতে পাওয়া যায়। তাই তাঁরা সহজেই বিপরীত লিঙ্গের নিকট হতে সাড়া পান এবং জীবনকে উপভোগ করার কৌশল তাদের করায়ত্ত। অশুভ শুক্রের প্রভাবে জাতক-জাতিকার চরিত্রের অবনতি ও নানা উৎকট ব্যধির কারণ হতে পারে। দেহকে আশ্রয় করে যে ভালবাসা গড়ে ওঠে সেই ভালবাসার মধ্যে অশুভ শুক্রের প্রভাবে জীবন পরবর্তীকালে গ্লানিময় হতে পারে। শুভ শুক্রের প্রভাবে জাতক-জাতিকা জীবনকে ধনে-জনে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হলে জাতকের জীবন একটি সহজ সুন্দর-ভাবে চলার সুযোগ এনে দেয়। বৃহস্পতির শুভ অবস্থানে জাতক-জাতিকাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও লোকশ্রদ্ধা অর্জনে সহায়ক হয়। দাম্পত্য জীবনেও একটা অনাবিল আনন্দের অধিকারী জাতক-জাতিকারা হতে পারেন। শুধু নিজের সাফল্যে নয়, পুত্র-কন্যাদের নিকট হতেও জাতক-জাতিকা লাভবান হন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের গৌরবের অধিকারী হতে পারেন। অশুভ বৃহস্পতির অবস্থানে জাতক-জাতিকাকে কিছুটা দাম্ভিক ও বাকসর্বস্ব করে তুলতে পারে এবং অহংবোধের জন্য নিজ প্রিয়জন হতে কিছুটা দূরে সরে যেতে পারেন। তবে পার্থিব সাফল্যের ক্ষেত্রে খুব একটা স্থায়ী অশুভ ফল দিতে সমর্থ হবে না।

শনির ত্রিংশাংশ জাতক স্বাভাবিক নিয়মে শনির নীচভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। অবশ্য শনি যদি উচ্চ অবস্থাভাবে থাকেন তবে ফলের কিছুটা তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। তথাপি শনির একাকীত্ব ও স্বার্থপরতা ত্রিংশাংশের জাতকের ভাগ্যে অনিবার্যভাবে পড়তে বাধ্য। জাতক সন্তান সম্বন্ধে একটা নিস্পৃহভাব ও পরের বিত্তলাভ বা অন্য সম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। নিজ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সর্ববাধা, লোকলজ্জা ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। স্বামী বা স্ত্রীর নিকট হতেও তার এই স্বার্থপর মনোবৃত্তির জন্য ক্রমশঃই দূরে সরে যান। জাতকের জীবনে কৃতজ্ঞতাবোধ খুব কমই থাকে। শনির উচ্চ অবস্থায় তাদৃশ অশুভ ফল না দিলেও আপন লক্ষ্যে পৌঁছানোর ও নিজের দর্শনকে অন্যের উপর চাপাবার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়।

লগ্নপতির দ্বাদশভাবে অবস্থানের ফল

লগ্নপতি লগ্নে অবস্থান করলে জাতক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তেজস্বী, চঞ্চল, দ্বিপত্নিক বা পরস্ত্রীভিলাসী।

লগ্নপতি দ্বিতীয়ে ও একাদশে অবস্থান করলে জাতক ধনবান, সুবুদ্ধি-দাতা, ধার্মিক, দেহকষ্ট ও একাধিক নারীসঙ্গ।

লগ্নপতি তৃতীয়ে বা ষষ্ঠে অবস্থান করলে বিক্রমশালী, মানী, ধনবান, বিত্তশালী ও দ্বিপত্নীক হবার সম্ভাবনা।

লগ্নপতি চতুর্থ বা দশমে অবস্থানে জাতক পিতৃ ও মাতৃকুলের সুখ-

বর্ধক, বহু আত্মীয়-স্বজন নিয়ে পরিবেষ্টিত, কামী, গুণী ও সৌন্দর্যযুক্ত হয়।

লগ্নপতি পঞ্চমে অবস্থান করলে প্রথম পুত্রের থাকার সম্ভাবনা এবং জাতক ক্রোধী ও সরকারীকর্মে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা।

লগ্নপতি সপ্তমে অবস্থানে প্রবাসী, নিরানন্দযুক্ত ও জাতকের ভার্যা বিয়োগের আশঙ্কা।

লগ্নপতি অষ্টমে বা দ্বাদশে অবস্থানে জাতক নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও অসৎসঙ্গ লাভের সম্ভাবনা, জাতক সিদ্ধকর্মা ও বিদ্বান, জাতকের চরিত্র হানির সম্ভাবনা।

লগ্নপতি নবমে অবস্থানে জ্ঞানী, গুণী, কর্মদক্ষ, বাগ্মী, স্ত্রী পুত্র হতে সুখ ও ধনযুক্ত হয়।

পঞ্চমপতির দ্বাদশভাবে অবস্থান ফল

পঞ্চমপতি পঞ্চমে অবস্থান করলে জাতকের পুত্রহানির সম্ভাবনা। জাতক ক্রূরভাষী হলেও ধার্মিক।

পঞ্চমপতি ষষ্ঠে বা দ্বাদশে অবস্থান করলে পুত্র হতে অশান্তি পাবার সম্ভাবনা। এই যোগে দত্তকপুত্র গ্রহণ করার প্রবণতা থাকে।

পঞ্চমপতি সপ্তমে অবস্থানে জাতক মানী, সর্বধর্ম সমন্বিত, দীর্ঘ ও শীর্ণদেহী, তেজস্বী ও দেবদ্বিজে ভক্তিমান হয়।

পঞ্চমপতি দ্বিতীয়ে বা অষ্টমে অবস্থানে জাতক পুত্রবান, ধনী, দেহ-কষ্ট ও অসুখী।

পঞ্চমপতি নবমে বা দশমে অবস্থানে জাতকের পুত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এবং পুত্র হতে বংশের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমপতি একাদশে অবস্থান করলে জাতক পণ্ডিত, জনবল্লভ, গ্রন্থকার, পুত্রযুক্ত ও ধমবান হন।

পঞ্চমপতি লগ্নে বা তৃতীয়ে অবস্থান করলে জাতক মায়াবী, ক্রূর প্রকৃতির ও কৃপণ স্বভাবের।

পঞ্চমপতি চতুর্থে অবস্থানে মাতৃসুখ দীর্ঘজীবন ধরে পাওয়া সম্ভব। জাতক সুপরামর্শদাতা ও প্রতিষ্ঠাবান, বহুজনে পরিচিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সপ্তমপতি দ্বাদশভাবে অবস্থানের ফল

সপ্তমপতি লগ্নে বা সপ্তমে অবস্থান করলে জাতক চঞ্চল প্রকৃতির বহু নারী সঙ্গলাভের সম্ভাবনা, বুদ্ধিমান ও হৃদয়ে বাতরোগ হবার সম্ভাবনা।

সপ্তমপতি ষষ্ঠে বা অষ্টমে অবস্থান করলে জাতকের ভার্যা রোগিণী হবার সম্ভাবনা, জাতক ক্রোধহেতু সুখলাভ করতে পারেন না।

সপ্তমপতি নবমে বা দ্বিতীয়ে অবস্থান করলে জাতক বহু নারীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন ও নারীদের প্রিয় হতে পারেন। জাতক কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রী হওয়ায় সাফল্য দেরিতে আসা সম্ভব।

সপ্তমপতি দশমে বা চতুর্থে অবস্থান করলে জাতকের স্ত্রী তার বশীভূতা থাকে না। জাতক নিজে জ্ঞানী ও গুণী হন। তাঁর দন্তরোগ হবার সম্ভাবনা।

সপ্তমপতি তৃতীয়ে বা একাদশে অবস্থান করলে তাঁর পুত্র হতে দুঃখ পাওয়া সম্ভব। এই যোগ সন্তান লাভের পক্ষে শুভ নয়।

সপ্তমপতি দ্বাদশে অবস্থান করলে জাতক বিত্তশালী হতে পারেন না ও কৃপণ প্রকৃতির হন। জাতক স্ত্রী হতে সুখ পান ও তার স্ত্রী সুশীলা ও সুন্দরী হওয়া সভব।

নারী চরিত্র ও পতিভাগ্য-নির্ণয়ে কয়েকটি বিশেষ যোগ

জাতিকার সপ্তম স্থান বা নবাংশ লগ্ন শনির ক্ষেত্রে হলে জাতিকার স্বামী বদরাগী ও একরোখা প্রকৃতির হওয়া সম্ভব।

সপ্তম স্থান বা নবাংশ লগ্ন মঙ্গলের ক্ষেত্র হলে জাতিকার স্বামীর চরিত্রহানির সম্ভাবনা।

সপ্তম স্থান বা নবাংশ লগ্ন শুক্রের ক্ষেত্রে হলে জাতিকার স্বামী সুদেহী ও সুখী দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

সপ্তম স্থান বা নবাংশ লগ্ন বুধের ক্ষেত্রে হলে জাতিকার স্বামী জ্ঞানী ও মার্জিত রুচি হবার প্রবল সম্ভাবনা।

সপ্তম স্থান বা নবাংশ লগ্ন চন্দ্রের ক্ষেত্রে হলে জাতিকার স্বামী চঞ্চল ও কামপরায়ণ হবার সম্ভাবনা।

সপ্তম স্থান বা নবাংশ লগ্ন বৃহস্পতির ক্ষেত্রে হলে জাতিকার স্বামী উদার সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী হওয়া সম্ভব।

শুক্র ও মঙ্গল নবাংশ চক্রে ক্ষেত্র বিনিময় করে অবস্থান করলে জাতিকার চরিত্রহানির সম্ভাবনা।

চন্দ্র সপ্তমস্থ হয়ে শুক্র ও মঙ্গল কর্তৃক যুক্ত হলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই চরিত্রহানির প্রবল সম্ভাবনা।

সপ্তম স্থানে দুর্বল পাপগ্রহ অবস্থান ও শুভগ্রহ দৃষ্টি বিবর্জিত হলে জাতিকার অযোগ্য স্বামী লাভ হয়।

সপ্তম স্থানে শনি বুধ একত্রে অবস্থান করলে জাতিকার স্বামী যৌন মিলনে অপর পক্ষকে সুখী করতে পারেন না।

লগ্নে চন্দ্র ও শুক্র অবস্থানে জাতিকা ভোগী ও ঈর্ষাপরায়ণ হন।

লগ্নে বুধ ও শুক্রের অবস্থানে সুখী, শিল্পী, স্বামীর আদরণীয়া হন।

লগ্নে চন্দ্র বুধ অবস্থানে জাতিকা সুখী কলাশাস্ত্রে নিপুণা ও পতি-প্রিয়া হন।

লগ্নে বৃহস্পতি, সপ্তমে চন্দ্র ও দশমে শুক্রের অবস্থানে জাতিকা জন্মকালীন পরিবেশ থেকে অনেক বড় পরিবেশে বিবাহ হবার সম্ভাবনা।

বর্গবলে বলীয়ান বৃহস্পতি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হলে জাতিকার স্বামী অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হন বা প্রভূত বিত্তশালীর ঘরে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

সপ্তমপতি দ্বাদশে অবস্থান করলে জাতক বিত্তশালী হতে পারেন না ও কৃপণ প্রকৃতির হন। জাতক স্ত্রী হতে সুখ পান ও তার স্ত্রী সুশীলা ও সুন্দরী হওয়া সম্ভব।

পত্নীভাগ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ যোগ

শুক্র তুঙ্গী অবস্থায় বা সপ্তমস্থান শুভ হলে পত্নী সুন্দরী হবার যোগ।

কর্কট লগ্ন, শনি শুক্রের নক্ষত্রে বিবাহিত জীবনে নানা কারণে অশান্তি আসতে পারে।

শনি ও শুক্র পরস্পরের দৃষ্টিতে বিবাহিত জীবনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

সপ্তমে বুধ ও শনির অবস্থানে পূর্ব বিবাহিত নারীর সঙ্গে বিবাহ বা প্রণয় নির্দেশ করে।

সপ্তমপাত শনি বা বুধের নক্ষত্রে স্থিত হলে সন্তান লাভের প্রতিকূলতা নির্দেশ করে।

সপ্তমপতি চতুর্থে বা দশমে বিবাহিত জীবনের সুখের ইঙ্গিত দেয়।

সপ্তমে শনি বয়স্কা মহিলার সঙ্গে বিবাহ।

সপ্তমে অষ্টমপতির দৃষ্টি বা স্থিতি বিবাহিত জীবনে সুখের অভাব।

সপ্তমপতি যদি দশমে তুঙ্গ অবস্থানে পত্নী দ্বারা সন্তান বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ।

সপ্তমস্থ চন্দ্র মঙ্গল দ্বারা দৃষ্ট হলে বিবাহিত জীবনে সুখ শান্তির অভাব হতে পারে।

শুক্র বা সপ্তমপতি যদি তৃতীয়ে, সপ্তমে দশমে বা একাদশে অবস্থানে বিবাহিত জীবনে সুখী হবার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

লগ্নে বা সপ্তমে মঙ্গল চন্দ্র ও শনির অবস্থানে স্ত্রী পুরুষ উভয়রই চারিত্রিক কলুষতা আসতে পারে।

দ্বাদশপতি সপ্তমে বিবাহিত জীবনে সুখের অভাব নির্দেশ করে।

মঙ্গল বা শনি যুক্ত হয়ে শুক্র দ্বিতীয়ে, অষ্টমে বা দ্বাদশে অবস্থান করলে স্বামী স্ত্রী উভয়রই কলঙ্কিত হবার সম্ভাবনা।

সপ্তমপতি নবমে বা দশমে সুখী জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

সপ্তমপতি ও পঞ্চমপতি শুভ ঘরে সহ অবস্থানে গভীর দাম্পত্য প্রীতির ইঙ্গিত দেয়।

সপ্তমপতির ও দ্বিতীয়পতির সম্বন্ধে বিবাহের পর ভাগ্যোন্নতি নির্দেশ করে, অবশ্য উভয় গ্রহ পরস্পরের সম বা মিত্র হওয়া চাই।

চতুর্থে শুভ গ্রহের অবস্থানে সুখী দাম্পত্য-জীবন হবার ইঙ্গিত দেয়।

চতুর্থে নীচস্থ গ্রহ দাম্পত্য জীবনের বিঘ্নতা সৃষ্টি করে।

পুরুষের ক্ষেত্রে চন্দ্র যে গ্রহের সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ করবে সেই গ্রহ হতে স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্য ও মানসিক ভাব নির্ণয় করতে হয়।

স্ত্রী-জাতিকার বিশেষ কয়েকটি শুভ যোগ

লগ্নে বৃহস্পতি শুক্র বা চন্দ্রের অবস্থানে জাতিকা স্বামী ভক্তিপরায়ণা, বুদ্ধিমতী ও সংসারে সুখের কারণ হয়।

ঐ বুধ শুক্র যুগ্মভাবে অবস্থানে ভাগ্যবতী শিল্পের দক্ষ, মার্জিত রুচি সম্পান্না।

ঐ বুধ চন্দ্রে গীতিবাদ্য, শিল্প ও নানা শাস্ত্রে দক্ষতা এনে দেয়। তবে এই যোগে জাতিকা একটু ঈর্ষাপরায়ণা হতে পারেন।

ঐ সম রাশিতে বুধ বৃহস্পতি শুক্র অবস্থানে জাতিকা বিত্তশালী, সৎ গুণ সমন্বিতা, ধার্মিকা ও সকলের আদরণীয়া হন।

দ্বিতীয়ে বুধ বৃহস্পতি বা শুক্রের অবস্থানে ধনবতী পুত্রবতী ও সুখী হন।

ঐ সিংহ রাশিতে রাহুর অবস্থানে গৃহকর্মে নিপুণা।

তৃতীয়ে, বুধ, শুক্র বৃহস্পতির অবস্থানে সুচরিত্রা ও সন্তানবতী।

ঐ রাহুর অবস্থানে সন্তানবতী।

চতুর্থে রবি চন্দ্রে ভাগ্যবতী।

" বুধ শুক্রে সর্বজনপ্রিয়, ও নানা গুণ সমন্বিতা।

" বৃহস্পতি শুক্রে সুখী দাম্পত্য জীবন।

পঞ্চমে স্বক্ষেত্রে তুঙ্গে বা মিত্র গৃহে শনি মঙ্গল, রবি বা রাহুর অবস্থানে সুন্দর দীর্ঘায়ু পুত্রলাভ ইঙ্গিত করে।

ঐ শুক্রে বহু কন্যা লাভের ইঙ্গিত দেয়।

ষষ্ঠে রবি, শনি মঙ্গল রাহু বা বৃহস্পতির অবস্থানে ধনবতী, ভাগ্যবতী সুখী জীবন।

সপ্তমে বৃহস্পতিতে দীর্ঘজীবন, সুখী, মানিনী ও উত্তম স্বামী ভাগ্য।

ঐ চন্দ্রে বুদ্ধিমান, উদার হৃদয়, ধনী ও নানা গুণসমন্বিতা।

ঐ শুক্রে সুকুমারশাস্ত্রে অনুরাগ, সর্বজনপ্রিয়, আর্থিক সাফল্য।

ঐ দুই শুভ গ্রহের অবস্থানে জাতিকা সসাজে বরণীয়া হন। তাহার গুণের স্বীকৃতি লাভ সম্ভব।

অষ্টমে শনির অবস্থানে দীর্ঘায়ু,—পতিপ্রিয়া ও আর্থিক সাফল্যের ইঙ্গিত করে।

ঐ রবির অবস্থানে বিত্তশালী, পতিবল্লভা।

নবমে বুধের অবস্থানে জাতিকা সতী-সাধ্বী হিসাবে সমাজে পরিচিত হন। তিনি পরিবারের কল্যাণী হিসাবে চিহ্নিত হন।

ঐ রবি, মঙ্গল বা বৃহস্পতির অবস্থানে জ্ঞানী, সুখা ও ধার্মিকা হন।

ঐ রাহুর অবস্থানে শাস্ত্র-চর্চায় অনুরাগ জন্মায়।

দশমে চন্দ্রের অবস্থানে বিত্তশালী ও সুখী হবার ইঙ্গিত দেয়।

ঐ বুধ শুক্র বা বৃহস্পতিতে ধনবতী, পতিপ্রিয়া ও সুখী জীবনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলে।

একাদশে—রবি বা মঙ্গলের অবস্থানে ধনবতী, পুত্রবতী ও নানা ঐশ্বর্য-সমন্বিতা হন।

ঐ বুধ বৃহস্পতিতে দীর্ঘায়ু ও সুখী জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

ঐ শনির অবস্থানে বিত্তশালী হবার প্রবল সম্ভাবনা।—

ঐ শুক্রের অবস্থানে আর্থিক দিক থেকে ভাগ্যবান্ হবার সুযোগ আসে।

দ্বাদশে বুধ শুক্রেতে সতী-সাধ্বী হিসাবে সমাজে বরণীয়া হন।

ঐ শনি মঙ্গলে পর দুঃখে সহানুভূতি ও দান পরায়ণা হন।

ঐ বৃহস্পতির অবস্থানে ধনবতী ও পরিবারের কল্যাণকামী হন।

ভৌমবতী দোষ

অনেকেরই ধারণা মঙ্গল লগ্নে, চতুর্থে সপ্তমে, অষ্টমে বা দ্বাদশে অবস্থানে পুরুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী হানি ও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্বামী হানি। প্রকৃতপক্ষে এভাবে বিচার করলে সত্যে উপনীত হওয়া যাবে না।

মঙ্গল বর্গবলে বলীয়ান হয়ে মিত্র-গৃহে অবস্থান করলে ভৌম দোষ খণ্ডন হয়ে যায়। কেন্দ্রকোণে শুক্র বা বৃহস্পতির অবস্থানে ও ভৌম দোষ খণ্ডন হয়। সপ্তমে নিজ ঘরে বা তুঙ্গক্ষেত্রে চন্দ্রের অবস্থানে মঙ্গলের দোষ খণ্ডন হয়। আবার মেষ, ধনু ও মীন লগ্নের জাতক-জাতিকার মঙ্গল শুভপ্রদ। মঙ্গল অষ্টমস্থ হয়ে তুঙ্গগৃহে অবস্থানে শুভ ফলদাতা হয়। লগ্নের চতুর্থে মঙ্গল ও মঙ্গলের চতুর্থে শনির অবস্থানে বৈধব্য দোষ খণ্ডন হয়। ব্যয়স্থানে মঙ্গল ও লগ্নে শনি মঙ্গলের দোষ নষ্ট করতে সক্ষম হয়। অষ্টমে মঙ্গল বা অশুভ গ্রহ অবস্থানে বৈধব্য যোগ হলেও দ্বিতীয়ে শুভ গ্রহের অবস্থানে ঐ দোষ খণ্ডন হয়ে যায়।

সপ্তমে শনি ও অষ্টমে মঙ্গল ভৌম দোষ নিবারক। সপ্তমে মঙ্গল ও অষ্টমে শনি ও ভৌম দোষ নষ্ট করতে সক্ষম হয়।—মঙ্গলের বৈধব্য দোষ

খণ্ডন হয়ে যায় যদি লগ্ন চতুর্থ, সপ্তমে, অষ্টম বা দ্বাদশে রাহু অবস্থান করে। নিম্নে দুটি চক্রের ছকে দেখান হচ্ছে যে আপাতদৃষ্টিতে ভৌম দোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন ভোগ করে যাচ্ছেন।

১নং জন্ম চক্রের জাতকের জন্ম ১৮ই মার্চ ১৯১২ ইং লগ্নে মঙ্গল থাকা সত্ত্বেও জাতকের স্ত্রী হানি এখনও হয়নি। লক্ষ্য করুন বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রে অবস্থান করছে। বৃহস্পতি সপ্তম দৃষ্টির দ্বারা মঙ্গলকে

নে / লং ২৮।৩০ ম	শ রা	বু র চ ২৫ / শু
০	১নং	হা
০ / ০	কে	বৃ / ০

চ ৬ / কে	হা	শ / ম
০	২নং	বৃ র
লং ১২।১০ নে / ০	০	শু বু / রা

দেখছে। পত্নী কারক চন্দ্রকে বৃহস্পতি পঞ্চম দৃষ্টি দ্বারা দেখছে এবং ঐ ঘর বৃহস্পতির স্বক্ষেত্র। মঙ্গল বর্গবলেও বলীয়ান। অতএব এই যোগাযোগে অকালে স্ত্রী হানি যোগ নষ্ট করতে সমর্থ হল।

২নং জন্ম চক্রের জাতিকার জন্ম ১৪ই জানুয়ারি ১৯৩৮ ইং। সপ্তমে মঙ্গল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বিবাহিত জীবন বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ হল অষ্টমে শনির অবস্থানে সপ্তমের মঙ্গলকে বলহীন করতে পেরেছে।

অধিকন্তু চতুর্থে রাহুর অবস্থান ও বৈধব্য যোগ খণ্ডন করতে সহায়ক হয়েছে। এই দুই যোগেই জাতিকার ভৌম দোষ নিবারণ করতে সমর্থ হয়েছে।

বিবাহ কখন হবে?

শাস্ত্রে এ বিষয়ে কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে কখন বিবাহ হতে পারে তা অনুমান করা যায়।

লগ্নপতি, শুক্র ও সপ্তম পতির স্ফুট রাশ্যাদি যোগ করে যে রাশি অংশ পাওয়া যাবে সেই ঘরে গোচরে বৃহস্পতি আসলে বিবাহ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

চন্দ্র ও সপ্তমপতি যে নক্ষত্রে অবস্থান করছে সেই নক্ষত্রের অধিপতি গ্রহদের স্ফুট রাশ্যাদি যোগ করে যে রাশি ও অংশ পাওয়া যাবে, সেই রাশিতে বা তার পঞ্চম, সপ্তম বা নবম স্থানে বৃহস্পতি গোচরে আসলে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

লগ্নপতি যেন নবাংশে সেই নবাংশ পতি হতে দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি এলে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

শুক্র বা লগ্ন হতে সপ্তমপতি গোচরে জন্ম রাশি বা লগ্নপতির নবাংশ রাশির সপ্তম বা নবমে আসলে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

সপ্তম পতি যে ঘরে বসে আছে সেই ঘরে বা লগ্নে, পঞ্চম, সপ্তম নবম ঘরে বৃহস্পতির সঞ্চারে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

লগ্নপতি ও সপ্তম পতির স্ফুট রাশ্যাদি যোগ করে যে রাশি ও অংশ পাওয়া যাবে সেই ঘরে বৃহস্পতির সঞ্চারে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে রাহুর দশার অন্তর দশায় বিবাহ হওয়া সম্ভব।

সপ্তম স্থান যে গ্রহের ছায়া দৃষ্ট বা সপ্তম পতি সপ্তমে অবস্থান করলে তার দশা অন্তর দশায় বিবাহ হওয়া সম্ভব।

শুক্র বা সপ্তম পতি লগ্নে বা তার পঞ্চম, নবমে এলে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

সপ্তম পতির দশায় বা সপ্তমে যে গ্রহের দৃষ্টি পড়ে তার দশায় বিবাহ হওয়া সম্ভব।

নিম্নে দুটি ছকের সাহায্যে পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

হা লং ১২।০ বৃ ম / ০	শ	০ / র কে
০	১নং	শু বু
রা চ ১০ / নে	০	০ / ০

০ / হা	লং ২৮।০	বৃ / রা
চ ৯	২নং	০
কে / শ	ম	র বু / শু

জাতিকার কেতুর দশা ভোগ্য ২ বৎসর ৫ মাস ৬ দিন। শুক্রের

দশায় বিবাহ হয়েছে। সঞ্চারে বৃহস্পতি যখন বৃশ্চিকে প্রবেশ করল ও মঙ্গল সিংহ রাশিতে অবস্থান কালে জাতিকার বিয়ে হয়েছে। বৃহস্পতি যখন সঞ্চারে সপ্তমপতি মঙ্গলকে সপ্তম দৃষ্টিতে দেখল ও সপ্তমপতি মঙ্গল চতুর্থ দৃষ্টিতে বৃস্পতিকে দেখাতে ও শুক্র স্বাভাবিক বিবাহ কারক গ্রহের দশা চলাতে বিয়ে তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

২নং জাতিকার জন্ম বুধের দশায়। বিয়ে হয়েছিল শুক্রের দশা অন্তর দশায়। সঞ্চারে বৃহস্পতি যখন বৃশ্চিকে সপ্তম পতি শুক্রের অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল ও চতুর্থ কারক গ্রহ চন্দ্রকেও নবম দৃষ্টিতে দেখল। লগ্নপতি মঙ্গল ঐ সময় তুলা রাশিতে সপ্তমভাবে অবস্থান করছিল। শুক্র নিজেও তখন তুলা রাশিতে সপ্তমভাবে অবস্থান করছিল।

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে প্রেক্ষার প্রভাব

প্রেক্ষা বলতে সাধারণতঃ গ্রহদের পরস্পর ডিগ্রির ব্যবধান থাকার মধ্যে যে প্রভাব গড়ে উঠে তাকেই Aspect বা প্রেক্ষা বলা হয়।

প্রেক্ষা মোটামুটি তিন রকমের ধরা হয়—শুভ, অশুভ ও মধ্যম ফলদাতা।

গ্রহরা পরস্পর ৬০°, ৭২°, ১০৮°, ১২০°, ১৪৪° ডিগ্রি ব্যবধানে থাকলে শুভ প্রেক্ষা ধরা হয়।

গ্রহরা পরস্পর ৩০°, ৩৬°, ৫৪°, ১৬২° ডিগ্রি ব্যবধানে থাকলে মধ্যম শুভফলদাতা।

গ্রহরা পরস্পর ৪৫, ৯০, ১৩৫, ১৫০, ১৮০ ডিগ্রি ব্যবধানে থাকলে অশুভ ফলদাতা।

প্রেক্ষাদের ইংরাজীমতে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা বোঝান হয়। যথা—

o′—কনজানকসন (গ্রহরা পরস্পর একেই ঘরে একেই ডিগ্রির কাছাকাছি থাকলে)।

o°—অপোজিসন পরস্পর ১৮০° ডিগ্রির ব্যবধানে।

□—স্কোয়ার পরস্পর ৯০° ডিগ্রির ব্যবধানে।

*—সেক্সটাইল পরস্পর ৬০ ডিগ্রির ব্যবধানে।

△—ট্রাইন পরস্পর ১২০ ডিগ্রির ব্যবধানে।

P—প্যারালাল।

Q—কুইনটাইল গ্রহরা ৭২° ব্যবধানে থাকলে।

□—সেস্কুকিউড্রেট গ্রহরা ১৩৫° ডিগ্রি ব্যবধানে থাকলে।

V—সেমি সেক্সটাইল গ্রহরা ৩০° ডিগ্রি ব্যবধানে থাকলে।

∠—সেমি স্কোয়ার গ্রহরা ৪৫° ডিগ্রি ব্যবধানে থাকলে।

গ্রহরা নিখুঁতভাবে পরপর ডিগ্রিতে থাকা সম্ভব নয়। তাদের Aspect Range মোটামুটিভাবে স্থির করা আছে।

কনজানকসনের ক্ষেত্রে গ্রহরা ৮° ডিগ্রি পরস্পারের ব্যবধান পর্যন্ত কনজানকসনের ফলদাতা হয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ৬° ডিগ্রি ব্যবধানে ও পরস্পার ফলদাতা হয়।

রবির দীপ্তাংশ ১২° ডিগ্রি পর্যন্ত থাকায় কোন গ্রহ ঐ ব্যবধানের মধ্যে অবস্থান করলেও কনজানকসনের ফলদাতা হয়।

চন্দ্রের দীপ্তাংশ ৮° ডিগ্রি পর্যন্ত থাকায় কোন গ্রহ ঐ ব্যবধানের মধ্যে অবস্থান করলেও কনজানকসনের ফলদাতা হয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে উপর বর্ণিত ডিগ্রির ব্যবধানে ফলদাতা হয়।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পারের প্রতি কি ধরনের আকর্ষণ হতে পারে তা পরস্পারের গ্রহের প্রেক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায়। শুভ প্রেক্ষা বলতে প্রধানতঃ ৬০°, ৭২°, ১২০° বোঝায় তাছাড়া, ৩০°, ৩৬°, ৫৪°, ১০৮°, ১৬২° ডিগ্রিকেও শুভ ভাবাপন্ন বলা যায়। ৪৫°, ৯০°, ১৮০° কে অশুভ প্রেক্ষা বলা হয় এবং ১৩৫° ১৫০° ডিগ্রিকেও অশুভ হিসাবে ধরা হয়। দুটি জন্মরাশি চক্রকে পাশাপাশি রেখে দেখতে হবে তাদের কোন্ কোন্ গ্রহ পরস্পারের শুভ বা অশুভ প্রেক্ষায় আছে। প্রেমের ব্যাপারে শুক্র, মঙ্গল, রবি ও চন্দ্রের প্রধান ভূমিকা আছে। দাম্পত্য জীবনের শুভাশুভের উপর বৃহস্পতির শুভ প্রভাবও লক্ষণীয়। এবার বিশেষ বিশেষ গ্রহের প্রেক্ষার কি ফল হতে পারে তা নিম্নে বর্ণিত হল।

রবি চন্দ্র * △O' রবি চন্দ্র শুভ প্রেক্ষায় আবদ্ধ হলে প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিশেষ করে নারীর রবির সঙ্গে পুরুষের চন্দ্রের কনজানকসন মানসিক দিক থেকে তারা একাত্ম

বোধ করতে পারেন। সেক্সটাইল বা ট্রাইনে ও ঐ ধরনের ফল পাওয়া সম্ভব। রবি চন্দ্র অশুভ প্রেক্ষায় আবদ্ধ হলে তাদের মানসিক বৃত্তি ভিন্ন ধারায় তারা সুখী হতে পারেন না। এই যোগে প্রেমিক প্রেমিকারা প্রথম দর্শনেই একে অন্যের প্রতি সহানুভূশীল হয়ে পড়েন। অতি সহজেই আত্মিক নিবিড়তা গড়ে উঠে।

রবি বৃহস্পতি ✻ △০′ পরস্পরের সঙ্গে শুভ প্রেক্ষায় শুভ পরিবেশের মধ্যে তাঁরা তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে নিয়ে যেতে পারেন। এই যোগ আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকেও সহজে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। অশুভ প্রেক্ষায় খামখেয়ালী প্রকৃতির ও অর্থকষ্টের ইঙ্গিত দেয়। এদের প্রেম অনেকটা সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়। ভাবাবেগ থাকলেও হঠাৎ করে কোন কিছু করতে চান না। ধীরে ধীরে তাঁরা একে অন্যকে যাচাই করে তবেই শেষ সিদ্ধান্তে আসেন।

শুক্র মঙ্গল ✻ △ ০′ পরস্পরের মঙ্গল শুক্র যদি বর্ণিত কোন এক প্রেক্ষায় অবস্থান, করে বিশেষ করে পুরুষের শুক্র নারীর মঙ্গল তাহলে প্রথম দর্শনেই তাদের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। বিবাহিত জীবনের যৌন আকর্ষণের মূল ভিত্তি হল মঙ্গল ও শুক্রের আপেক্ষিক শুভ অবস্থান। এই যোগে দেহকে আশ্রয় করে প্রেম গড়ে উঠে।

অশুভ প্রেক্ষায় পরস্পরের আকর্ষণ উচ্ছৃঙ্খল পর্যায়ে গিয়ে দাম্পত্য জীবনকে বিপর্যস্থ করে তুলতে পারে। এমনকি যৌন জীবনে ব্যভিচারের প্রকাশও দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়। জাতক জাতিকা প্রথম দর্শনে আকর্ষিত হলেও এর পরিণাম কখনও শুভ হয় না।

শুক্র চন্দ্র ✻ △ ০′ এই যোগে জাতক জাতিকারা মনের দিক থেকে পরস্পরের নৈকট্য অনুভব করেন। প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও একটা কাব্যিক মানসিকতা থাকে যা তাদের প্রেমের সৌরভ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। চন্দ্র মনের কারক আর শুক্র হল সৌন্দর্যের ধারক, এই দুই-এর শুভ প্রেক্ষায় একে অন্যের মধ্য পূর্ণতা অতি সহজেই আসে।

রবি মঙ্গল ✻ △ ০′ এই যোগে বিশেষ করে নারীর রবি ও পুরুষের মঙ্গল প্রেক্ষায় আবদ্ধ হওয়ায় উভয়েরই দৈহিক অনুভূতি বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। তাদের ভালবাসার ভিতর একটা গভীর টান অনুভব করে ও পুরুষ নারীর রবির প্রভাবে নিজেকে আরও যোগ্য করে তুলতে

পারে। রবি সৃষ্টিকারক গ্রহ, আত্মার অধীস্বর। তাই দুই গ্রহের শুভ প্রেক্ষায় তাদের আত্মিক মিলন দৃঢ় হয়।

রবি শুক্র ✻ △ এই যোগে বিশেষ করে পুরুষের শুক্র ও নারীর রবি যদি মূখ্য ভূমিকা নেয়, সেক্ষেত্রে তাদের আকর্ষণ যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়, ঠিক তেমনি আর্থিক দিক থেকেও তাঁরা লাভবান হতে পারেন। অশুভ প্রেক্ষায় তাঁদের ভোগের বাসনা বেশী মাত্রায় হওয়া সম্ভব, যার পরিণতিতে ঋণ যোগ নির্দেশ করে। রবি শুক্রের কনজাঁনকসন শুভ নয়, এ যোগে কামশীতলতা এনে দেয়। পরস্পরের আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

শুক্র শনি ✻ △ o′ এই যোগে প্রেমের স্থায়িত্বের নির্দেশ দেয়। প্রেমের ব্যাপারে দায়িত্বকেই তাঁরা অধিক গুরুত্ব দেন। পরস্পরের যৌথ দায়িত্বের মধ্যেই প্রেমের ভিত্তি গড়ে উঠে। যৌন বাসনা ততটা গুরুত্ব পায় না। বিবাহিত জীবনেও কর্তব্যবোধই প্রধান ভূমিকা নেয়। প্রেমের ব্যাপারে ধীরগতিতে অগ্রসর হবার মানসিকতা এনে দেয়। শনি সব কিছু বিচার করে অগ্রসর হবার প্রবণতা থাকায় জাতক-জাতিকা প্রেমের ক্ষেত্রে আবেগ বর্জিত হন।

শুক্র ইউরেনাস ✻ △ o′ এই যোগে হঠাৎ করে ভালবাসার সঞ্চার হয় যার মধ্যে একটা রহস্য ভাব থাকে। প্রেমের গভীরতার থেকে বাহ্যিক আড়ম্বরের আধিক্যই বেশী লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে তাঁদের মিলন স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে গড়ে উঠে। শেষ দিকে আর ঠিক আগের সুর বজায় রাখতে পারেন না। মনের সুর খুব উঁচুগ্রামে রাখতে না পারলে এই যোগে শেষ দিকে প্রেমে নৈরাশ্য আনতে পারে।

শুক্র বৃহস্পতি ✻ △ o′ এই যোগে প্রেমের উপর তেমন গুরুত্ব থাকে না। কর্তব্য ও শোভনীয় যা কিছু তাহাই তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাই এই যোগের প্রধান লক্ষ্য। অশুভ প্রেক্ষা বিবাহিত জীবনকে বিড়ম্বিত করে ও ক্ষেত্র বিশেষে বিচ্ছেদ হওয়াও অসম্ভব নয়।

চন্দ্র শনি ✻ △ o′ এই যোগে প্রেমিক প্রেমিকার বা দম্পতির ভিতর তেমন আত্মিক অনুভূতি থাকে না। অনেকটা প্রচলিত নিয়মের

মধ্যেই দাম্পত্য-জীবনের গতি বাঁধা থাকে। অশুভ প্রেক্ষায় উভয়কে কামশীতল ও নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে।

চন্দ্র বুধ * △ 0′ এই যোগে প্রেমিক প্রেমিকারা তাঁদের মানসিক ভাবের নৈকট্য সহজভাবেই হয়ে যান। তাদের বাচনভঙ্গি অন্যকে সহজেই আকৃষ্ট করে। ভ্রমণ মধ্যে তাদের প্রেম গড়ে উঠা অসম্ভব নয়। সুবক্তা হিসাবে তাঁরা সহজেই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সপ্তম হবেন। অপর পক্ষ তাঁদের বাক্-চাতুর্যে মুগ্ধ হবার সম্ভাবনা।

অশুভ প্রেক্ষায়—পরস্পর ঝগড়া বিবাদের মধ্যে দাম্পত্য-জীবনকে অশান্তিময় করে তুলতে পারেন।

চন্দ্র বৃহস্পতি * △ 0′ এই যোগে পরকার পরস্পরে প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক গড়ে তুলে। জীবনকে সুন্দর শোভন করে সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ সম্ভব হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা উচ্চ আশাবাদী কল্পনা-প্রবণ ও সব কিছুর মধ্যে আনন্দের সন্ধান করেন। তাদের উপস্থিতি জনচিত্তের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এই যোগ সুখী দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিত।

চন্দ্র মঙ্গল * △ 0′ এই যোগে প্রেমিক প্রেমিকারা জৈব আকর্ষণের দ্বারা উভয়ে প্রথমে আকর্ষিত হন। পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অধিক সচেতন থাকায় তাঁরা বাস্তববাদী ও জীবনে কাজের প্রভাবকে তাঁরা তাঁদের জীবন সংগ্রামের সাফল্যের চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেন। মঙ্গল চন্দ্র যোগে উভয়ে কাম বিষয়ে অতি মাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ার সম্ভাবনা।

চন্দ্র হার্শেল * △ এই যোগে অপ্রচলিত নিয়মে প্রণয়ের ইঙ্গিত দেয়। যৌন জীবন সম্বন্ধে বোধ অন্য দশজনের থেকে পৃথক হবার সম্ভাবনা।

শুক্র মঙ্গল 0-0 □ এই যোগে জাতক-জাতিকা উভয়ই উদার হৃদয়ের হওয়ায় অর্থ বিষয়ে প্রবঞ্চিত হতে পারেন। প্রেমের ব্যাপারেও তাঁদের এই উদার মনোভাবের পরিণাম শুভ হয় না। একটা স্বেচ্ছাচারী মনোভাব থাকায় ও সমাজকে উপেক্ষা করবার ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত অনেক অশুভ ঘটনার দ্বারা বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা। এই যোগে হঠাৎ করে প্রথম দর্শনেই উভয়ে আকর্ষিত হতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের আকর্ষণ স্থায়ী না হবারই সম্ভাবনা বেশী।

মঙ্গল চন্দ্র 0-° □ এই যোগে জাতক-জাতিকা অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে আসেন এবং যার পরিণাম-ফল কখনও ভাল হয় না। তাঁদের প্রথম দর্শনে যদিও অনুরাগ খুব দ্রুততার সঙ্গে আসে, ঠিক সমান গতিতেই বিচ্ছেদ আসাও সম্ভব। উভয়ই তাঁদের চিন্তাধারায় একটা বেপরোয়া ভাব থাকে যার পরিণতি কখনও শুভ হয় না। এই যোগ প্রেমের ক্ষেত্রে অনুকূল যোগ নয়। যদিও উভয়েরই দেহ-সৌষ্ঠব একে অন্যকে আকর্ষিত করবে, কিন্তু সেই অনুরাগ দীর্ঘস্থায়ী না হবারই সম্ভাবনা।

রবি ও শুক্রের মধ্যে প্যারালাল বা কনজানকসনে জাতক জাতিকার সুকুমারশাস্ত্রে অনুরাগ জন্মায। তাঁদের একটা কবি-মানসিকতা থাকে। সপ্তমে এই অবদানে দাম্পত্য-জীবনে অবিমিশ্র প্রেম ভালবাসার ইঙ্গিত দেয়। দ্বিতীয়ে বা অষ্টমে অতিরিক্ত ব্যয়ের নির্দেশ করে। বৃশ্চিকে চারিত্রিক দিকে ভ্রষ্টতার ইঙ্গিত দেয়। মীনে মনের সাম্যতা হানির সম্ভাবনা।

চন্দ্র ও শুক্রের মধ্যে প্যারালাল বা কনজানকসনে বিশেষ করে পুরুষের ক্ষেত্রে শুভ দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিত দেয়। পুরুষের ক্ষেত্রে চন্দ্র বিবাহকারক গ্রহ। সুতরাং প্রেমের গ্রহ শুক্রের সঙ্গে ঐ সম্পর্কে প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে শুভ ফলের বৃদ্ধি করে ও বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেন।—স্ত্রী জাতকের ক্ষেত্রে ঐ যোগে স্বাস্থ্যের নির্দেশক।—মেয়েদের ঋতু চক্রের উপর চন্দ্রের প্রভাব থাকায় ঐ যোগে স্বাস্থ্য সম্পর্কে শুভ ইঙ্গিত দেয়। ইহা ছাড়া চন্দ্র শুক্রের যোগে জাতক-জাতিকাকে প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় করে তোলে, ফলে তাঁরা অপরের ভালবাসা সহজেই অর্জন করতে পারেন।

একে অন্যকে কিভাবে প্রেক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হন কয়েকটি ছকের সাহায্যে দেখান হচ্ছে। এঁরা প্রত্যেকেই প্রেম বিবাহ। প্রথম দর্শনেই এঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

উপরের এই দুই রাশি চক্র দেওয়া হল, তাঁরা দীর্ঘ দিন মন দেওয়া-নেওয়ার পর বিবাহে আবদ্ধ হয়েছেন। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁদের প্রণয় সুরু হয় ও কর্মজীবনের সুরুতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এবার লক্ষ্য করুন জাতিকার পঞ্চমে কেতু অবস্থান করছে ও জাতকের চন্দ্র (মনের কারক গ্রহ)-কে কনজানকসন প্রেক্ষার দ্বারা

আবদ্ধ করছে। জাতকের শুক্র, জাতিকার মঙ্গলের সঙ্গে সহঅবস্থান করে প্রেক্ষায় আবদ্ধ হয়েছে। জাতকের মঙ্গল জাতিকার রবি সঙ্গে প্রেক্ষা সম্পর্ক করেছে। জাতিকার পঞ্চমপতি মঙ্গল ও জাতকের পঞ্চমপতি বৃহস্পতি পরস্পর ৬০° ডিগ্রি ব্যবধানে সেক্সটাইল প্রেক্ষা সৃষ্টি করেছে। জাতকের সপ্তমপতি শনি জাতিকার লগ্নপতি চন্দ্রকে তৃতীয় ও সেক্সটাইল
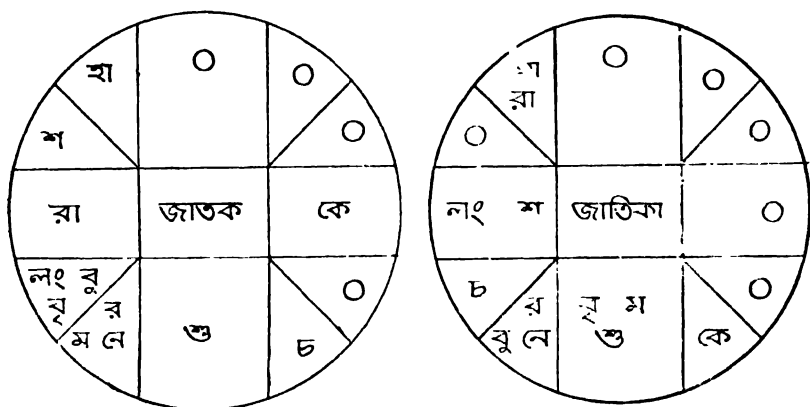
প্রেক্ষায় দেখছে। জাতকের পত্নীকারক গ্রহ শুক্র জাতিকার পতিকারক গ্রহের সঙ্গে কনজানকসন করেছে। মঙ্গলের দশায় তাঁরা বিবাহে আবদ্ধ হন। লক্ষ্য করুন জাতিকার মঙ্গল পঞ্চমপতি ও পতিকারক গ্রহ। প্রকৃত পক্ষে জাতিকার ইচ্ছাই এ ব্যপারে চূড়ান্ত ছিল। তাই জাতিকার কারকদশাই বিবাহ সম্ভব হয়েছে। এভাবে যদি প্রেক্ষা বিশ্লেষণ করে, দেখা যায় তবে অনেক গূঢ় তথ্য অতি সহজেই জানা সম্ভব হয়।

১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ছক দুই জাতক জাতিকার, বয়সের তফাৎ প্রায় পঁচিশ বৎসর। জাতকের স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। জাতিকার ও স্বামীর সঙ্গে আত্মিক মিলনের অভাব। এঁরা দুজন যখন পরস্পরকে দেখলেন অতি অল্প দিনের ভিতর তাদের গভীর অনুরাগ জন্মে। যদি ও ক্ষেত্রে বিবাহ হওয়া হয়ত সম্ভব নয়, তথাপি তাঁদের পরস্পারের আকর্ষণ লক্ষণীয়।

এবার লক্ষ্য করুন জাতিকার মঙ্গল জাতকের রাহু ঘরে অবস্থান করছে ও কনজানকসন অবস্থায় আছে। জাতকের শুক্র জাতিকার রাহুর সেক্সটাইল প্রেক্ষায় আবদ্ধ। জাতিকার বৃহস্পতির সঙ্গে জাতকের

চন্দ্র ট্রাইন প্রেক্ষায় আবদ্ধ হয়েছে। জাতিকার শুক্র জাতেকর রাহুর সঙ্গে কনজানকসন অবস্থায় আছে। জাতিকার পঞ্চমপতি শুক্র জাতকের পঞ্চমপতি শনির দ্বারা দশম দৃষ্টিতে আবদ্ধ। জাতিকার চন্দ্র জাতকের বৃহস্পতির সঙ্গে সহ-অবস্থান করছে। জাতিকার সপ্তম কারক গ্রহ চন্দ্র ও
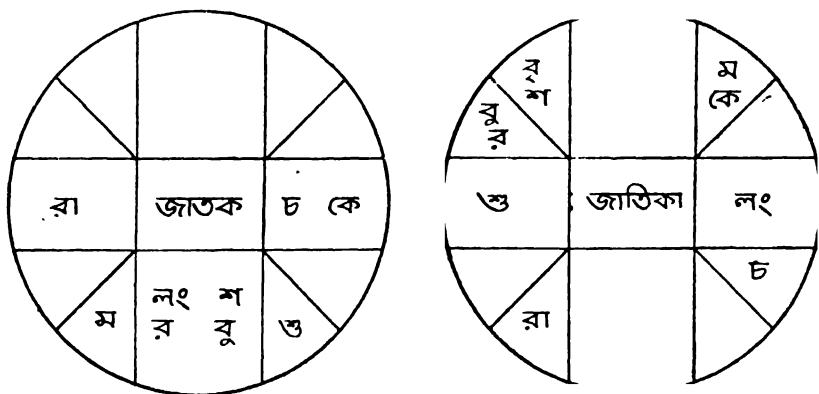
জাতকের সপ্তম কারক গ্রহ মঙ্গলের সঙ্গে শুভ প্রেক্ষায় আবদ্ধ না হওয়ায় ভালবাসা বিবাহে রূপান্তর নিতে পারছে না। এভাবে প্রত্যেকটি ভাবকে বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মানসিক অবস্থা বোঝা সম্ভব!

নিম্নের ছক দুই জাতক জাতিকার, বিবাহের পূর্বে তাদের পরিচয় হয় ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন ও শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিয়ে হয়। বর্তমানে সুখী দম্পতি আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত।
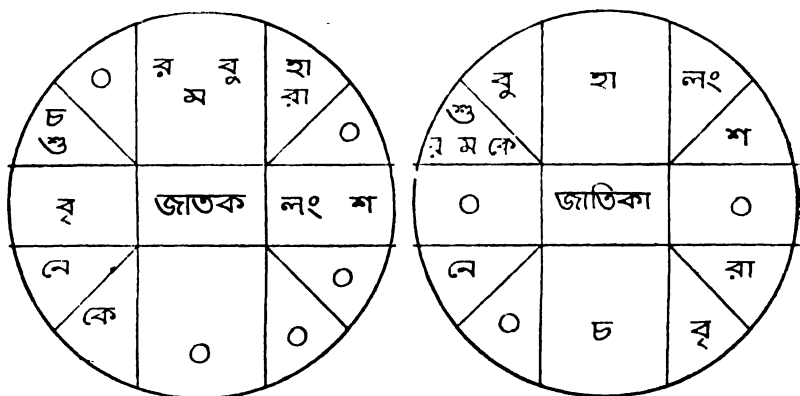
জাতকের চন্দ্র ও জাতিকার রবি কনজানকসন অবস্থায় আছে। জাতিকার মঙ্গল জাতকের শুক্র সঙ্গে কনজানকসন করেছে। জাতকের

পঞ্চম ঘরে জাতিকার সপ্তমপতি। জাতিকার রাহু জাতকের শুক্রকে সপ্তমদৃষ্টিতে দেখছে। জাতিকার পঞ্চমপতি চন্দ্র ও জাতকের পঞ্চমপতি শুক্র পরস্পর ট্রাইন প্রেক্ষায় আছে।

মঙ্গল, শুক্র, চন্দ্র রবি ও রাহু শুক্র এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। উভয়ের বৃহস্পতি লগ্নকে দেখছে বলে তাদের প্রেম কখনও বৈধ সীমা লঙ্ঘন করে নাই। অল্প কিছু দিন প্রেমের পরই বিয়ে হয়ে যায়।

বিলম্বে বিবাহ যোগ

মঙ্গল লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দ্বাদশেস্থিত ও সপ্তমপতি বা বৃহস্পতি কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট নয়।

লগ্নে বা সপ্তমে শনি ও শনির সপ্তমে কোন গ্রহ অবস্থান করলে!

রাহু মঙ্গল যদি সপ্তমে অবস্থান করে বা শুক্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করে।

শুক্র শনির দশমেস্থিত ও শনি শুক্রের চতুর্থে অবস্থান করছে। ঐ যোগের সঙ্গে যদি শুক্র মঙ্গল দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে বিবাহ বিলম্বিত হবার প্রবল সম্ভাবনা।

সপ্তম শনি, সপ্তমপতি বা শুক্রের সঙ্গে শনির সম্বন্ধ হলে বিবাহ বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা।

লগ্ন বা রাশি হতে সপ্তমে দুর্বল বৃহস্পতি বা শনির অবস্থানে বিবাহে বাধা নির্দেশ করে ও বিলম্বিত হতে পারে!

রবি শুক্র শনি একত্রে অবস্থান করলে দেরীতে বিবাহ হওয়া সম্ভব।

শুক্র যদি বৃহস্পতি বা শনি যুক্ত হয় অথবা শনি বা বৃহস্পতির সপ্তমে শুক্র অবস্থান করলে বিবাহ বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা।

সপ্তমপতি যদি সপ্তমস্থান হতে দ্বিতীয়, ষষ্ঠে বা দ্বাদশে অবস্থান করে ও কোন অশুভ গ্রহ সপ্তমপতির সঙ্গে যুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে বিলম্বে বিবাহের নির্দেশ দেয়।

ব্যভিচার যোগ

সপ্তম স্থানে মঙ্গল বা শনির ঘর হয় ও সেখানে শুক্র অবস্থান করে ও সেই শুক্রকে শনি বা মঙ্গল দৃষ্টি দিলে জাতকের চরিত্রহানির সম্ভাবনা।

সপ্তমস্থানে শনি, মঙ্গল ও চন্দ্র থাকে আর শুক্র, শনি বা মঙ্গলের ঘরে অবস্থান করে, শনি বা মঙ্গল দ্বারা দৃষ্ট হয় তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের চারিত্রিক দোষ জন্মায়!

শুক্র বা চন্দ্র পাপযুক্ত হয়ে স্বক্ষেত্রস্থ হলে ভার্যা ব্যভিচারিণী হবার সম্ভাবনা।

সপ্তমপতি সহ রাহু, ধনু বা মীনে অবস্থান করলে যৌন প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তোলে।

চন্দ্র সপ্তমে মঙ্গলদ্বারা দৃষ্ট হলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিক প্রভেদ সৃষ্টি করে। শনি শুক্রের দ্বারা দৃষ্ট বা শনি দ্বিতীয় পতি যুক্ত হলে চরিত্রের চঞ্চলতা কর্মক্ষেত্রেও প্রকাশ পায়।

দশমপতি শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়ে মেষে বা বৃশ্চিকে অবস্থান করলে চরিত্র দোষ জন্মায়।

সপ্তমে বুধ ও বৃহস্পতি বা শুক্র চন্দ্র অবস্থানে বহুনারী সঙ্গ লাভ হয়।

সপ্তমপতি শুক্র সহ অশুভস্থানে অবস্থান করলে কামপীড়িত হয়ে মন্দ কাজ করার প্রবণতা জন্মায়।

সপ্তমপতি ও ষষ্ঠপতি নবমে অন্য নারীতে আসক্তি জন্মায়। সপ্তমে রাহু ও রবিতে চারিত্রিক ভ্রষ্টতার জন্য অর্থব্যয়।

মঙ্গল বা শনির ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থানে চিত্তচাঞ্চল্য হবার সম্ভাবনা।

বুধ দৃষ্ট শুক্র সিংহে অবস্থানে একাধিক নারীসঙ্গ হবার সম্ভাবনা।

মঙ্গল বা শনিযুক্ত হয়ে শুক্র দ্বিতীয়ে, অষ্টমে বা দ্বাদশে অবস্থানে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই চারিত্রিক দোষ জন্মায় ও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব।

মঙ্গল ও শুক্র কেন্দ্র কোণে বা পরস্পরের দৃষ্টি অথবা মঙ্গল অষ্টম দৃষ্টির দ্বারা শুক্রকে দৃষ্টি দিলে নৈতিক চরিত্রের হানি হওয়া সম্ভব।—

শুক্র ও মঙ্গল পরস্পরের ক্ষেত্রে বা নবাংশে অবস্থান করলে নারী যে কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

উপপদে বা তার দ্বিতীয় ঘর যদি যুগ্ম রাশিতে পড়ে (বৃষ কর্কট,

কন্যা ইত্যাদি) বা মিথুনে ও রাহু বা মঙ্গলের অবস্থান বা দৃষ্টি থাকে, সে ক্ষেত্রে জাতক জাতিকার চারিত্রিক চঞ্চলতা প্রকাশ পেতে পারে।

চিরকুমার যোগ

লগ্নে সপ্তমে ও একাদশে অশুভ গ্রহ ও দুর্বল চন্দ্র পঞ্চমে বা অশুভ ক্ষেত্রে অবস্থান করলে বিবাহে বাধা নির্দেশ করে '

সপ্তমে শনি অশুভ গ্রহ কর্তৃক পীড়িত ও সপ্তমপতি দুঃস্থানে বিবাহে প্রবল বাধা হবার সম্ভাবনা।

সপ্তমপতি নবমে বুধ শনি যুক্ত এবং সপ্তমে চন্দ্র বা শুক্রের দৃষ্টি না থাকলে বিবাহ না হবারই সম্ভাবনা প্রবল।

দুর্বল লগ্নপতি শুক্র চন্দ্র ষষ্ঠে বা দ্বাদশে শনির দ্বারা পীড়িত হলে ও সপ্তমপতির সপ্তমে দৃষ্টি না থাকলে বিবাহ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

আধুনিক যোটক বিচার

প্রচলিত যোটক বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে কোন পঞ্জিকাতেই দেখতে পাওয়া যায় কিভাবে বিচার করতে হয়। প্রাচীন কাল থেকেই এ ধরনের যোটক বিচার আমাদের দেশে চলে আসছে। এ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে আমাদের চিন্তাধারার যে পরিবর্তন ঘটছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে যোটক বিচারের পদ্ধতির কিছু নতুন তথ্য সংযোজন প্রয়োজন। পূর্বে স্বামী স্ত্রীর মানসিকতার উপর তেমন জোর দেওয়া হত না। আয়ু ও সম্পদের উপরই বেশী বিশ্লেষণ হত। আজকাল বিবাহ বিচ্ছেদের কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে স্ত্রীর পুরুষের প্রবৃত্তিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের অশান্তির জন্য দায়ী। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে হয়ত অর্থ নৈতিক কারণ থাকতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে পূর্ণমূল্যায়ণ দরকার। পাশ্চাত্য দেশে যোটক বিচারের পদ্ধতি মনে হয় বর্তমানে আমাদের সমাজেও প্রচলনের সময় হয়ে এসেছে।

পাশ্চাত্য মতে জাতকের চন্দ্রের ও জাতিকার রবি সহ-অবস্থান বা শুভ প্রেক্ষায় থাকলে তাদের মানসিকতা এক সূত্রে গাঁথা থাকে।

জাতিকার মঙ্গল যদি জাতকের শুক্রের সঙ্গে সহ-অবস্থান বা শুভ প্রেক্ষায় থাকে সেক্ষেত্রে তাদের আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

জাতকের শুক্র যদি জাতিকার রবির সঙ্গে সহ অবস্থান বা শুভ প্রেক্ষায় থাকলে ভালবাসা ও আর্থিক দিক থেকে সাফল্য নির্দেশ করে।

জাতিকার রবি যদি জাতকের মঙ্গলের শুভ প্রেক্ষায় থাকলে সুখী যৌন জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

উক্তভাবে বুধ বৃহস্পতির যোগে আত্মিক মিলনের সহায়তা করে। রবি বৃহস্পতিতে ভাগ্যের শুভ পরিবর্তন হবার প্রবল সম্ভাবনা। মঙ্গল চন্দ্রে উভয়ের যৌন আবেগ সমপর্যায়ে থাকার দরুন শুভ মিলন হওয়া সম্ভব হয়।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি পদ্ধতির দ্বারা স্বামী স্ত্রী মানসিক দিক থেকে সুখী হবে কিনা জানা সম্ভব।

স্বামীর লগ্ন যদি স্ত্রীর রাশি হয় বা স্ত্রীর লগ্ন যদি স্বামীর রাশি হয়।

স্বামীর শুক্র যে ঘরে অবস্থান করছে সেই ঘরে যদি স্ত্রীর লগ্ন বা রাশি হয়।

স্বামীর লগ্ন যদি স্ত্রীর লগ্ন হয়।

স্ত্রীর লগ্ন যদি স্বামীর সপ্তমপতির তুঙ্গক্ষেত্র হয়।

স্বামীর সপ্তমপতি যে ঘরে অবস্থান করছে সেই ঘর বা তার সপ্তমে যদি স্ত্রীর লগ্ন হয়।

পুরুষের ক্ষেত্রে চন্দ্র প্রথম যে গ্রহের সাথে প্রেক্ষায় আবদ্ধ হবে সেই গ্রহ থেকেই তার স্ত্রীর গুণাবলী জানা সম্ভব। তদ্রূপ নারীর জন্মচক্রে রবি যার সঙ্গে প্রথম প্রেক্ষায় আবদ্ধ হবে সেই গ্রহ থেকে তার স্বামীর গুণাবলী জানা সম্ভব।

প্রচলিত দম্পতি-মিলন চক্র :—

পাত্রের রাশি	পাত্রীর রাশি — রাজ যোটক						উত্তম যোটক		মধ্যম যোটক	অধম যোটক			
মেষ	মেষ	মিথুন	কর্কট	মকর	কুম্ভ	—	ধনু	মীন	বৃশ্চিক	বৃষ	সিংহ	কন্যা	তুলা
বৃষ	বৃষ	কর্কট	সিংহ	বৃশ্চিক	কুম্ভ	মীন	মকর	মেষ	তুলা	মিথুন	কর্কট	ধনু	—
মিথুন	মিথুন	সিংহ	কন্যা	মীন	মেষ	—	কুম্ভ	বৃষ	মকর	কর্কট	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু
কর্কট	কর্কট	কন্যা	তুলা	মকর	মেষ	বৃষ	মীন	মিথুন	ধনু	সিংহ	বৃশ্চিক	কুম্ভ	—
সিংহ	সিংহ	তুলা	বৃশ্চিক	বৃষ	মিথুন	—	মেষ	কর্কট	মীন	কন্যা	ধনু	মকর	কুম্ভ
কন্যা	কন্যা	বৃশ্চিক	ধনু	মীন	মিথুন	কর্কট	বৃষ	সিংহ	কুম্ভ	তুলা	মকর	মেষ	—
তুলা	তুলা	ধনু	মকর	কর্কট	সিংহ	—	মিথুন	কর্কট	বৃষ	মেষ	বৃশ্চিক	কুম্ভ	মীন
বৃশ্চিক	বৃশ্চিক	মকর	কুম্ভ	বৃষ	সিংহ	কন্যা	কর্কট	তুলা	মেষ	মিথুন	ধনু	মীন	—
ধনু	ধনু	কুম্ভ	মীন	কর্কট	তুলা	—	সিংহ	বৃশ্চিক	কর্কট	মেষ	বৃশ্চিক	মিথুন	মকর
মকর	মকর	মীন	মেষ	কর্কট	তুলা	বৃশ্চিক	কন্যা	ধনু	মিথুন	বৃষ	সিংহ	কুম্ভ	—
কুম্ভ	কুম্ভ	মেষ	বৃষ	বৃশ্চিক	ধনু	—	তুলা	মকর	কর্কট	মিথুন	কর্কট	সিংহ	মীন
মীন	মীন	বৃষ	মিথুন	কর্কট	ধনু	মকর	বৃশ্চিক	কুম্ভ	সিংহ	মেষ	কর্কট	তুলা	—

দ্বাদশ ভাবপতির দশাফল

দশা বিচারের সময় কয়েকটি বিশেষ নিয়ম জানা দরকার। পারাসরী হোরা মতে দশা বিচারের কতকগুলি নিয়ম আছে, যা জন্ম চক্রের শুভা-শুভ নির্ধারণের সহায়ক।

ধনপতি পঞ্চমে অবস্থান করলে তার দশা অশুভপ্রদ। তৃতীয়-পতির দশায় খুব শুভফল পাওয়া যায় না। চতুর্থ ও পঞ্চমপতি দশা শুভপ্রদ। ষষ্ঠীপতির দশায় শত্রুভীতি সৃষ্টি করে। সপ্তমপতি দশায় মিশ্রফল লাভ সম্ভব (সপ্তমপতি মারক হলে অশুভপ্রদ)। অষ্টমপতির দশা অশুভপ্রদ। নবমপতি, দশমপতি ও একাদশপতির দশা শুভপ্রদ। দ্বাদশপতির দশা শোক, রোগ, দ্রব্যনাশ ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা।

১। পঞ্চমপতি ও নবমপতির দশা অতীব শুভপ্রদ।

২। পঞ্চমপতিযুক্ত নবমপতির দশায় সর্বসুখ হওয়া সম্ভব।

৩। দশমপতি ও চতুর্থপতির দশায় অর্থ সম্মান বিত্তলাভ সম্ভব।

উপরোক্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে বিচার করার সময় ধরা হয়। কিন্তু এর বাইরেও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে যা জন্ম চক্র বিচার করার সময় দেখা দরকার।

কোন গ্রহ পঞ্চম পতি বা নবম পতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে, তার দশা অত্যন্ত শুভপ্রদ হয়!

পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট গ্রহের দশা রাজ্য প্রদায়িণী হয়, শুভযুক্ত গ্রহের দশায় দ্রব্যলাভ হয়।

পঞ্চম পতিযুক্ত নবম পতির দশায় রাজ্যসুখ লাভ হয়। সেই রকম দশম পতিযুক্ত পঞ্চম পতির দশাও শুভপ্রদ হয়। পঞ্চমপতি যুক্ত দশম পতির দশা শুভপ্রদ সেইরকম চতুর্থপতিযুক্ত নবমপতিব দশাও শুভপ্রদ হয়।

পঞ্চম ও দশম পতির দশা শুভ। পঞ্চম পতিযুক্ত লগ্নপতির দশায় রাজ্যলাভ হয়। পঞ্চম পতিযুক্ত দশমপতি অথবা চতুর্থপতিযুক্ত দশমপতি, শুভাশুভ যেখানেই থাকুক না কেন তার দশা মান অর্থ ও সুখপ্রদ হয়।

একই গ্রহ ষষ্ঠপতি ও সপ্তমপতি হয়ে দশমে থাকলে বা দশম পতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তার দশা শুভপ্রদ হয়। সিংহলগ্নে শনি ষষ্ঠপতি ও সপ্তমপতি উভয়ই হন—কাজেই সিংহ লগ্নের কুণ্ডলীতে

তিনি বৃষরাশিতে থাকলে বা শুক্রের সঙ্গে যুক্ত হলে তার শনির দশা শুভপ্রদ হবে।

একই গ্রহ দ্বিতীয় পতি ও সপ্তম পতি উভয়ই হয়ে চতুর্থে থাকলে অথবা চতুর্থ পতির সঙ্গে যুক্ত হলে তার দশা শুভ হয়।

ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ পতির দশাও শুভ হতে পারে, যদি তারা পঞ্চম পতির সঙ্গে যুক্ত হন।

চতুর্থপতি ও দশম পতির মধ্যে ক্ষেত্রে বিনিময় ঘটলে তাদের উভয়েরই দশা শুভপ্রদ হয়।

পঞ্চম, দশম, চতুর্থ ও নবম পতিগণ যে-কোনভাবে একত্রে-স্থিত হলে তাদের প্রত্যেকের দশা রাজ্যদায়ক। তাদের সঙ্গে অন্য কোন গ্রহ থাকলে সেই গ্রহের দশাও সেইরকম শুভ হবে।

চতুর্থ স্থান গতে পঞ্চমপতির দশা শুভ এবং চতুর্থ রাশিস্থ দশম পতির দশা রাজ্যপ্রদ। উক্ত পঞ্চম পতি বা দশম পতি কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট গ্রহের দশাও রাজ্যপ্রদ।

দশমস্থানগত পঞ্চমপতির দশায় সম্পদ লাভ হয়। দশম স্থানগত নবমপতির দশায় রাজ্যলাভ হয়।

যেভাবে শুভগ্রহ, স্বামীগ্রহ বা তুঙ্গীগ্রহ থাকে বা দেখে সেইভাবের দশাকালে ঐশ্বর্যলাভ হয়।

যে ভাবপতি আত্মকারকের দ্বিতীয়ে থাকে বা উক্ত দ্বিতীয় স্থানে দৃষ্টি দেয়। সেই ভাব পতিস্থিত রাশির দশায় বহু ধনরত্ন লাভ হয়।

যে গ্রহের ব্যয়স্থানে যে গ্রহ থাকে, সেই সেই গ্রহের দশা মধ্যে উক্ত ব্যয়স্থানে গ্রহের অন্তর্দশায় ধনহানি ঘটে।

যে-গ্রহের ত্রিকোণে পাপগ্রহগণ থাকে, সেই পাপ গ্রহের অন্তঃদশায় মৃত্যু, পুত্রহানি, পিতার রোগ ভোগও মহাসন্তাপ হয়।

যে গ্রহের ত্রিকোণে অষ্টমপতি, ব্যয়পতি, রবি মঙ্গল ও শনি থাকে, সেই গ্রহের দশা মধ্যে উক্ত অষ্টম দ্বাদশ পতি, রবি, মঙ্গল ও শনির অন্তর্দশায় পিতৃপীড়া ও দ্রব্যহানি ঘটে।

যে গ্রহের ত্রিকোণে রাহু বা কেতু থাকে, সেই গ্রহের দশা মধ্যে উক্ত রাহু বা কেতু অন্তর্দশা আসলে বিদেশ ভ্রমণ এবং পদে পদে কষ্ট ও ভয় হয়।

যে গ্রহ হতে ষষ্ঠাষ্ঠমে ক্রূর নীচ প্রভৃতি দোষযুক্ত গ্রহ থাকে, সেই গ্রহের দশা মধ্যে উক্ত নীচ ক্রূরাদি গ্রহের অন্তর্দশায় রোগ শত্রুভয়, রাজভয়, দেহ পীড়াদি ঘটে।

যে গ্রহের দশমে রাহু থাকে, সেই গ্রহের দশামধ্যে উক্ত রাহুর অন্তর্দশায় পুণ্যতীর্থ পর্যটন হয়।

যে গ্রহের নবম, দশম ও একাদশে শুভগ্রহ থাকে, তাদের অন্তর্দশায় বিদ্যা, অর্থ, বর্ম, সৎকর্ম, খ্যাতি, পৌরুষ লাভ হয়।

যে গ্রহের পঞ্চম। ষষ্ঠ ও সপ্তম তুঙ্গী শুভগ্রহ থাকে, সেই তুঙ্গী শুভগ্রহের অন্তর্দশায় পুত্র কন্যাদি প্রাপ্তি ও রাজসম্মানাদি প্রাপ্তি ঘটে।

যে সমস্তভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, নবম, দশম ও একাদশপতি বা লগ্নপতিগণ থাকেন দশাকালে সেই সেই ভাবের ফল সিদ্ধি হয়।

যে সমস্তভাবে বৃহস্পতি, শুক্র বা নবম পতি থাকেন দশাকালে সে সে সময় কল্যাণোৎসব, সম্পত্তিলাভ ও দেব-ব্রাহ্মণ পূজাদি হয়।

যে গ্রহের চতুর্থে তুঙ্গী গ্রহ বা শুভ গৃহাধিপতি গ্রহ থাকে সেই গ্রহের দশায় ও শেষোক্ত গ্রহের অন্তর্দশায় বাহনলাভ, রাজ্যলাভ ও পশুবৃদ্ধি প্রভৃতি শুভফল লাভ হয়। উক্ত স্থানে অর্থাৎ কোন গ্রহের চতুর্থে তুঙ্গী বা শুভ ভাবাধিপতি চন্দ্র থাকলে চন্দ্রের অন্তর্দশায় প্রথম ধন ধান্যাদি লাভ হয় এবং পূর্ণচন্দ্র থাকলে মণিরত্নাদি নিধি প্রাপ্তি ঘটে। উক্তস্থানে তুঙ্গী বা শুভ ভাবাধিপতি শুক্র থাকলে শুক্রের অন্তর্দশায় মৃদঙ্গাদি বাদ্যগীত, শ্রবণ, আন্দোলিকা প্রাপ্তি ঘটে। উক্তস্থানে উক্তরূপ বৃহস্পতি থাকলে বৃহস্পতির অন্তর্দশায় স্বর্ণময় আন্দোলিকা লাভ হয়।

লগ্নপতি, ভাগ্যপতি, কর্মপতি তুঙ্গী হয়ে শুভযোগ করলে সকল বিষয়ে উন্নতি মহা ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্যাদি প্রাপ্তিরূপ শ্রেষ্ঠ রাজযোগের ফল পাওয়া যায়।

একমাত্র নাক্ষাত্রিকী দশায় গ্রহগণ দোষ ও গুণ ভেদে আঠারো প্রকার ভিন্ন ফল পাওয়া যায়—

(১) পরমোচ্চস্থ (২) তুঙ্গস্থান জাত (৩) মূলত্রিকোণস্থ (৪) স্বক্ষেত্রস্থ (৫) অধিমিত্রক্ষেত্রগত (৬) তাৎকালিক মিত্রক্ষেত্রগত (৭) তাৎকালিক সমক্ষেত্রগত (৮) শত্রুক্ষেত্রগত (৯) অধিশত্রুক্ষেত্রস্থ (১০) অবরোহী স্থানগত (১১) নীচে গৃহস্থ (১২) সুনীচস্থ (১৩) নীচারি বর্গগত

(১৪) ক্রূরযুক্ত ভাবস্থ (১৫) নিজবর্গগত (১৬) কেন্দ্র—কোণগত (১৭) গ্রহযুদ্ধে পরাজিত (১৮) অস্তগত।

সম্পূর্ণাখ্যা গ্রহদশা—পরমোচ্চগত এবং অত্যন্ত বলবান গ্রহের দশার নাম সম্পূর্ণ দশা—এই দশা রাজ্যভোগ ও সুখপ্রদ জাতকের গৃহে এই সময় লক্ষীর কটাক্ষ চিহ্ন লক্ষিত হয়।

সপূর্ণাখ্যা গ্রহদশা—তুঙ্গরাশিগত গ্রহ বা অতি বলবান গ্রহের দশার নাম সপূর্ণদশা। এই দশা বহু ঐশ্বর্যপ্রদ হলে ও ব্যাধিপ্রদ অর্থাৎ এই দশাভোগকালে জাতক ঐশ্বর্যবান হতে ও রো 'পীড়িত হন।

রিক্তাদশা—অতি নীচগত গ্রহের বা অতি দুর্বল গ্রহের দশার নাম—রিক্তাদশা, এই দশা ব্যাধি, অনর্থ ও মৃত্যুদায়ক।

অত্যুচ্চ ও সুনীচ্চস্থ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানগত গ্রহের নাম অবরোহিণী এবং সুনীচস্থ ও সুউচ্চ স্থানের মধ্যবর্তী স্থানগতে গ্রহের নাম আরোহিন, অবরোহী ও আরোহী গ্রহের দশার নাম—মধ্যাখ্য দশা।

নীচস্থ, শত্রু নবাংশ গত গ্রহের দশার নাম—আধমাখ্য দশা, এই দশা ব্যাধি, দুঃখ, ভয় ও ক্লেশ বৃদ্ধি করে।

উচ্চগৃহস্থ বা মিত্র গৃহস্থ গ্রহের দশার নাম—মধ্যাখ্য দশা, এই দশা ধনপ্রদ হয়।

ভাগ্যপতি যদি দৃষ্টি বা কেন্দ্রস্থিতি দ্বারা বৃহস্পতির সম্বন্ধ লাভ করেন, তাহলে তিনি অপরাপর গ্রহের দশামধ্যেও ভাগ্যোন্নতি করেন।

অর্থান্তর—নবম পতি নবমস্থ হলে অথবা কেন্দ্রস্থান জাত নবমপতি কর্তৃক নবম স্থান দৃষ্ট হলে তিনি অপরাপর গ্রহের দশা মধ্যেও ভাগ্যোন্নতি করেন। বক্রীগ্রহ বলবান হলেও দেয়কালের উৎকর্ষসাধন করতে পারেন না। গ্রহের বলাবলানুযায়ী ভাগ্যের তারতম্য বিচার করতে হয়। দুর্বল গ্রহ যোগাযোগ পেলেও ফলদাম করতে পারেন না।

শীর্ষোদয় রাশিস্থ—গ্রহ স্বীয় দশার প্রথমভাগে নিজফল দেন। উভয়োদয় রাশিস্থ গ্রহ স্বীয় দশার মধ্যভাগে নিজফল দেন, পৃষ্ঠোদয় রাশিস্থ গ্রহদ্বয় দশার শেষভাগে ফলপ্রদ হন।

ভাব কারক ও ভাবপতি গ্রহ কেন্দ্র কোণে থাকলে দশাকালে ভাবের উৎকর্ষতা হয় ও ফলপ্রদান করতে সমর্থ হয়। দুঃস্থানে ভাবের নাস হয়। কিন্তু তৃতীয় একাদশে থাকলে শুভ ফল পাওয়া সম্ভব হয়।

কোন ভাবপতি যদি সেই ভাবকে দৃষ্টি করে বা ভাবস্থ হয় অথবা লগ্নগত হয় কিংবা তুঙ্গস্থান গত হয়, তাহলে সেই ভাবের বৃদ্ধি হয়।

লগ্নপতি, চতুর্থপতি ও নবমপতিগণ পরস্পর সমন্ধবদ্ধ হলে বাহনযোগ সৃষ্টি হয়।

দশা বিচার উপরোক্ত নিয়মগুলিকে স্মরণ করে যদি বিচার করা যায়, তবে জাতকের সঠিক মুল্যায়ণ করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া আরও নিয়ম আছে বিশেষ করে প্রত্যেকটি ভাবের বিশ্লেষণে কারক গ্রহের সঙ্গে সমন্বয় করে বিচার করা দরকার। অর্থাৎ সপ্তম ভাব বিচার করার সময় যেমন সপ্তম ভাবের কারক গ্রহের সঙ্গে শুক্রেরও বিচার করা দরকার আবার পুরুষের ক্ষেত্রে চন্দ্রের ও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে রবির সম্বন্ধ ও বিচার করতে হয়।

বর্তমানে বিংশোত্তরী দশা বিশেষভাবে প্রচলিত। তাই বিংশোত্তরী অন্তর দশার সারণী দেওয়া হল। চন্দ্রের অবস্থান ডিগ্রি থেকে দশা নির্ণয় করা সহজ বলে তাহাও দেওয়া হল। পাঠকবর্গ তাদের জন্ম-কালীন চন্দ্রের অবস্থান দেখে কোন্ দশায় জন্ম হয়েছিল এবং কতটা ভোগ্য ছিল সহজেই তাহা নির্ণয় করতে পারবেন।

চন্দ্রের অবস্থান থেকে দশা নির্ণয় :—

চন্দ্রের ডিগ্রি	চন্দ্র মেষ সিংহ ধনু	বৃষ কন্যা মকর	মিথুন তুলা কুম্ভ	কর্কট বৃশ্চিক মীন
	বং-মাঃ-দি	বং-মাঃ-দি	বং-মাঃ-দি	বং-মাঃ-দি
০° — ০′	কেতু ৭-০-০	রবি ৪-৬-০	মঙ্গল ৩-৬-০	বৃহস্পতি ৪-০-০
১° — ০	৬-৫-২১	৪-০-১৮	৩-১১-১২	২-৯-১৮
২° — ০	৫-১১-১২	৩-৭-৬	২-৫-১২	১-৭-৬
৩° — ০	৫-৫-৩	৩-১-২৪	১-১১-৩	০-৪-২৪
৪° — ০	৪-১০-২৪	২-৮-১২	১-২-২১	শনি ১৮-০-১৮
৫° — ০	৪-৪-১৫	২-৩-০	০-১০-১৫	১০-৭-১৫
৬° — ০	৩-১০-৬	১-৯-১৮	০-৪-৬	১৫-২-১২
৭° — ০	৩-৩-২৭	১-৪-৬	রাহু ১৭-৬-১৮	১৩-৯-৯
৮° — ০	২-৯-১৮	০-১০-২৪	১৬-২-১২	১২-৪-৬
৯° — ০	২-৩-৯	০-৫-১২	১৪-১০-৬	১০-১১-৩
১০° — ০	১-৯-০	চন্দ্র ১০-০-০	১৩-৬-০	৯-৬-০
১১° — ০	১-২-২১	৯-৩-০	১২-১-২৪	৮-০-২৭
১২° — ০	০-৮-১২	৮-৬-০	১০-৯-১৮	৬-৭-২৪
১৩° — ০	০-২-৩	৭-৯-০	৯-৫-১২	৫-২-২১
১৪° — ০	শুক্র ১৯-০-০	৭-০-০	৮-১-৬	৩-৯-১৮
১৫° — ০	১৭-৬-০	৬-৩-০	৬-৯-০	২-৪-১৫
১৬° — ০	১৬-০-০	৫-৬-০	৫-৪-২৪	০-১১-১২
১৭° — ০	১৪-৬-০	৪-৯-০	৪-০-১৮	বুধ ১৬-৬-২৭
১৮° — ০	১৩-০-০	৪-০-০	৩-৮-১২	১৫-৩-১৮
১৯° — ০	১১-৬-০	৩-৩-০	২-৪-৬	১৪-০-৯
২০° — ০	১০-০-০	২-৬-০	বৃহস্পতি ১৬-০-০	১২-৯-০
২১° — ০	৮-৬-০	১-৯-০	১৪-৯-১৮	১১-৫-২১
২২° — ০	৭-০-০	১-০-০	১৩-৭-৬	১০-২-১২
২৩° — ০	৫-৬-০	০-৩-০	১২-৪-২৪	৮-১১-৩
২৪° — ০	৪-০-০	মঙ্গল ৬-৭-২৪	১১-২-১২	৭-৭-২৪
২৫° — ০	২-৬-০	৬-১-১৫	১০-০-০	৬-৪-১৫
২৬° — ০	১-০-০	৫-৭-৬	৮-৯-১৮	৫-১-৬
২৭° — ০	রবি ৫-১০-০	৫-০-২৭	৭-৭-৬	৩-৯-২৭
২৮° — ০	৫-৪-২৪	৪-৬-১৮	৬-৪-২৪	২-৬-১৮
২৯° — ০	৪-১১-১২	৪-০-৯	৫-২-১২	১-৩-৯
৩০° — ০	৪-৬-০	৩-৬-০	৪-০-০	০-০-০

বিংশোত্তরী অন্তর্দশার বর্ষ ভোগ ঃ—

রবি				চন্দ্র			
	বৎসর	মাস	দিন		বৎসর	মাস	দিন
রবি - র	-	৩	১৮	চন্দ্র - চ	-	১০	-
„ - চ	-	৬	—	„ — ম	-	৭	-
„ - ম	-	৪	৬	„ - রা	১	৬	—
„ - রা	—	১০	২৪	„ - বৃ	১	৪	—
„ - বৃ	-	৯	১৮	„ - শ	১	৭	-
„ - শ	-	১১	১২	„ - বু	১	৫	—
„ - বু	—	১০	৬	„ - কে	-	৭	-
„ - কে	—	৪	৬	„ - শু	১	৮	—
„ - শু	১	—	—	„ - র	-	৬	-
	৬	—	—		১০	—	—

মঙ্গল				রাহু			
	বৎসর	মাস	দিন		বৎসর	মাস	দিন
মঙ্গল - ম	-	৪	২৭	রাহু — রা	২	৮	১২
„ - রা	১	-	১৮	„ — বৃ	২	৪	২৪
„ - বৃ	-	১১	৬	„ - শ	২	১০	৬
„ - শ	১	১	৯	„ - বু	২	৬	১৮
„ - বু	-	১১	২৭	„ - কে	১	-	২৮
„ - কে	-	৪	২৭	„ — শু	৩	—	—
„ - শু	১	২	—	„ - র	—	১০	২৪
„ - র	-	৪	৬	„ - চ	১	৬	—
„ - চ	-	৭	—	„ - ম	১	—	১৮
	৭	—	—		১৮	—	-

বৃহস্পতি

	বৎসর	মাস	দিন
বৃহস্পতি – বৃ	২	১	১৮
,, – শ	২	৬	১২
,, – বু	২	৩	৬
,, – কে	–	১১	৬
,, – শু	২	৮	–
,, – র	–	৯	১৮
,, – চ	১	৪	–
,, – ম	–	১১	৬
,, – রা	২	৪	২৪
	১৬	–	–

শনি

	বৎসর	মাস	দিন
শনি – শ	৩	–	৩
,, – বু	২	৮	৯
,, – কে	১	১	৯
,, – শু	৩	২	–
,, – র	–	১১	১২
,, – চ	১	৭	–
,, – ম	১	১	৯
,, – রা	২	১০	৬
,, – বৃ	২	৬	১২
	১৯	–	–

বুধ

	বৎসর	মাস	দিন
বুধ – বু	২	৪	২৭
,, – কে	–	১১	২৭
,, – শু	২	১০	–
,, – র	–	১০	৬
,, – চ	১	৫	–
,, – ম	–	১১	২৭
,, – রা	২	৬	১৮
,, – বৃ	২	৩	৬
,, – শ	২	৮	৯
	১৭	–	–

কেতু

	বৎসর	মাস	দিন
কেতু – কে	–	৪	২৭
,, – শু	১	২	–
,, – র	–	৪	৬
,, – চ	–	৭	–
,, – ম	–	৪	২৭
,, – রা	১	–	১৮
,, – বৃ	–	১১	৬
,, – শ	১	১	৯
,, – বু	–	১১	২৭
	৭	–	–

শুক্র			
	বৎসর	মাস	দিন
শুক্র – শু	–	৪	–
,, র	১	–	–
,, চ	১	৮	–
,, ম	১	২	–
,, রা	৩	–	–
,, বৃ	২	৮	–
,, শ	৩	২	–
,, বু	২	১০	–
,, কে	১	২	–
	২০	–	–

কয়েকটি জন্ম-চক্র বিশ্লেষণ

জাতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন ও কর্মজীবনে শিক্ষা-দপ্তরে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। জাতকের স্ত্রীও স্বনামধন্যা, সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। সমাজে উভয়েই প্রতিষ্ঠিত। পরিচয়ের
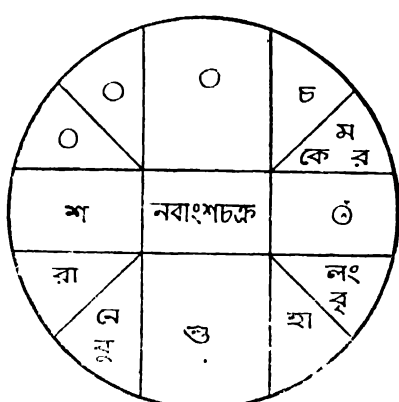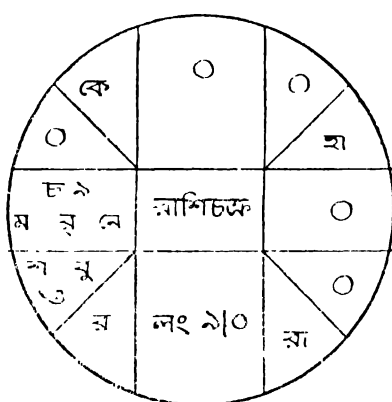
মাধ্যমেই বিবাহ। জাতকের সপ্তমপতি মঙ্গল নীচস্থ হয়ে কর্কটে অবস্থান করলেও সেই ঘরে চন্দ্র বৃহস্পতি অবস্থান করছে ও ঐ দুই গ্রহই বলবান।

পঞ্চমপতি হল ভালবাসার গ্রহ, সেই গ্রহ (শনি) সপ্তম দৃষ্টি দ্বারা পঞ্চম স্থান দেখছে। সপ্তমপতি মঙ্গল অষ্টম দৃষ্টিদ্বারা পঞ্চম স্থানদর্শী। পত্নীকারক গ্রহ রবি। কারকাংশ লগ্ন হতে সপ্তমে মিত্রক্ষেত্রে রবির অবস্থন স্ত্রীর স্বনামধন্যতাকেই প্রমাণ করে। সুখের অধিপতি শনি লগ্ন অধিপতি ও নবমপতির সঙ্গে একাদশে অবস্থান করায় দাম্পত্য-জীবনে তাঁদের গভীর প্রীতি ছিল। চতুর্থপতি পঞ্চমপতি ও পঞ্চমপতি নবমপতি একেই ঘরে অবস্থান করায় রাজ যোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকেও সৌভাগ্যবান ছিলেন। কারকাংশের পঞ্চমে চন্দ্র মঙ্গল ও বৃহস্পতির অবস্থানে বিভিন্ন শাস্ত্রে বুৎপত্তি ও পণ্ডিতসমাজে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার ইঙ্গিত দেয়।

শাস্ত্রানুসারে শুক্র নিজ নবাংশগত হয়ে অবস্থান করলে পত্নী স্বামীতুল্য গুণশালিনী হয়। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

জাতিকা এক সময়ে সিনেমা জগতে নায়িকা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে একজন প্রযোজক পরিচালকের স্ত্রী। পূর্ব পরিচয়ের মাধ্যমে বিবাহ। প্রেমের মূলকারক গ্রহ হলো পঞ্চম ভাব। এক্ষেত্রে পঞ্চমপতি মঙ্গল চতুর্থ দৃষ্টি দ্বারা সপ্তমপতি শনিকে দেখছে। সপ্তমপতি শনিলগ্নকে
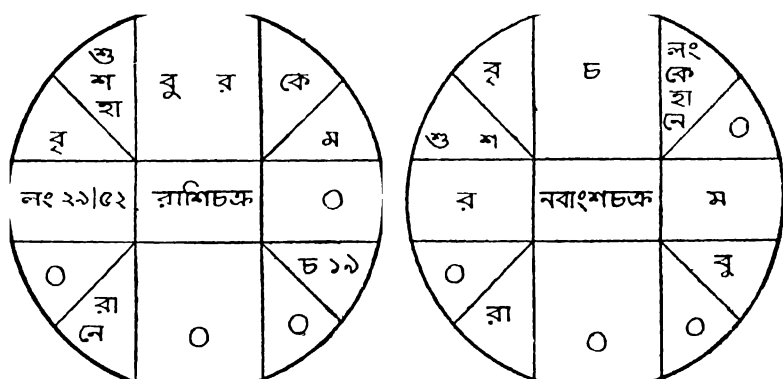
দেখছে। চতুর্থপতি শুক্র সপ্তমপতির সংগে সহ-অবস্থান করছে। পঞ্চমপতি মঙ্গল ন বাংশে বলীয়ান। কারকাংশের লগ্নের সপ্তমে বৃহস্পতি বিবাহের দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।. তবে শুক্র শনির অবস্থান দ্বারা দাম্পত্য-জীবনের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। দশমে রবি

তুঙ্গ হয়ে বুধযুক্ত হওয়ায় জাতিকা আথিক ও সামাজিক দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। মনের কারক শুক্র অষ্টমপতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় মানসিক শান্তির দিক থেকে শুভ যোগের অভাবই সূচিত হয়। কেতুর দশায় জন্ম ও শুক্রের দশায়ই সিনেমা জগতে এসেছিলেন ও বেশ কয়েকটি বই-এ নাম করেছিলেন। রবির দশায় বিয়ে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে চন্দ্রের দশা শুভপ্রদ। মঙ্গলের দশা দাম্পত্য-জীবনের সুখ শান্তির ক্ষেত্রে খুব শুভপ্রদ নয়। মঙ্গল অষ্টমে অবস্থান স্বামীর স্বাস্থ্যহানির নির্দেশক। সপ্তমকারকগ্রহ শনি দশম দৃষ্টিতে মঙ্গলকে দৃষ্টি দেওয়ায় অশুভত্ব বৃদ্ধি হয়েছে।

জাতক একসময়ে নামকরা অভিনেতা ছিলেন বর্তমানে পরিচালক ও প্রযোজক। সপ্তমপতি শনি ষষ্ঠস্থানে অবস্থান পত্নী সম্পর্কে খুব শুভ নয়। এ যোগে পত্নীহানি বা বিচ্ছেদ নির্দেশ করে বিশেষ করে রাহু পঞ্চমদৃষ্টিতে সপ্তমপতিকে ষষ্ঠ ঘরে দেখছে। কারকাংশে সপ্তমে দ্বিগ্রহের যোগাযোগে একাধিক স্ত্রীলাভের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে
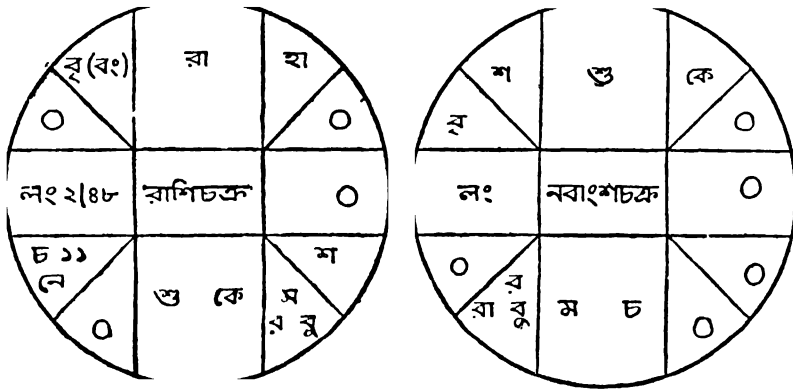
জাতককে দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ করতে হয়েছে। লক্ষ্য করুন কারকাংশলগ্ন মেষের সপ্তমে শুক্রকেতু। এই দুই গ্রহ যোগে একাধিক স্ত্রীর ইঙ্গিত দিচ্ছে। সপ্তমপতি ষষ্ঠে থাকায় জাতকের প্রথম স্ত্রী ষষ্ঠভাবের ভাবকতার দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ অসুস্থতার দ্বারা অন্য কোনভাবে জাতকের সঙ্গে বিভেদ থাকবে। এক্ষেত্রে ও বিচ্ছেদের মধ্যেই ষষ্ঠভাবের কারকতা পাওয়া যাচ্ছে। নবাংশ চক্রে শুক্র

মঙ্গলের নবাংশে ও মঙ্গল শুক্রের নবাংশে। এই যোগে যৌন ব্যাপারে খুব ভাবপ্রবণ ও সংবেদনশীল করে তোলে। সুখের স্থানে শুক্র কেতুযুক্ত হওয়ার সুখের হানি নির্দেশ করে। সপ্তমের ষষ্ঠ অর্থাৎ দ্বাদশ স্থান থেকে দ্বিতীয় পত্নী নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে বুধ দ্বাদশপতি পঞ্চমে দ্বিতীয় ও পঞ্চমপতি যুক্ত। অতএব উভয়ের পূর্ব-পরিচয় সুস্থে প্রণয় ও বিবাহ। ভাগ্যপতি বক্রী থাকায় নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে ভাগ্যের উন্মেষ সম্ভব।

জাতিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্রী ছিলেন। দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনিক দপ্তরে উচ্চপদে আসীন। ধীর স্থির ও মার্জিত রুচিসম্পন্না। জাতিকার সপ্তমে শনি বৃহস্পতি ও হার্শেল। সপ্তমস্থ হার্শেল হঠাৎ আবেগের বশবর্তী হয়ে বিবাহ বা প্রেম নির্দেশ করে। কারকাংশ লগ্নের সপ্তমে রাহু চন্দ্র। নবাংশ লগ্নে সপ্তমে শনি ও মঙ্গল। পঞ্চম পতি বৃহস্পতি সপ্তমে চতুর্থ পতির সঙ্গে অবস্থান করছে। সপ্তম পতি
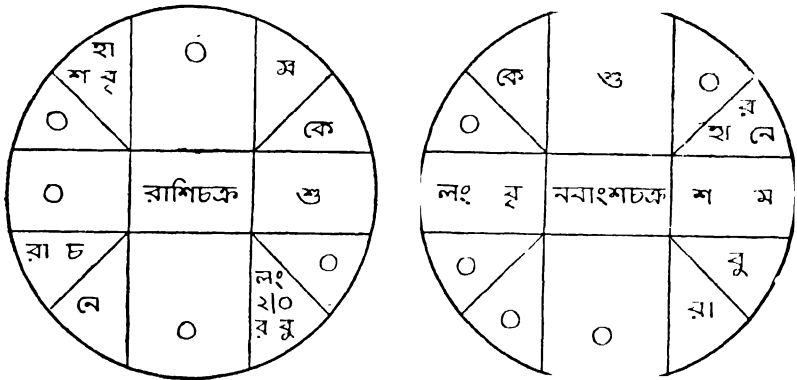
শুক্রকে পঞ্চম পতি বৃহস্পতি নবম দৃষ্টির দ্বারা দেখছে। অতএব এই-যোগে প্রেম বিবাহের নির্দেশ করে। নবাংশ চক্রেও সপ্তম পতি শনি পঞ্চম পতি মঙ্গলের সঙ্গে সহ-অবস্থান করছে। শুক্র মঙ্গলের নবাংশে অবস্থান করছে। এই যোগাযোগগুলি নিঃসন্দেহ প্রমাণ করে যে জাতিকা প্রচলিত নিয়মের বাইরে বিয়ে করবেন। এ ক্ষেত্রেও জাতিকা প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করেই বিয়ে করেছিলেন। হার্শেলের সপ্তমে অবস্থান ও ঐ ধরনের হঠাৎ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দেয়। লগ্নে রবির

অবস্থান ও ঐ রবিকে শনি ও বৃহস্পতি সপ্তম দৃষ্টিতে দেখায় তাহার সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন।

জাতক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা সকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে অতি উচ্চ অবস্থায়ই জাতকের জন্ম হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিলেন, আইনের স্নাতক। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে প্রশাসনিক দপ্তরে উচ্চপদে আসীন। জাতকের চক্রে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ বর্তমান। সপ্তম পতি চন্দ্র নিজ ঘরে বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট।
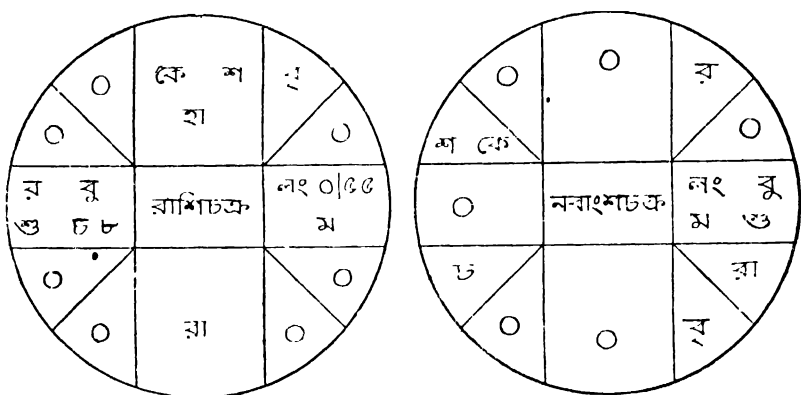
এই জন্মচক্রের একটি বিশিষ্টতা হল, জাতক গৃহী হলে ও অন্তরে একজন প্রবল ঈশ্বরভক্ত। দশমাধিপতি শুক্র কেন্দ্রে আরও তিন গ্রহ নিয়ে অবস্থান করছেন ও সেই স্থানকে বৃহস্পতি পঞ্চম দৃষ্টির দ্বারা দেখছেন। মঙ্গল শনির ক্ষেত্রে শনি মঙ্গলের ক্ষেত্রে অবস্থান করায় বিশিষ্ট রাজযোগ উৎপন্ন করছে। জাতকের বিবাহ স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল। পঞ্চমপতি ও সপ্তমপতি একই ঘরে অবস্থান করায় তাঁদের প্রেম ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকবে ও সুখী দম্পতি হিসাবে তাঁরা সমাজে চিহ্নিত হবেন। চতুর্থে শনি মাতৃসুখের হানিকারক। কারকাংশ লগ্নের সপ্তম-পতি বুধ পঞ্চমে অবস্থান করায় বিবাহিত জীবনে প্রেমের স্থায়িত্ব নির্দেশ করে। তবে সব চররাশিতে গ্রহযোগে ও কেন্দ্রে চতুর সাগর যোগে জাতক হয়ত পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন।

জাতক নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সর্বভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুলিস প্রশাসনে উচ্চপদে আসীন। জাতকের লগ্নপতি শনি দশম দৃষ্টিতে সপ্তমপতি চন্দ্রকে দেখছে। পঞ্চমপতি শুক্র নবাংশের রাহু যুক্ত হওয়ায় ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের বাইরে যাবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সপ্তমপতি চন্দ্র ছয় বর্গবলে বলীয়ান। লগ্নপতি শনি পারিজাতবর্গে (দুই বর্গ) ও পঞ্চমপতি শুভ পাঁচবর্গে বলীয়ান হওয়ায় জাতকের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতক যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তাঁকে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে পেয়েছেন। জাতকের জন্মচক্রে গ্রহরা বর্গবলে বলীয়ান হওয়ায় অন্য কোন সম্বন্ধ না করেও
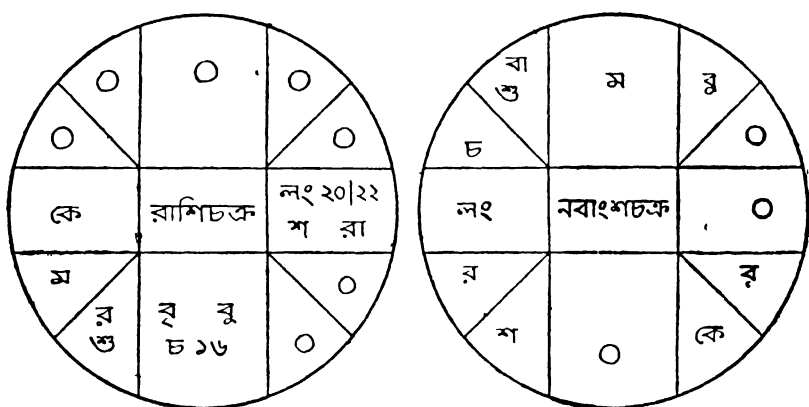
ফলদাতা হতে পেরেছিলেন। কারকাংশ লগ্নের সপ্তমপতি বৃহস্পতি মূল চক্রে দশমে সপ্তমপতির সঙ্গে কনজানকসন করে করে অবস্থান করছে। তাই এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন প্রেম বিনিময় দেখা যাবে না। প্রেমের সূত্রপাতেই বিয়ে। যেহেতু বৃহস্পতি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকায় আছে।

জাতিকা একজন চিকিৎসকের স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে অসুখী। এই অসুখী জীবনের মূলেও নিজের চারিত্রিক ত্রুটি আছে তা নবাংশ চক্র লক্ষ্য করলেও বোঝা যায়। মঙ্গল শুক্রের নবাংশে ও শুক্র মঙ্গলের নবাংশে। শাস্ত্রানুসারে এ ধরনের যোগাযোগে চারিত্রিক ভ্রষ্টতা এনে দিতে পারে। জাতিকার সপ্তমপতি চন্দ্র দ্বাদশে অবস্থান করায় বিবাহিত জীবনে স্বামীর নিকট হতে তেমন নৈকট্য লাভ সম্ভব হবে না বলেই ইঙ্গিত দেয়। বৃহস্পতি লগ্নকে দৃষ্টি দেওয়ায় জাতিকা ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে যেতে পারেন নি। বৈধতার সীমাকে লঙ্ঘন করতে বৃহস্পতি দিচ্ছে না। নবাংশ লগ্নের সপ্তমে মঙ্গল রাহুর অবস্থান জাতিকার যৌন জীবনে অতৃপ্ততার নির্দেশ দিচ্ছে ও একাধিক ব্যক্তি জাতিকার
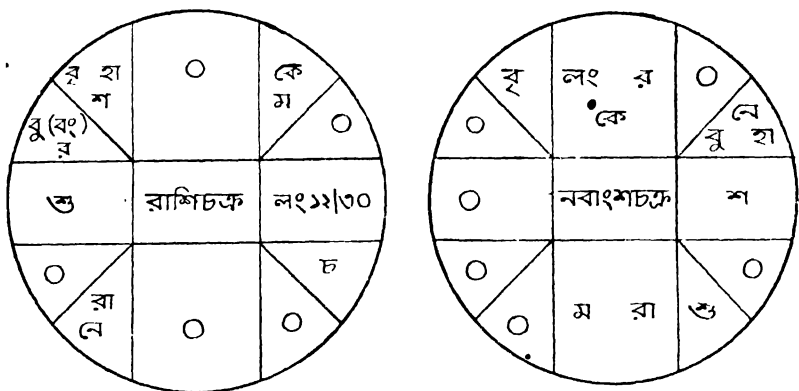
জীবনে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলছে। এই জাতিকার জীবনে মঙ্গল, রাহু ও শুক্র দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থান সুস্পষ্টভাবেই চারিত্রিক চঞ্চলতার নির্দেশ দিচ্ছে। একমাত্র বৃহস্পতি রাহু ও লগ্নকে দেখায় চরম বিপর্যয়কে কিছুটা বিলম্বিত করতে পারছে।

জাতিকা একজন জনপ্রিয় শিল্পী। জাতিকার প্রথম বিবাহিত জীবন সুখের নয়। জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত
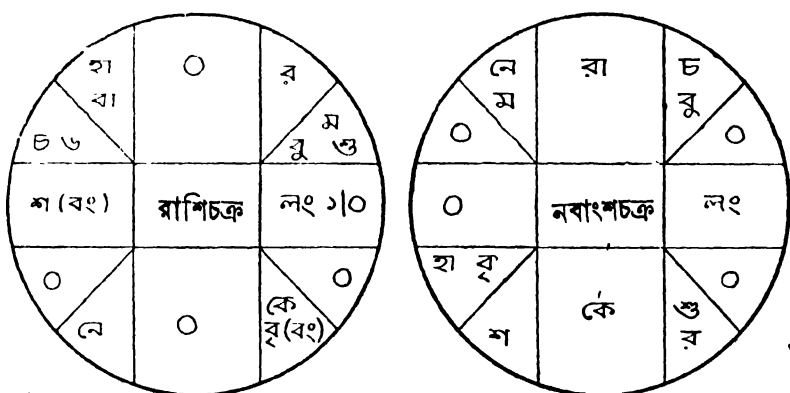
হতে হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে, এই ইঙ্গিতও জন্মচক্র ও নবাংশ চক্রকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা

যায়। সপ্তমপতি চন্দ্র ষষ্ঠে অবস্থান করায় জাতিকার জীবনে স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার ইঙ্গিত দেয়। অধিকন্তু মঙ্গল শুক্রের নবাংশে ও শুক্র মঙ্গলের নবাংশে অবস্থান করায় যৌন জীবনেও জাতিকা অত্যন্ত সংবেদনশীল হবেন ও চারিত্রিক সাম্য রাখতে পারবেন না বলেই নির্দেশ দিচ্ছে। কারকাংশ লগ্নের সপ্তমে বক্রী বৃহস্পতি কেতুযুক্ত থাকায় স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে দাম্পত্য জীবন যাপন করার একটা প্রবণতা থাকা অসম্ভব নয়। বক্রী শনি সপ্তমে অবস্থান করায় প্রথম বিবাহিত জীবনে বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পঞ্চমে রাহু ও দ্বিতীয়স্থ মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় জাতিকার কামনা বাসনার উগ্রতাই নির্দেশ করে। নবাংশ চক্রে বুধ চন্দ্রযুক্ত হওয়ায় চরিত্রের চঞ্চলতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

জাতিকা একজন খ্যাতনামা মহিলা। সিনেমা শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বিবাহিত জীবন সুখের নয়। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। এবার লক্ষ্য করুন রাশিচক্রের দিকে। সপ্তমে মঙ্গলের ঘরে রাহু। রাহু নবম দৃষ্টি দ্বারা সপ্তমপতি মঙ্গলকে দেখছে। চন্দ্র বৃহস্পতিযুক্ত হওয়ায় বিশেষ করে চন্দ্রের সুনীম্নস্থ ঘরে সহঅবস্থানে খুব শুভ ফল দিতে পারছে না।
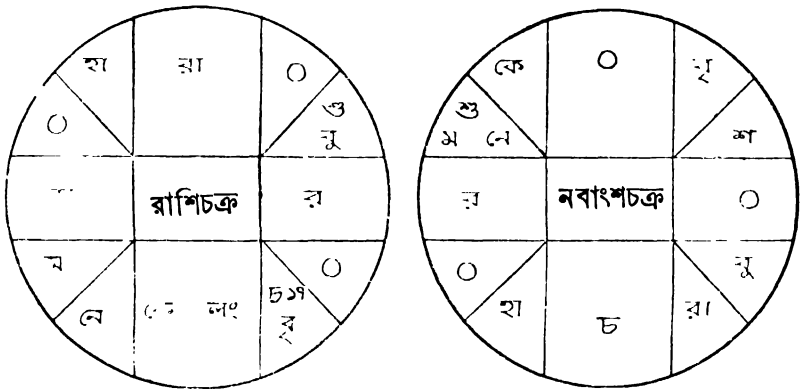
সপ্তমস্থ রাহু স্বামীর মানসিকতার মধ্যে রুচিহীনতার প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। ঐ রাহুকে শনি দশম দৃষ্টিতে দেখায় ঐভাবের বৃদ্ধি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতিকা দুইবার বিবাহিত জীবনেসুখীও হতে পারেন নি। প্রথমবারে রাহুর মানসিকতা সম্পন্ন দ্বিতীয় বারে শনির মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় সত্যিকার দাম্পত্য জীবনে সুখী

হতে পারলেন না। সুখের ঘরে রবি শত্রু ঘরে বসে আছে ও সেই ঘরকে নীচস্থ শনি সপ্তম দৃষ্টিতে দেখছে। তার ফলে জাতিকা জীবনে সুখী হতে পারেন নি।

· জাতিকার বিয়ে হয়েছিল একজন কৃতি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে। স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফল করেছিলেন ও উচ্চপদে আসীন ছিলেন। বিয়ের চার পাঁচ বৎসর পর স্বামী হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান, এখনও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। জাতিকা অত্যন্ত রুচিসম্পন্না শিক্ষিতা মহিলা। তাঁদের দাম্পত্য জীবনও মধুর ছিল।

এবার লক্ষ্য করুন সপ্তমে বক্রী বৃহস্পতি নীচস্থ। সপ্তম পতি শনি শুক্রের নক্ষত্রেস্থিত হলে বিবাহিত জীবনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে শনি শুক্রের নক্ষত্রে অবস্থান করছে। জাতিকার বুধের দশায় স্বামী নিখোঁজ হয়ে যান। বুধ দ্বাদশ পতি হয়ে দ্বিতীয় ও সপ্তম অষ্টম
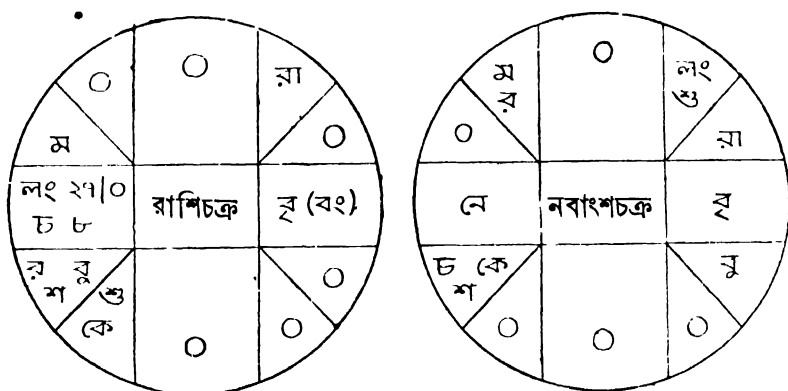
পতি শনির সঙ্গে সহঅবস্থান করছে। সুখের ঘরের অধিপতি শুক্র নীচস্থ। ভাগ্যপতি বৃহস্পতি সপ্তমে নীচস্থ হয়ে বক্রী হওয়ায় ভাগ্যের প্রতিকূলতা স্বামী স্থান হতে পারার নির্দেশ করে। দ্বাদশস্থ মঙ্গল নিঃসঙ্গ জীবনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এক্ষেত্রে বক্রী বৃহস্পতি ৩১ বৎসরের পর শুভ ফল দেবে এবং আশা করা যায় তার পরই জাতিকা সুখী হতে পারবেন।

পরিশিষ্ট

প্রেম ভালবাসার উপর রাশি ও গ্রহের প্রভাব নিয়ে যে মূল্যায়ণ করা হল তা আমাদের শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে। একথা অনস্বীকার্য যে এই মূল্যায়নের বাইরেও এক বিরাট মানসিকতা থেকে যায়, যার সন্ধান দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই দেখা যায় ফলিত জ্যোতিষও একটি জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। কি আছে তারপর? অনেক প্রশ্নের কার্য-কারণ দেওয়া সম্ভব হয় না। এ জন্মের জন্মচক্র দেখে যে মূল্যায়ণ করা হয় তার ভিতরও কিছু অলিখিত জিনিস ঘটে যায় যার সন্ধান জাতচক্র দেখে সব সময় নির্ণয় করা যায় না।

তাই আমাদের ঋষিরা এই শাস্ত্রকে আলোচনা করতে গিয়ে কর্মকে দু-ভাগে ভাগ করছেন। একটি হল গত জন্মের কর্মফলের প্রকাশ এ জন্মে যাকে প্রারব্ধ বলে ঋষিরা চিহ্নিত করে গেছেন। আর একটি হল ঐহিক বা এজন্মে কর্ম দ্বারা যে ফল সৃষ্টি করে ভোগ করি। এ বিষয় আরও প্রাঞ্জলভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, জন্মের মুহূর্ত থেকে কর্মজীবনের কিয়দংশ অবধি যে ফল মুখ্যতঃ ভোগ করি, তা আমাদের পূর্বসঞ্চিত কর্মের-ই প্রকাশ। আর জন্মের পর কর্মের দ্বারা যে কর্মফল সৃষ্টি করি, তা কিছু এ জন্মে ভোগ করি আর কিছু রেখে যাই আর এক জন্মের জন্য।

এসম্বন্ধে ভৃগুসংহিতায় রাজখণ্ডে কি ভাবে এ জন্মের জন্মচক্র দেখে গত জন্মের কর্মফলের মূল্যায়ণ করা এবং তার প্রকাশ কি ভাবে হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া আছে। রাশিচক্র ও নবাংশ চক্রকে বিশেষ-ভাবে বিশ্লেষণ করে, ধ্রুবাঙ্ক নির্ণয় করে তার নবমপতির অবস্থান দ্বারা এজন্মের ভাগ্যের প্রকাশ কিভাবে পাওয়া যাবে তা নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ জাতকের মেধা, স্বাস্থ্য, বিদ্যা পরিবেশ, স্বামী স্ত্রী, পিতা মাতা কিরকম হবে তার ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। এই মূল ভিত্তির উপর নির্ভর করেই বর্তমান জন্মের রাশি চক্রের দ্বারা ঐ উপরোক্ত ভাবের উৎকর্ষতা কতটুকু হওয়া সম্ভব তা নির্ণয় করা যায়।

তাই প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও আপনার সঞ্চিত কর্মফলই ইঙ্গিত

দেবে কি ধরনের জাতক জাতিকা আপনার বর্তমান জীবনে দেখা দেবে। যে আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা গত জন্মে কর্মফল সৃষ্টি করেছিলেন, অনিবার্য-ভাবে তারই আত্মপ্রকাশ ঘটবে এজন্মে। যাকে পাওয়ার জন্য আপনার মন সদাসর্বদা উৎকণ্ঠিত ছিল, এজন্মে তাকে পাওয়ার মধ্যে দিয়েই গত জন্মকৃত প্রারব্ধের পূর্ণতা সম্ভব। আমাদের সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাই এজন্মে পেয়ে থাকি। হয়ত অনেক জিনিসই কামনা করি যার মধ্যে মঙ্গল নেই তার ফলও ভোগ করতে হয়. ইহাই আমাদের প্রারব্ধ বলে ঋষিরা চিহ্নিত করে গেছেন। এখানে একথা বলার তাৎপর্য্য এই যাকে আমরা পেলাম তাকে কিন্তু এক সময়ে ঐকান্তিকভাবেই চেয়েছিলাম। আর যাকে পেলাম না তার মধ্যেও আমাদের পরস্পরের চাওয়ার সাম্য ছিল না বলেই এজন্মে পাওয়া গেল না। কিন্তু সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা যে কর্মফল সৃষ্টি করব, তার পূর্ণ পরিণতি আগামী জন্মে পাওয়া সম্ভব।

ভৃগুসংহিতায় রাজখণ্ডে সর্বত্রই ইহজন্মজাত সুখ দুঃখের কারণস্বরূপ পূর্বজন্মাকৃত কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ-প্রসূত দার্শনিক তত্ত্বকেই ফলিত জ্যোতিষের মূল ভিত্তিস্বরূপ ধরা হয়েছে। তাই ইহজন্মগত সুখ দুঃখের মূল কারণ সেই প্রাক্তন কর্মের কারক গ্রহকে লগ্ন-স্বরূপ বা কেন্দ্রস্বরূপ ধরে ইহজীবনের বারোটি ভাবের পূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভব।

শাস্ত্রবাক্য ছাড়াও এ সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা যায়, হয়ত দেখা যাবে যে এই জন্মই আমাদের প্রকাশ ও শেষ, তার আগেও কিছু ছিল না ও পরেও থাকবে না এ বোধকে বিশ্বাস করতে বাধে। মানুষের জীবনের পূর্ণতা তার এক জীবনের কর্মের ভিতর দিয়েই শেষ হয়ে যাবে এ যেন একটা খাপছাড়া ভাব। অনেকেরই হয়ত জীবনে একাধিকবার কবিকে প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছে 'বড় আপনার জন'। হয়ত এর ভিতর কোন সঙ্গত কারণ নেই। এক দিনের আলাপের ভিতর দিয়ে পরস্পরের যে সখ্য গড়ে উঠল তার কার্যকারণ কিন্তু বাস্তব যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করা দুষ্কর। পরিচয় প্রতিদিনই অনেকেরই সঙ্গেই হচ্ছে। কিন্তু কোন এক বিশেষ জনকে দেখেই মনে হয় কত কালের চেনা জানা। আত্মা চায় তার নিকট সান্নিধ্য। এমন কি ঘুরতে ঘুরতে নতুন এক জায়গায় যাওয়ার পরই মনে হয়, যেন এ জায়গায় বহুবার এসেছি এবং

পথঘাট যেন চেনা চেনা। একটা আত্মিক নিবিড়তা অনুভব করা যায়। এ ধরনের হঠাৎ ভেসেআসা ভাবের কার্যকারণ খুঁজতে গেলে জন্মান্তরের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। যাঁরা ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত জন্মান্তরবাদ রহস্য ও রোমাঞ্চ পড়েছেন, তাঁরা হয়ত দেখেছেন যে অল্প বয়সের শিশুও তার গত জন্মের কর্মের স্থানে গিয়ে বন্ধুবান্ধব, পিতামাতাকে পাওয়ার জন্য আগ্রহী। তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। তবে এর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়—যে জীবনকে ছেড়ে আসল ও নতুন জীবন গ্রহণ করল তার মধ্যে সামঞ্জস্যই আছে বিরোধ তেমন নেই। যে জীবনকে ছেড়ে আসলাম নতুন জীবনে তার পূর্ব জীবনের প্রভাব একবারে থাকবে না এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। তাই এক জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের সাদৃশ থাকাটা অসম্ভব নয়। বরং থাকাটাই স্বাভাবিক। হয়ত বেশী জানা সম্ভব নয় বরং অসম্ভব নয় যে তার মধ্যে মঙ্গল নেই, তাই স্রষ্টা একটা অন্ধকারের অবগুণ্ঠনের মধ্যে আমাদের এক জীবনের সঙ্গে আর এক জীবনের ব্যবধান রেখেছেন।

তবে এথেকে এটুকু হয়ত ধারণা করা যায় যে আমাদের কর্মফলের সূত্র এজন্মের আগে থেকেই শুরু। প্রশ্ন হল, এই অতীতকে জেনে কোনো মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কিনা? এর উত্তরে এটুকু বলা যায় যে, পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিতে পাপ-পূণ্য সুখ-দুঃখের মূল্যায়ণ যা করি তার যে কোন চিরস্থায়ী মূল্য নেই, এ মহা সত্যকে জানা সম্ভব হয়—যখন আমরা আমাদের অতীত, বর্তমান ও আগামী জীবনের প্রতিচ্ছবি জানতে পারি। হয়ত দেখা যাবে কত অকিঞ্চিৎকর জিনিস নিয়ে কতই না মাতামাতি করেছিলাম পরবর্তীকালে তা কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঋষিরা অনুভব করেছিলেন যে জীবনের পূর্ণ মূল্যায়ণ কোন দিনই এক জাবনের জন্মচক্র দিয়ে নিরুপণ সম্ভব নয়। তাই তাদের অবলম্বিত সুত্র ধরে অতীত, বর্তমান ও আগামী অর্থাৎ তিন জন্মের খতিয়ান বিশ্লেষণ করেই জাতক জাতিকা তার জীবনের পূর্ণ মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হবেন। জানবেন যে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষারই নব নব রূপ বিভিন্ন জীবনে প্রকাশ পাচ্ছে। চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে ব্যবধান শুধু সময়ের। প্রতিটি মানুষই নিরন্তর তার ভাগ্য সৃষ্টি করে যাচ্ছে।